পাশুপত

পৌরাণিক নাটক

শ্রীঅতুলানন্দ রায় বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যভারতী

সাহিত্যানুরাগী···স্নেহময় দাদা···

শ্রীবিজয় কৃষ্ণ রায়

মান্যবরেষু

দাদা,

জীবনের এক সঙ্কটময় ক্ষণে আপনি সস্নেহে আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন···আপনার স্নেহের ঋণ অপরিশোধণীয়···আমার জীবনে সেদিনকার সেই সঙ্কট-বেদনাও অবিস্মরণীয়···অকুণ্ঠ মনে ইহাকেই চিরজীবন স্বীকার ও স্মরণ করিতে আমার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি পাণ্ডুপত, আশা করি, আপনি সস্নেহে গ্রহণ করিবেন···

স্নেহমুগ্ধ

গ্রন্থকার

গ্রন্থকারের নিবেদন…

"পাশুপত"এর কয়েকটি চরিত্র এবং যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে। পূর্ব্বাহ্লেই তদুত্তরে এই নিবেদন অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৩৪৪ সালে পাশুপতের প্রথম পাণ্ডুলিপি শেষ করিয়া বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের জনৈক বিশিষ্ট চরিত্রাভিনেতা ও পরিচালক মহাশয়কে শুনাইয়াছিলাম। তিনি সহাস্যে বলিয়াছিলেন, "মহাভারতের বনপর্ব্বে বিমান চড়ে যুদ্ধ, কামান দেগে দুম্ দাম্, এসব লিখেছেন কি মশায়, পাবলিক্ নেবে কেন এসব আজগুবি?" '৪৭ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাই হিমালয়ের পাদদেশে। নির্জ্জনে দীর্ঘ দশ বৎসর বারংবার মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়াও বুঝি নাই আজগুবি কোন্‌খানটায়…দশ বৎসর ধরিয়া বারংবার পাঠ করিয়াও "পাশুপত"-এ আজগুবি অপসারণ করিতে পারি নাই।

'৫৬ সালের শারদীয়া সংখ্যা দেশ পত্রিকায় পড়িলাম শ্রদ্ধেয় শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ, "পৌরাণিক ভারতে যুদ্ধ"। শাস্ত্রী মহাশয় অকুণ্ঠ হস্তে লিখিয়াছেন, "বিমান বা ব্যোমযানের রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদিতে বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়…পুরাণের জীবন্ত বর্ণনা দেখিয়া ইহাদের কেবল কল্পনার বিজৃম্ভণ বলিয়া মনে হয় না…বৃহন্নালীকের বর্ণনা হইতেও উহা যে কামান ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পাশুপত প্রভৃতি এমন কয়েকটি অস্ত্রের পৌরাণিক যুগে ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় যাহার নিকট কামান জাতীয় অস্ত্র নগণ্য। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পাশুপত অস্ত্রের সাহায্যে দানবদের হিরণ্যপুর ধ্বংসের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহার সহিত একমাত্র আণবিক বোমা ব্যবহারে হিরোশিমার ধ্বংসেরই তুলনা করা যায়। পাশুপত অস্ত্র আণবিক বোমা জাতীয় বলিয়াই মনে হয়"…ইত্যাদি।

তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে নালীক ও বৃহন্নালীকের বর্ণনা শুক্রনীতি ও মহাভারত, বনপর্ব্ব—৫২ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত।

প্রশ্নান্তর উর্ব্বশী। মহাভারতকার অর্জ্জুনোর্ব্বশীর প্রেমোপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন, পাশুপতাস্ত্র লাভ পর্ব্বান্তে দেব সভায় অর্জ্জুনকে সম্বর্দ্ধনার পর। আমার মনে হয়, সুদীর্ঘ সাধনায় অটুট সংযমের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে অর্জ্জুন সৃষ্টি-স্থিতি বিলয়ক্ষম পাশুপতাস্ত্র লাভ করিলেন তাঁহার

চরিত্রবল পরীক্ষা প্রসঙ্গেই উর্ব্বশীর প্রেম নিবেদন ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান অধিকতর প্রাসঙ্গিক।

হিরণ্যপুরের স্থলে কৈলাসের পাদদেশে নিবাত নিধন…"পাশুপত" নাটকে যে স্থান ও কালে বিপন্নের আর্ত্তনাদকাতর অর্জ্জুন নিজ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া জন-কল্যাণে পাশুপতাস্ত্রে নিবাত বধ করিয়াছেন তাহাই স্বাভাবিক এবং অর্জ্জুনের চরিত্রোপযোগী মনে করি। এই নিবাত-নিধন পর্ব্বকে হিরণ্যপুরে টানিয়া নিতে মহাভারতকার দেবরাজ ইন্দ্র ও পুষ্পক-সারথি মাতলি চরিত্রে যে নিবাত-ভীতির সংযোগ করিয়াছেন, নিশ্চিন্ত হিরণ্যপুর আক্রমণ ও ধ্বংস বর্ণনায় অর্জ্জুন চরিত্রে যে অনুদার সঙ্কীর্ণতার ইঙ্গিত দিয়াছেন উহার স্বপক্ষে যুক্তি যাহাই থাক না কেন, পার্থের আদর্শ চরিত্রকে অকারণ অবনমিত না করিলেই বা ক্ষতি কি !!

নাটক ইতিহাস নয়। তথাপি নাট্যোল্লিখিত চরিত্রাঙ্কনে চিরস্মরণীয় ও মাননীয় মহাভারতোক্ত স্থান ও কালের সামান্য পরিবর্ত্তন করার ত্রুটীর জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী…

"পাশুপত" রচনায় পরমভক্ত শ্রদ্ধেয় শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত বাঙলা ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত স্বনামখ্যাত ডাক্তার শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী, এম. বি., এম. আর. সি. পি., টি. ডি. ডি., সাহিত্যিক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব, শ্রীকালীপদ সেন গুপ্ত, নাট্যরসিক শ্রীমনিমোহন বানার্জ্জী প্রভৃতি মহোদয়গণ আমাকে বিভিন্ন ইঙ্গিত ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান যুগের অন্যতম নাট্যকার ও যশস্বী লেখক শচীন সেন গুপ্ত মহাশয় সানন্দে ইহার পরিচিতি লিখিয়াছেন। আবাল্য সুহৃদ, শ্রীশচীন দাশগুপ্তের উৎসাহে "পাশুপত" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ইহাদের সকলেরই নিকট আমি চিরঋণী রহিলাম।

১২৪, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
২২শে, ফাল্গুন, মঙ্গলবার,
শিব-চতুর্দশী, ১৩৫৭

বিনীত

শ্রীঅতুলানন্দ রায়

পরিচিতি

শ্রীঅতুলানন্দ রায় রচিত 'পাশুপত' নামক নাটকখানি পড়ে প্রীত হলাম। মহাভারতের একটি বিশিষ্ট ঘটনা অবলম্বন করে নাটকখানি রচিত হয়েছে। পাশুপত লাভ এক কালে জাতীয় মুক্তি সাধনায় ধ্যানের বিষয় হয়ে উঠেছিল। সে পাশুপত শুধু মাত্র অস্ত্র নয়; মানবের মানবোত্তর শক্তি। মানুষের এই মানবোত্তর শক্তি অর্জ্জনের প্রয়োজন অতীতের মহাভারতের যুগে যেমন ছিল, আজকার মহাভারত রচনার প্রয়াসের দিনে তার চেয়ে কিছু কম নেই। আজকার পৃথিবীর অবস্থা দেখে এ-কথা অবশ্যই বলা যায় যে মানুষ যখন তার চিত্তবৃত্তির সমন্বয় স্থাপন দ্বারা স্থায়ী শান্তির কোন ব্যবস্থা করতে না পেরে মানুষে মানুষে বিরোধ ক্রমশঃই বাড়িয়ে তুলচে, তখন মানবোত্তর কোন ঐশী শক্তিকে বরণ করে নেবার প্রয়োজন মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য হয়ে উঠ্‌চে। মহাভারতকার যে রূপকের সাহায্যে সে-কালের মানুষকে মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয় এই সাধনার গূঢ় মর্ম্ম-বোঝাবার চেষ্টা করে গেছেন, আজ সে রূপকের সাহায্যে মানব মনকে উর্দ্ধমুখিন করা যাবে কি না, এমন প্রশ্নও অনেকে করে থাকেন। সে প্রশ্ন আমার মনে কোন সংশয় আনে না। এই কারণেই আনে না যে, আজও দেখতে পাই পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি এই জাতির জনগণের মনে অনুরাগের অভাব নেই। মহাভারতকার রূপকের মাধ্যমে লোক-শিক্ষার যে অনুপম পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেছিলেন, এই নিরক্ষর লোক-বহুল দেশে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন মাধ্যম আজও অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হতে দেখা যায় না। আমার মনে হয় গণ-নাট্য যে স্বীকৃতির দাবী নিয়ে আমাদের কাছে আজ উপস্থিত হয়েছে, পৌরাণিক রূপকের মাধ্যমে রচিত এরূপ নাটক বহুলাংশে তা পূর্ণ করতে পারবে—বর্ত্তমানের বাস্তবতা না থাকা সত্ত্বেও। অবশ্য বাস্তবতার দাবীকে এই বলে আমি অস্বীকার বা

অগ্রাহ্য করতে চাই না। পাশুপতের প্রয়োজন আছে মনে করেই এই 'পাশুপত' নাটককেও আমি কালোপযোগী বলতে দ্বিধা বোধ করি না।

নাটকখানিতে নাট্য-মুহূর্ত্ত সৃষ্টির কৃতিত্বের পরিচয় পাই। ভাষা শুধু সহজ ও সাবলীলই নয়, গতিবেগেরও অধিকারী। কাজেই নাট্যরস সৃষ্টির উপযোগী। কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র দৃশ্য, বিশেষ করে দ্বিতীয় অঙ্কে, নাটকের গতিবেগ বৃদ্ধির সহায়তা করলেও মঞ্চ-প্রযোজনায় প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করবে বলে মনে হয়।

পৌরাণিক নাটকে 'বিমান,' 'কামান' প্রভৃতির স্থান থাকতে পারে কিনা এমন প্রশ্ন যে উঠেচে, তা নাট্যকারের মুখবন্ধে দেখতে পেলাম। বিমান শব্দটিই আধুনিক নয়, প্রাচীন। মহাভারত এবং রামায়ণের যুগে যে বিমানপোত অনাবিষ্কৃত ও অব্যবহার্য্য ছিলনা তার নানা প্রমাণ পাওয়া গেছে। কামান ছিল কিনা জানি না। তবে পাশুপত প্রভৃতিকে কামানের প্রাক্-সংস্করণ বল্লে ওদের গুরুত্ব অনেক খর্ব্ব করে দেওয়া হবে। প্রাচীন অগ্নিমুখ অস্ত্রগুলি, বিশেষ করে পাশুপত প্রভৃতি, আধুনিক কামানের চেয়ে অন্য রকমের এবং অন্য ধরণের নিশ্চিতই ছিল,—হয়ত বিশেষ কোন বাস্তব রূপই তাদের ছিল না। সে যা-ই হোক রূপক রূপক। নাটকে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ হলেই ঐতিহাসিক প্রমাণের প্রশ্ন অবান্তর হয়ে পড়ে। "পাশুপতে"র মত রূপক নাট্য সৃষ্টি এখনো আমরা আগ্রহের সঙ্গে দেখে থাকি এবং দেখবার সময় বাস্তবতার প্রশ্ন আমাদের মনকে নাটকের প্রতি বিরূপ করে তোলে না, রূপকের অন্তরালে যে রস থাকে তা উপভোগ করি, সঞ্চয় করে রাখি।

কলিকাতা,
৭-৩-৫১

শচীন সেনগুপ্ত

চরিত্র

দেবতাগণ ··

শিব, ইন্দ্র,

পার্ব্বতী বিশ্বকর্ম্মা,

ব্রহ্মা, উর্ব্বশী,

বীণাপাণি, চিত্রলেখা

দানবগণ···

দানব সম্রাট নিবাত কবচ,

দানব সম্রাজ্ঞী ঘৃতাচী,

দানব যুবরাজ নয়ন,

দানব মন্ত্রীদ্বয় উগ্রনাদ ও শঙ্খমুখ,

দানব শিল্পী ময়,

দানব মায়াবী জটাসুর ও পটাসুর,

দানব রক্ষী, রক্ষিণী, নর্ত্তকী ও প্রজাগণ

মানবগণ···

দ্বারকাপতি কৃষ্ণ,

কৃষ্ণসখা পাণ্ডব ভীম ও অর্জ্জুন,

মহর্ষি ব্যাস,

পাণ্ডব মহিষী দ্রৌপদী,

দ্রৌপদীর সহচরী স্মৃতি,

ভীমতনয় রাক্ষস ঘটোৎকচ,

ব্রাহ্মণগণ, মজুরগণ, কিরাত কিরাতিগণ ইত্যাদি।

কাল···মহাভারতোক্ত পাণ্ডবের বনবাস পর্ব্ব।

স্থান দ্বৈতবন, কাম্যকারণ্য, হিমালয়, হিরণ্যপুর।

পাশুপত

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তরঙ্গসঙ্কুল ভারত সমুদ্র মধ্যে নিবাত পুরী…হিরণ্যপুর। দানব সম্রাট নিবাত কবচের স্ফটিকগঠিত প্রাসাদে বিরাট নাটমন্দির। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বকাল। দানব যুবক যুবতীগণের নৃত্যগীত।

গীত

বন্দে !
স্বর্গাদপি গরীয়সী অয়ি জনমভূমি মা, বন্দে !
দেশ জননী, বন্দে !
তব, চরণে সকল তীর্থ রেণুমা, মঙ্গল ঘট নীর।
আকাশে তোমার নয়ন নীলিমা, ইঙ্গিত প্রগভীর।
সঙ্গীতময়ী সমীরণে নাচে জীবন মিলনানন্দে !
দেশ জননী, বন্দে !
ধর্ম্মাধর্ম্ম জানি না মানি না, জননীর বড় নাই।
স্বজাতির বড় আপনার জন, কেহ নাই, কেহ নাই।
কণ্ঠে কণ্ঠে "জননীর জয়" বন্দনা গীত ছন্দে !
দেশ জননী, বন্দে !

নানাবিধ তারযন্ত্রের ঐক্যতান বিলয় পর্য্যায়ে মিলাইয়া যাইতেছিল। নৃত্যগীতরত দানব যুবক যুবতীগণ পটাসুরের পরিচালনায় গীতান্তে অপরূপ ভাবোদ্দীপক ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। সমুদ্রবক্ষে সূর্য্যাস্ত হইল। প্রদীপালোকে প্রাসাদ আলোকিত হইল। নৃত্যছন্দে পটাসুর ও দানব যুবক যুবতীগণ প্রস্থান করিল। তারযন্ত্রের ঐক্যতান ছাপাইয়া রাজ আগমন সূচক দামামা ধ্বনিত হইল। দ্বিতলের সোপান শ্রেণীতে অবতরণ করিয়া বলিষ্ঠদেহ গর্ব্বোন্নতশির তেজস্বী প্রৌঢ় দানব সম্রাট নিবাত কবচ ও অনিন্দ্যকান্তি নম্রস্বভাবা দানব সম্রাজ্ঞী ঘৃতাচী প্রবেশ করিলেন।

ঘৃতাচী। কুরুরাজ দুর্য্যোধন তোমার সুহৃদ।

নিবাত। দুর্য্যোধন খল, পাণ্ডবের ভয়ে চঞ্চল।

ঘৃতাচী। পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ ··

নিবাত। দানব জাতির পরম শত্রু, কূটচক্রী কপট কৃষক।

অপরূপ মর্ম্মরাসনে উপবেশন করিয়া নিবাত ঘৃতাচীকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ঘৃতাচী অপর বেদীতে বসিলেন।

ঘৃতাচী। ভারতবাসী কৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করে অবতীর্ণ নারায়ণ জানে।

নিবাত। (সহাস্যে) অবতার! অসংখ্য অবতার! বন্য বরাহ, কদর্য্য কচ্ছপ, মীন্ পর্য্যন্ত ওদের অবতীর্ণ নারায়ণ। তুমি মানো? আমি মানি না এই অবতারবাদ।

ঘৃতাচী। অবতার না মানো···

নিবাত। স্বীকার করি দ্বারকাপতি কৃষ্ণ কুটিল রাজনৈতিক। বারংবার দানব জাতির ভারতাভিযান ব্যর্থ হয়েছে কৃষ্ণেরই

চক্রান্তে। নগণ্য নশ্বর নর তাই আজও আমার বশ্যতা স্বীকার করে নাই।

রজ্জুবদ্ধ হস্ত সুন্দরী যুবতী স্মৃতিকে লইয়া কঠোরাকৃতি বলবান জটাসুরের প্রবেশ ও অভিবাদন।

জটাসুর। এইবার স্বীকার করবে মহারাজ। নরলোকের মধ্যমণিকে হরণ করে এনেছি। এই নারী পঞ্চ পাণ্ডব মহিষী দ্রৌপদী।

জটাসুর সবলে ঠেলিয়া দিতেই স্মৃতি নিবাতের পদতলে যাইয়া পড়িল। উত্তেজনায় নিবাত দাঁড়াইলেন। ব্যস্তভাবে ঘৃতাচী স্মৃতির রজ্জুবন্ধন মুক্ত করিয়া অবিন্যস্ত কেশ বেশাদি সুবিন্যস্ত করিতে লাগিলেন।

নিবাত। (সোল্লাসে) দ্রৌপদী!

ঘৃতাচী। (উৎকণ্ঠিতাভাবে) দ্রৌপদী!

নিবাত। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—প্রীত হ'লাম জটাসুর। যোগ্য পুরষ্কার দিব। অদূর ভবিষ্যতে বিজিতা ভারতের শাসনকার্য্যে তোমাকেই নিযুক্ত করবো।

জটাসুর। মহারাজের অসীম করুণা।

অভিবাদন ও প্রস্থান।

নিবাত। উগ্রনাদ।

ঘৃতাচী। মহারাজ, মুক্ত কর,

অবিলম্বে মুক্ত কর পাণ্ডব প্রিয়ারে…

ত্রস্ত পদে বিকটদর্শন কুব্জ বৃদ্ধ দানব মন্ত্রী উগ্রনাদ প্রবেশ ও অভিবাদন করিয়া কহিল, "মহারাজ!"…নিবাত ইঙ্গিতে

উগ্রনাদকে নিকটে আহ্বান করিলেন। স্মৃতি উগ্রনাদের বিকটাকৃতি ও চলনভঙ্গী দেখিয়া অনুচ্চকণ্ঠে হাসিয়া ফেলিল। রুষ্ট উগ্রনাদ "হেঃ" বলিয়া স্মৃতির দিকে অগ্রসর হইতেই ঘৃতাচীকে দেখিয়া সলজ্জভাবে "এঃ" বলিয়া নিবাতের নিকটে গেল। নিবাত গোপনে উগ্রনাদকে কি বলিলেন। উগ্রনাদ সোল্লাসে "হেঃ—" বলিয়া প্রস্থান করিল।

ঘৃতাচী। প্রভু, আমাকে দাও এই বন্দিনীর ভার।

নিবাত। দিব। কার্য্যশেষে ডাকবো।

নিবাত ইঙ্গিতে ঘৃতাচীকে স্থানান্তরে যাইতে বলিলে ঘৃতাচী অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রস্থান করিলেন। উগ্রনাদ একখানি লিপি ও লেখনী হস্তে পুনঃ প্রবেশ করিয়া নিবাতের হস্তে লিপি প্রদান করিল। নিবাত লিপি পাঠ.করিলেন।

নিবাত। চমৎকার। পাণ্ডব মহিষী!

স্মৃতি। তোমার মাথা···

উগ্রনাদ। হেঃ—

নিবাত। (লিপি স্মৃতিকে দিয়া) পড় লিপি।

লিপি পাঠান্তে স্মৃতি উহা অবজ্ঞায় নিক্ষেপ করিল। উগ্রনাদ রুষ্টভাবে "হেঃ—" বলিয়া লিপি উঠাইয়া স্মৃতির সম্মুখে ধরিল এবং অপর হস্তধৃত লেখনী বাড়াইয়া কহিল, "স্বাক্ষর···"

নিবাত। স্বাক্ষর কর নারী।

স্মৃতি নীরবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া মৃদুহাস্য করিল।

নিবাত। এ কি উন্মাদ !!

বারংবাউগ্রনাদ। অসম্ভব নয়। যে অত্যাচার করেছে কৌরব··· খুব·

খুব। সবার সামনে সভার মাঝখানে ওকে টেনে এনে বসন খুলে—ওর বসন খুলে, অনাবৃত করে (স্মৃতির হাস্য) হেঃ—(নিবাতের দিকে চাহিতেই সলজ্জে) এঃ—

নিবাত। স্বাক্ষর কর নারী···

স্মৃতি। ওতে আমার স্বাক্ষরের কোনই মূল্য নাই···

নিবাত। আমি বুঝবো।

উগ্রনাদ। এটা হস্তিনা নয়···নিবাত পুরী। সম্মুখে তোমার বিশ্ববিজয়ী দানব সম্রাট। (স্মৃতির দিকে লেখনী ও লিপি বাড়াইয়া) চট্ পট্···

স্মৃতি। (উগ্রনাদের অনুকরণে) হেঃ—

উগ্রনাদ। হেঃ—(রুষ্টভাবে লেখনী দ্বারা নিজ বাহুতে আঘাত ও আঘাত পাইয়া কাতর ভাবে) উঃ—

স্মৃতি। দানব সম্রাট পাণ্ডবকে বশীভূত করতে চান তাঁদের পরাস্ত করে তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করুন। আমি কেন কৃষ্ণসখা ধনঞ্জয়কে লিখবো এসে আমায় মুক্ত করে নিতে অথবা বশ্যতা স্বীকার করতে। সাহস থাকে, দানব সম্রাট নিজেই ওই লিপি স্বাক্ষর করে প্রেরণ করুন।

নিবাত। শোন উন্মাদিনী, সামান্য মানবকে জয় করতে আমি যুদ্ধ করবো না। কৌশলেই জয় করবো

স্মৃতি। যুক্তি মন্দ নয়। সহজ পথ।

জোনাকীও ভাবে আপনারে জ্যোতিষ্ক সমান।

উগ্রনাদ। হেঃ—

নিবাত। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

স্মৃতি। হাসি নয়।

এত মূর্খ নয় নর, দানবাধিপতি।

ভুলিয়াছ হিরণ্যকশিপু বধ?

ভুলিয়াছ বনবাসী রামের কাহিনী,

রাবন বিনাশ?

খাণ্ডব দাহনে নমুচী সংহার?

শিশুপাল, বৃষপর্ব্বা, শাম্বের নিধন?

যুগে যুগে যতবার যত বৃথা আস্ফালন

করিয়াছে তোমার স্বজন,

ভুলিয়াছ সেই সব অতীত কাহিনী?

উগ্রনাদ। হেঃ—

নিবাত। (রুষ্ট কণ্ঠে) স্বাক্ষর কর নারী—

স্মৃতি। (দৃঢ় কণ্ঠে) না। সমগ্র মানব জাতির মধ্যে একজনও এই ঘৃণ্য চক্রান্তের সহযোগীতা করবে না। দানবের প্রভুত্ব তো দূরের কথা, পাণ্ডব তাদের বন্ধুত্বকেও ঘৃণা করেন।

উগ্রনাদ। হেঃ—

নিবাত। প্রগলভা রমণী—(সরোষে) জটাসুর (জটাসুরের প্রবেশ)—কর প্রহার।

উগ্রনাদ। (সোল্লাসে) এঃ—

বেগে প্রস্থান ও চাবুক হস্তে পুনঃ প্রবেশ করিয়া জটাসুর স্মৃতির কেশাকর্ষণ করিয়া প্রহারোদ্যত হইল। নিবাত গবাক্ষ পথে দূর দিকে তাকাইয়া ছিলেন। উগ্রনাদ উল্লাসে আস্ফালন

বারংবার উগ্রনাদ। াগিল। ঘৃতাচী বেগে প্রবেশ করিয়া উদ্যত চাবুক নিজ

পৃষ্ঠে গ্রহণান্তর সবলে স্মৃতিকে জটাসুরের কবলমুক্তা করিয়া স্বীয় বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। জটাসুর অপ্রতিভ হইয়া মর্ম্মান্তিক লজ্জায় শির নত করিল। ঘৃতাচীর প্রহার গ্রহণ দর্শনে উগ্রনাদ সহসা জটাসুরের হস্ত হইতে চাবুক কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিল—"হেঃ"—পরে সহসা বক্র গ্রীবায় নিবাতের দিকে দেখিয়াই "এঃ এঃ" বলিয়া বেগে প্রস্থান করিল। নিবাত ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘৃতাচী। মহারাজ, মুক্তি দাও।
পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীরে উৎপীড়ণ করি'
করিয়োনা আত্মনাশ।
যাজ্ঞসেনী লক্ষ্মীস্বরূপিণী,
হোমানলে যাঁহার জনম···

নিবাত। তাই তিনি বন্দিনী আমার।
লক্ষ্মীরে ফিরায়ে নিতে
চাহে যদি নর নারায়ণ
আমার বশ্যতা মানি' সেবিবে চরণ।
নতুবা,
অভেদ্য পাতালে বসি নরকুল রাণী
অশ্রু বিন্দু দিয়া গাঁথিবে জয়ের মালা
দানব জাতির।
নিয়ে যাও কারাগারে।

জটাসুর ইতস্ততঃ করিতেছিল। বিচলিতা ঘৃতাচী নিবাতের পদতলে পড়িলেন। নিবাত সরিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘৃতাচী। শান্ত হও,

সর্ব্বনাশ করিয়োনা দানব কুলের।

ক্ষান্ত হও জটাসুব,

রুদ্ধ কে করিবে ওরে অভ্রভেদী অনল শিখায়?

ক্ষমা কর,

অভিশাপ দিয়োনা জননী।

স্মৃতি। শঙ্কা নাই মহারাণী, আমি দ্রৌপদী নই।

নিবাত ও ঘৃতাচী বিস্ময়ে হতবাক হইলেন, জটাসুর সভয়ে পলায়ন করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল।

নিবাত। (কঠোর স্বরে) জটাসুর!

স্মৃতি। দানবের ক্ষমতা নাই দেবী দ্রৌপদীকে অচৈতন্য করে অপহরণ করে।

নিবাত। জটাসুর!

জটাসুর। (নিবাতের পদতলে পড়িয়া) প্রভু!

নিবাত। (পদাঘাত করিয়া) দাঁড়াও। উত্তর দাও। কি কহে রমণী?

জটাসুর। ক্ষমা করুন। এই নারী দ্রৌপদীর সহচরী। ভারতময় পাণ্ডবের বীরত্ব কাহিনী শুনে, স্বচক্ষে ভীমার্জ্জুনের শক্তি প্রত্যক্ষ করে আমি ভীত হয়েছিলাম···

নিবাত। আর এই উন্মাদিনীকে হরণ করে এনে—দৌবারিক! (দৌবারিকের প্রবেশ) নিয়ে যাও (জটাসুরকে দেখাইয়া) তিলে বারংবার গাত্র চর্ম্ম কর উৎপাটন।

জটাসুর। (আর্ত্তনাদ করিয়া) এইবার, একবার ক্ষমা করুন মহারাজ। দৈত্যকুলগুরু শুক্রাচার্য্যের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি পুনরায় যাবো। দ্রৌপদীকেই হরণ করে আনবো। না পারি, প্রাণপাত করবো।

নিবাত। পারবে ?

জটাসুর। পারবো প্রভু।

নিবাত। উত্তম। এই উন্মাদিনীকেও নিয়ে যাও। নিরাপদে পৌঁছে দিবে। যাও নারী, তুমি মুক্ত।

স্মৃতি। দানবেশ্বর,

মুখ বুজে এতক্ষণ শুনিলাম, বুঝিলাম সব।
আমার মিনতি,
মানব বিদ্বেষ তুমি কর পরিহার।
শৃগালের রঙ্গভূমি নয় নরলোক।
তুমি বীর, তুমি যোদ্ধা, তুমি খ্যাতিমান।
অযথাই আত্মক্ষয় করিবে কেবল।
মানব মরিতে ডরেনা।
দানব সমান জীবনেরে ক্ষুদ্র করে নাই।

নিবাত। উন্মাদিনী !

সহাস্যে প্রস্থান।

ঘৃতাচী। কে তুমি মা—মহাজ্ঞানী ?

স্মৃতি। আমি স্মৃতি, দেবী দ্রৌপদীর সহচরী।

জটাসুর। আমি প্রস্তুত…

স্মৃতি। আমিও…

ঘৃতাচী। সাবধান জটাসুর, বালিকার ক্লেশ না হয়।

জটাসুর। হবে না মা।

জটাসুরের প্রস্থান। স্মৃতি সহাস্যে ঘৃতাচীকে অভিবাদন ও জটাসুরের পশ্চাদানুসরণ করিল। ঘৃতাচী কিছুক্ষণ তদভিমুখে চাহিয়া রহিলেন। নিবাত পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

ঘৃতাচী। নির্ভীক বালিকা…

নিবাত। ঘৃতাচী।

ঘৃতাচী। মহারাজ!

নিবাত। তুমি আমার পত্নী, যুবরাজ নয়নের জননী।

ঘৃতাচী। স্বামী!

নিবাত। বিস্তীর্ণ জলধির উত্তাল তরঙ্গ-প্রাচীরবেষ্টিতা সুবর্ণ দ্বীপমালায়, দানবগৌরব পিতামহ হিরণ্যকশিপুর এই বিরাট সাম্রাজ্যে, সিন্ধু, কামরূপ, বিন্ধ্যাচল, মৈনাক, সৌভপুর, মদ্র, মগধ, কাশ্মীর,…জীবত্রাস বাসুকীর পাতালপ্রান্ত পর্য্যন্ত অধিকৃত দানব সাম্রাজ্যে একচ্ছত্র সম্রাট নিবাত কবচ, আর তুমি নিবাতের মহারাণী…

ঘৃতাচী। (নতশিরে) তোমার গৌরবেই আমার গর্ব্ব।

নিবাত। দানব বিদ্বেষী বিষ্ণু আর বৈষ্ণব নরের প্রশংসা তোমার মুখে—অন্যায়।

আস্কন্ধ শুভ্রকেশ অথচ বলিষ্ঠদেহ, ভাবপ্রবণ বৃদ্ধ শিল্পী ময় দানবের প্রবেশ ও অভিবাদন।

ময়। কি আদেশ মহারাজ?

নিবাত। ময় দানব! (সকলকে বসিবার ইঙ্গিত করিয়া উপবেশন) ইন্দ্রপ্রস্থে দশ ক্রোশব্যাপী অপূর্ব্ব সভাগৃহ, রাজসূয় যজ্ঞ মণ্ডপ, তুমিই নির্ম্মাণ করেছিলে, পাণ্ডবের তুষ্টি সাধন করতে···

ময়। করেছিলাম। খাণ্ডব দাহন কালে পার্থ আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন···

নিবাত। সৌভপুরের দানবাধিপতি বৃষপর্ব্বার স্ফটিকপ্রাসাদ ভেঙ্গে···

ময়। প্রাসাদ ভেঙ্গে নয়। দ্বাদশ সহস্র স্ফটিকস্তম্ভ···

নিবাত। দ্বাদশ সহস্র জ্যোতির্ম্ময় স্তম্ভ অপহরণ করে···

ময়। অপহরণ করে নয়। অপহরণ করি নাই।

নিবাত। কর নাই?

ময়। না না না। আমি শিল্পী। সৌভপুরীর মর্ম্মরপ্রাসাদ, জ্যোতির্ম্ময় স্ফটিকস্তম্ভ আমিই গড়েছিলাম। আবার গড়তে পারি। কৃষ্ণার্জ্জুন বৃষপর্ব্বাকে বধ করে সৌভপুরী অধিকার করেছিলেন, তারপর আমি সেই দ্বাদশ সহস্র স্তম্ভ নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে সভাগৃহ নির্ম্মাণ করি।

নিবাত। তারপর তুমিই বিন্দু সরোবরের গুপ্ত প্রকোষ্ঠ থেকে বৃষপর্ব্বার অপূর্ব্ব গদা, দেবদত্ত শঙ্খ উদ্ধার করে নিয়ে ভীমার্জ্জুনকে দিয়েছো?

ময়। দিয়েছি। খাণ্ডব দাহন কালে অর্জ্জুন···

নিবাত। হ্যাঁ, খাণ্ডব দাহন কালে যে অর্জ্জুন তোমারই অগ্রজ দানবগৌরব মহারাজ নমুচীর প্রাণ সংহার করেছিল···

ময়। নমুচী যোদ্ধা, আমি শিল্পী। নমুচী মারতে চায়, মরতে পারে। আমি গড়তে চাই, মরলে গড়া যায় না।

নিবাত। তুমি—কেন ফিরে এলে ইন্দ্রপ্রস্থ হতে ?

ময়। মন বিষিয়ে উঠলো। আমারই হাতে গড়া সেই সভাগৃহে দেখলাম মানবের অসীম গর্ব্ব, অহংকার।

নিবাত। দেখলে ?

ময়। দেখলাম দানব জাতির প্রতি নিদারুণ ঘৃণা।

নিবাত। শুনছো ঘৃতাচী ?

ময়। দেখলাম, সভাগৃহে দ্বারকাপতির হস্তে নিমন্ত্রিত অতিথি শিশুপাল বধ।

নিবাত। আর নর সেই বর্ব্বর কৃষ্ণের স্তাবক।

ময়। তারপর দেখলাম কি জঘন্য ভাতৃবিদ্বেষ···বীভৎস। কুরুরাজ দুর্য্যোধনের একান্ত অনুরোধে মায়াবী পাশার ছক গড়ে দিলাম···

ঘৃতাচী। তুমি !!!

ময়। পাণ্ডব হেরে গেল। জতুগৃহ নির্ম্মাণ করলাম···

ঘৃতাচী। তুমিই ?

ময়। পাণ্ডব পালিয়ে বাঁচলো।

নিবাত। পালিয়ে বাঁচলো···

ময়। তারপর কৌরব সভায় দেখলাম পাণ্ডবের নির্য্যাতন, পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, পাণ্ডবের বনবাস। মন বিষিয়ে উঠলো। ওরা স্বার্থপর, অকৃতজ্ঞ, পরস্ত্রীলোলুপ।

নিবাত। শুনছো ঘৃতাচী ?

ময়। সব নয়, পাণ্ডব নয়। ভীমার্জ্জুন বীর। অপূর্ব্ব ওদের ভ্রাতৃস্নেহ। কেশব, কূটচক্রী জটিল নিষ্ঠুর···

নিবাত। প্রবঞ্চক নয়?

ময়। বুঝা যায় না। এত মধুর, এত মিষ্টভাষী, বিচার করা যায় না। এত দয়া, মাথা নুয়ে পড়ে।

নিবাত। ময় দানব!

ময়। হৃতসর্ব্বস্ব পাণ্ডবকে বলেছিলাম, মায়াবলে শত যোজন ব্যাপী বনানী জুড়ে' অপরূপ মায়াপুরী গড়ে দিতে পারি···

নিবাত। দিলে না?

ময়। অসম্মত হ'ল পাণ্ডব। বলে, "বাহুবলেই হৃত রাজ্য জয় করবো।" মনে হ'ল উন্মাদ হয়েছে কৌরবের নির্য্যাতনে··· চলে এলাম।

নিবাত। পুনরায় যাও।

ময়। না। আমি বিনাশ দেখতে চাই না। ভারত ব্যেপে চলছে বিরাট বিনাশ, বিরাট ধ্বংসের আয়োজন। আমি মরতে চাই না। আমি স্বচক্ষে দেখেছি ওরা মরতে ভয় পায় না, মারতে ভ্রুক্ষেপ করে না, পিতা মাতা ভ্রাতা গ্রাহ্যও করে না। পাণ্ডবেরা···

নিবাত। ময় দানব!

নিবাত ইঙ্গিত করিতে উদাসীন ময়ের প্রস্থান।

ঘৃতাচী মহারাজ!

নিবাত। শুনলে ঘৃতাচী, দানবকে ঘৃণা করে অকৃতজ্ঞ নর।

ঘৃতাচী। তোমার অম্লান বীরত্ব খ্যাতি একদিন অবশ্যই

মানবকে শ্রদ্ধাবনত করবে। লোকপিতামহ ব্রহ্মার বরে তুমি অবধ্য, তুমি ত্রিলোক বিজয়ী…

নিবাত। জানোনা ঘৃতাচী,
খল ব্রহ্মা বরচ্ছলে
অভিশাপ দিয়াছেন মোরে।

ঘৃতাচী। অভিশাপ !!

নিবাত। ব্রহ্মার বরে—
দেবের অবধ্য আমি,
নর হস্তে আমার নিধন।

ঘৃতাচী শিহরিয়া উঠিলেন। নিবাত সস্নেহে তাঁহাকে বক্ষে টানিয়া বাহুবেষ্টনাবদ্ধা করিয়া আপন মনে কহিলেন—

বিজিত বাসব,
দলিত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর।
অনবনমিত শির শুধু নর।
অনবনমিত নর ধনঞ্জয়, পরম বৈষ্ণব।
স্নেহে নয়, মোর প্রতি রোষে,
বরুণ দিয়াছে তারে দিব্যরথ কপিধ্বজ,
অনল দিয়াছে দিব্যশর পূর্ণ তূণ,
অজেয় গাণ্ডীব।
পার্থ সখা চক্রী নারায়ণ,
পার্থ হস্তে হানিবে কি মোর মৃত্যুবাণ ?

দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্বৈত বনে বনবাসী পাণ্ডবাশ্রমের অদূরে নদীতীর। কাল প্রত্যূষ। মহর্ষি ব্যাস প্রাতস্নানান্তে কৃষ্ণবন্দনা করিয়া ফিরিতেছিলেন।

বন্দনা

ত্বম আদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্তম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বম অনন্ত রূপম্॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতি স্তং প্রপিতামহশ্চঃ
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥

মহর্ষি ব্যাসের প্রস্থান। বিপরীত দিক হইতে সন্তর্পণে দানব জটাসুর ও তদীয় সঙ্গী দানব পটাসুরের প্রবেশ।

জটাসুর। খুব সাবধানে। পা ফেলতে শব্দ না হয়, কথা বলতে…

পটাসুর। শব্দ না বেরোয়—শুধু নীরব ছায়া, প্রেত-মূর্ত্তি যথা…

জটাসুর। চুপ, চলে আয়।

উভয়ের প্রস্থান। কথোপকথনরত দ্বারকাপতি কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসখা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের প্রবেশ। অর্জ্জুনের পরিধানে বল্কল, পৃষ্ঠে সতূণগাণ্ডীব

কৃষ্ণ। মহাভুল···
নহে তারা স্বজন, বান্ধব, স্বধর্ম্ম বিরোধী যারা।
অচিরে বাধিবে রণ।

অর্জ্জুন। রণ !!!

কৃষ্ণ। বিশ্বনাশী রণ, কুরুক্ষেত্রে, অধর্ম্ম নাশিতে।

অর্জ্জুন। আজ্ঞা দাও, করি রণ···

কৃষ্ণ। সম্পূর্ণ বিনাশ চাই সে সবার,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে
যেখানে যে বিদ্রোহী বিধাতার।

অর্জ্জুন। তোমারি অসীম স্নেহে করিয়াছি যে শক্তি অর্জ্জন
কপিধ্বজ, সতূণ গাণ্ডীব, দিব্য প্রহরণ—
তারি বলে পারিব না ?

কৃষ্ণ। (ঘাড় নাড়িয়া) পারিবে না।
মর্ত্ত্যে কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ কুরুকুলাশ্রয়ী,
অজেয় সমরে।
ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম পিতামহ।
বধযোগ্য নহে গুরু দ্রোণ।
সহজাত কবচ কুণ্ডলধারী বীর কর্ণ।
কুরু-সখা নিবাত কবচ,
বাসব বিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ দানব, বৈষ্ণব বিদ্বেষী।
প্রয়োজন অখণ্ড প্রলয়।
সাধনায় সমাহিত শিব হিমালয়ে।

তাঁহারে জাগা'তে হ'বে।
প্রলয়ের অধিকারী শিব, পাশুপত বলে।

অর্জ্জুন। অনুমতি দাও, যাই হিমালয়ে,
তপস্যায় তুষি পশুপতি,
আনি পাশুপত।
দীক্ষা দাও।

কৃষ্ণ। দ্বৈতবনে সমাগত পিতামহ ব্যাস।
বনবাসে লভিয়াছ তপের সুযোগ।
দীক্ষা দান করিবেন দিব্যজ্ঞানী ঋষি দ্বৈপায়ন।

প্রস্থান।

অর্জ্জুন। পাশুপত—
পাশুপতে কৌরব দানব বৈরী করিয়া বিনাশ,
শাসন করিব ধরা, ত্রিদিব, পাতাল।

সাধারণ পীত বসনে ত্রিলোকবিশ্রুতা সুন্দরী পঞ্চপাণ্ডব মহিষী, দ্রুপদরাজকন্যা দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। আপনারে ভাবিয়া দুর্ব্বল,
চাহ নাকি দেবতার বরে অরাতি বিনাশ?

অর্জ্জুন। দেবতার তুষ্টি ভিন্ন কোথায় কল্যাণ?

দ্রৌপদী। সব্যসাচী সন্দীহান আপন পুরুষকারে
এও এক অশ্রুত সংবাদ!
দূরদর্শি কুরুরাজ জানিতেন
প্রতিপক্ষ ভীরু, দুর্ব্বল।

অর্জ্জুন। তা' নয় পাঞ্চালী,
সত্যবদ্ধ ছিলেন অগ্রজ· ·
সত্যানুসরণ দুর্ব্বলতা নয়!

দ্রৌপদী। দুর্ব্বলতা নয়!
সহস্র স্বজন মাঝে
আমারে যে অপমান করিল কৌরব,
অবগুণ্ঠিত রাখি' তার প্রতিহিংসানল
খাণ্ডব দাহনকারী বীর সব্যসাচী,
আমারে বুঝা'তে কহ
সত্যপণে রয়েছ নীরব?

অর্জ্জুন। নহেত কি প্রাণ ভয়ে আসিয়াছি বনে,
পরেছি বল্কল?
কৃষ্ণা, বুঝিয়াছ ভুল।

দ্রৌপদী। বুঝিয়াছি ভুল?
সত্যাগ্রহী তৃতীয় পাণ্ডব,
মনে পড়ে অদূর অতীতে
দ্রুপদের স্বয়ম্বরাগারে লক্ষ্যবেধ?
মনে পড়ে
বৈরীবধ, একক সমর দ্রুপদ প্রাঙ্গণে?

অর্জ্জুন। দ্রুপদ নন্দিণী!···

দ্রৌপদী। স্মরণীয় সেই সভাস্থলে
সাক্ষ্য রাখি' ঋষি ও ব্রাহ্মণ,

সাক্ষ্য রাখি' পূত হোমানল,
কর নাই পণ হ'লে প্রয়োজন
বিশ্বের বিপক্ষে একা আমারে করিবে রক্ষা
সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জ্ঞানে ?

অর্জ্জুন। দ্রুপদ নন্দিণী,
ভুলি নাই প্রতিশ্রুতি।
প্রতিক্ষণ অন্তরে আমার অশ্রান্ত বিপ্লব।
প্রতিক্ষণ অসহ দংশনে তার
ক্ষত মুখে উঠে যত আর্ত্ত হাহাকার,
আকণ্ঠ উঠিয়া তারা মৌন হয়ে যায়,
অগ্রজের প্রতি প্রীতি অসীম শ্রদ্ধায়।
নর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ।
মানবের মুক্তি নির্দ্দেশিতে
আত্মবৃত তাঁর ত্যাগ, দৈন্য, বনবাস।
তাই নির্ব্বিবাদে মানিয়াছি নির্দ্দেশ তাঁহার।
তাঁহারই নির্দ্দেশে পুনঃ
আমিই করিব প্রিয়া অরাতি বিনাশ।
আমার প্রিয়ারে যারা
নির্য্যাতনে করিয়াছে বেদনা বিধুরা,
সে সবারে করি সর্ব্বহারা,
আমি একা
পণ রক্ষা করিব নিশ্চয়।

ব্যস্ত ভাবে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। সখা ধনঞ্জয়,
ঋষি ব্যাস সানন্দে দিবেন দীক্ষা।
কি সৌভাগ্য, দিবেন তোমারে
"প্রতিস্মৃতি" মহামন্ত্র শিব সাধনার।
শীঘ্র যাও।

সাগ্রহে অর্জ্জুনের প্রস্থান।

এসো কৃষ্ণা।
ওকি চোখে জল !!!

দ্রৌপদী। কেশব!

কৃষ্ণ। যাজ্ঞসেনী!

দ্রৌপদী। কেশব!

দ্রৌপদী উদ্গত অশ্রুরোধ করিবার বৃথা চেষ্টা করিলেন।
অন্তরীক্ষে করুণ বিলাপোক্তি হইল—

"সহেনা সহেনা আর, এ অশেষ দুঃখভার,
ফুকার প্রলয়···ফুকার প্রলয়।"

গভীর বেদনায় কৃষ্ণ শ্রুতিদ্বার রোধ করিলেন। অব্যক্ত বেদনায় তাঁহারও চক্ষু সজল ও মুখ মলিন হইল।

কৃষ্ণ। স্তব্ধ হও বসুমতী!
আমি অসহায়,
নহি আমি প্রলয়াধিকারী।
যাজ্ঞসেনী,

শুষ্ক করি' সজল নয়ন,
দৃষ্টি পথে কর অনল বর্ষণ।
জননীর গুরুব্যথা রোষানলে
গলিয়া বহুক শত ধারে।
যাক ধনঞ্জয় লয়ে সাথে
কলুষনাশিনী গঙ্গাবারি সম
বিগলিত বেদনা প্রবাহ...
যাক নব ভগীরথ,
দিকে দিকে
জাগ্রত করিয়া স্পর্শে বিশ্ব চরাচর...
জাগুন শঙ্কর...
উঠুক তাণ্ডব নাদ...
ঘটুক প্রলয়...অখণ্ড প্রলয় !!
অভ্যুত্থানম অধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

নেপথ্যে ব্যাস প্রমুখ ঋষিগণ বন্দনা করিলেন এবং বহু শঙ্খধ্বনি হইল।

"নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃতঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।"

তৃতীয় দৃশ্য

দ্বৈত বনে নদী তীরের অপরাংশ। কাল প্রভাত। গৈরিক পরিহিত সশস্ত্র অর্জ্জুনের প্রবেশ এবং বিপরীত দিক হইতে গদাস্কন্ধে বলিষ্ঠ দেহ সুপুরুষ ভীমের প্রবেশ। ভীমের পরিধানে বল্কল।

ভীম। অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। দাদা!

ভীম। শুনি, চলিয়াছ শিব-সাধনায়!

অর্জ্জুন প্রফুল্ল বদনে শিরাবনত করিয়া সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন।

ভীম। এত ভয়?
আত্মপ্রত্যয় নাই?...চাহ দৈববল?
হ'ল কি পাণ্ডব?
সর্ব্বনাশা দ্যুত ক্রীড়া,
স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ, বনবাস,
বন্য মৃগ সম আত্মসংগোপন,
জননীর চোখে অশ্রু,
কুলনারী ধূলায় লুটায়,
দেশব্যাপী অত্যাচার,
তথাপি অর্জ্জুন তুমি গাণ্ডীব ধরিয়া পৃষ্ঠে নির্ব্বিকার!

অর্জ্জুন। অগ্রজ!...

ভীম। যুক্তি থাক।
শুনিয়াছি বহুবার, আর শুনিব না।
কর্ম্ম চাই।
স্বধর্ম্ম পালিতে চাই।

এসো সাথে, দুইজনে অস্ত্র ধরি' করি কুরুনাশ।
অসম্মত হও, একা যাবো।

অর্জ্জুন। অগ্রজের অনুমতি বিনা…

ভীম। প্রয়োজন নাই।
ক্ষত্রিয় নন্দন, ক্ষাত্রধর্ম্ম মানিব প্রধান।
আপন অন্তরে তুমি শুনিছ না বিবেকের বাণী?

অর্জ্জুন। দাদা, শান্ত হও।

ভীম। শান্তি কই?
আপনারে, প্রিয় স্বজনেরে,
আশ্রিতরে সর্ব্বরিক্ত করি'
ক্লীব প্রায় অপূর্ব্ব এ শান্তি তোমাদের।
অপূর্ব্ব এ আত্মপ্রবঞ্চনা,
ক্লীবত্বের ছদ্মনাম·· সত্যানুসরণ!!

অর্জ্জুন। দাদা, নিন্দনীয় নহে ধর্ম্মরাজ।

ভীম। কোথা ধর্ম্ম?
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নয় অস্ত্রত্যাগ,
বৈরীভয়ে আত্মসংগোপন!
ধিক পার্থ!
স্বধর্ম্ম করিয়া ত্যাগ বনে যাও কমণ্ডলু করে।
দিবাশেষে
সশঙ্ক শৃগাল সম আর্ত্তনাদে করিয়ো তর্পণ
তপন সদৃশ শত পিতৃ পুরুষের।

প্রস্থানোদ্যত

অর্জ্জুন। ক্ষমা কর হে অগ্রজ,
ক্ষমা কর দুর্ব্বলতা।
সত্য আমি কাপুরুষ।
অবজ্ঞায় হাসে ওই দেবতা দানব,
হৃতমান পিতৃগণ ঘৃণাভরে বদন ফিরায়,
অতীতগরিমা-আর্ত্ত কবন্ধ আমার ওই ডুবে যায়
বিস্মৃতির গাঢ় অন্ধকারে!
ক্ষমা কর···
দিব রণ, শত্রুকুল করিয়া নিধন,
করিব মোচন
অপমান, অপবাদ, অনন্ত এ ক্লেশভার।

ভীম। (সোল্লাসে) সংহার···সংহার···

ভীম ও অর্জ্জুন উভয়েই উত্তেজনায় স্ব স্ব অস্ত্রধারণ করিয়া বেগে প্রস্থানোদ্যত। ব্যস্ত ভাবে কৃষ্ণের প্রবে!

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়,
কহিলেন ব্যাস, আগত মাহেন্দ্রক্ষণ।
কি অপূর্ব্ব তপোবল সখা!
ঋষির আহ্বানে
হোমাহুতি করিয়া গ্রহণ বৈশ্বানর আবির্ভূত,
দীক্ষাদান প্রত্যক্ষ করিতে।
এসো ত্বরা,
আশীষ নির্ম্মাল্য করে অপেক্ষায় আছেন মহর্ষি।

শীঘ্র যাও, চরণে লুটায়ে পড়।
মহেশ সদৃশ জেনো দিব্যজ্ঞানী ঋষি ব্যাস,
তোমাদেরই পিতামহ।
যাও···যাও···যাও···

মন্ত্রমুগ্ধবৎ অর্জ্জুনের প্রস্থান।

এসো বৃকোদর···

ভীম। কোথা যাব ?
যাক যারা চাহে দৈববল।
আমি বুঝি,
বল বাহুবল···আত্মবল।

কৃষ্ণ। নিশ্চয়ই। বল বাহুবল···আত্মবল।
ফলাফল বিধাতার লীলা।

নেপথ্যে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি

ওই বাজে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি।
নবীন তাপস পার্থ চলিয়াছে
নব কাব্য করিতে রচনা।
তুমি অগ্রজ,
অনুজের যাত্রাক্ষণে করিবে না আশীর্ব্বাদ ?
সম্বর এ রোষ।
এসো···

অভিমান ক্ষুব্ধ অনিচ্ছুক ভীমকে লইয়া কৃষ্ণের প্রস্থান।
অত্যন্ত সন্তর্পণে জটাসুর ও পটাসুরের প্রবেশ।

জটাসুর। শুনলে ?

পটাস্বর। সুবিধাই হ'ল। পাঁচটির একটি সরে পড়লো, রইল বাকি চার। জটাই!

জটাস্বর। হুঁ!

পটাস্বর। পারবিনে ওই খালি স্থানটা জুড়ে বসতে? ইঃ—যদি পারিস···ইঃ···হি হি হি রে···

জটাস্বর। চুপ···তোকে অবিলম্বে ছুটে যেতে হবে ফিরে। মহারাজকে এই সংবাদ জানানো প্রয়োজন।

পটাস্বর। স্থান খালির কথাটা?

জটাস্বর। তাই—

পটাস্বর। তবে আর আমাদের ভরসা কি? তুইও যেমন, ইঃ···

জটাস্বর। পরিহাস নয়। শিব সাধনায় অর্জ্জুন সফল হলে ভীষণ বিপদ। চলে আয়।

প্রসন্ন মুখে গৈরিক পরিহিত সশস্ত্র অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের প্রবেশ ও বিপরীত দিকে বনপথ ধরিয়া প্রস্থান। প্রশান্ত বদনে ব্যাস পশ্চাত হইতে হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আপন মনে কহিলেন,

"অবতীর্ণ নর-নারায়ণ"

এবং প্রস্থান করিলেন। বিষণ্ণ ভীম ও বিমর্ষ দ্রৌপদীর প্রবেশ। ভীম দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে প্রস্থান করিলেন। দ্রৌপদী বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। অদূরে উর্ব্বশী ও কৃষ্ণের প্রবেশ এবং দ্রৌপদীকে দেখাইয়া "ওই" বলিয়াই কৃষ্ণের প্রস্থান।

উর্ব্বশী। প্রদীপ্ত দীপ শিখার ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়ী। অবসাদের কোন লক্ষণই দেখছি না তো। (দ্রৌপদীর দিকে অগ্রসর হইয়া) দ্রুপদরাজকন্যা!

দ্রৌপদী। কে ?

উর্ব্বশী। শুনিয়াছ উর্ব্বশীর নাম ?

দ্রৌপদী। তুমিই উর্ব্বশী ? সত্য তুমি অপূর্ব্ব রূপসী।

উর্ব্বশী। ইন্দ্রাণীর আদেশে আমি এসেছি…

দ্রৌপদী। শচী দেবী ? (উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া) কি আদেশ তাঁর ?

উর্ব্বশী। দেবীর ইচ্ছা, বনবাস কালে ইন্দ্রাণীর অতিথিরূপে তুমি এসো অলকায়।

দ্রৌপদী। (মৃদুহাস্যে) আমি ?

উর্ব্বশী। এসো দেবী। পুষ্পক দাঁড়ায়ে দ্বারে…

দ্রৌপদী। ইন্দ্রাণীকে আমার অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কোরো উর্ব্বশী ! তোমাকেও ধন্যবাদ।

উর্ব্বশী। অযাচিত স্বর্গবাসের এই অপূর্ব্ব সুযোগ তুমি প্রত্যাখ্যান করবে ?

দ্রৌপদী। আমার স্বর্গ কোথায় জান উর্ব্বশী ?

উর্ব্বশী। স্বর্গ স্বর্গে।

দ্রৌপদী। চির অনূঢ়া বালা নৃত্যগীতে যাপিছ জীবন,
তুমি কি জানিবে
বিবাহিতা রমণীর কোথায় ত্রিদিব !!
ফিরে যাও দূতী…
ইন্দ্রাণীরে অসংখ্য প্রণাম।
মোর স্বর্গ পতির চরণে, অলকায় নয়।

দ্রৌপদীর প্রস্থান। শ্রদ্ধাবনত শিরে উর্ব্বশী প্রস্থানোদ্যতা···কৃষ্ণের প্রবেশ। উর্ব্বশী বিনীত ভাবে প্রণাম করিল।

কৃষ্ণ। এর পর···
কঠিন স্বধর্ম্ম বালা তোমার সম্মুখে।
মায়া মোহ কাম লালসায়,
অসংযমী তাপসের পতন সাধিয়া,
বহুবার তুমি সাধিয়াছ অশেষ কল্যাণ।
পার্থ যায় হিমালয়ে, শিব সাধনায়···
যাও, ব্যর্থ কর পার্থের সাধনা।

উর্ব্বশী যুক্ত করে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। ভীমের প্রবেশ।

ভীম। অর্থ?

কৃষ্ণ। ভীম!

ভীম। শিব সাধনায় অর্জ্জুনকে হিমালয়ে তুমিই প্রেরণ করলে। (কৃষ্ণ সহাস্যে সমর্থন করিলেন) তুমিই উর্ব্বশীকে পাঠাচ্ছ···

কৃষ্ণ। তুমিই না বলছিলে আত্মবল দৈববলের চেয়েও মহত্তর।

ভীম। শতবার বলি মহত্তর।

কৃষ্ণ। মহত্তর বলেই একমাত্র আত্মবলে সংযমী পুরুষ সিংহ দৈববল লভের যোগ্য পাত্র। পরীক্ষা প্রয়োজন।

উভয়েই উভয়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বিপরীত দিকে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

দ্বৈত বনে মদনমোহনের মন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরে মদনমোহনের প্রস্তর মূর্ত্তি। বৃত্তাকার মন্দির ভিত্তির চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকার সোপান। কাল অপরাহ্ণ। সোপানে বসিয়া স্মৃতি গাহিতেছিল। দ্রৌপদী প্রবেশ করিয়া বিগ্রহ প্রণামান্তর স্মৃতির নিকটে বসিয়া গীত শ্রবণ করিলেন।

গীত

মাধব, মিনতি তোমার চরণে।
তব পদে মতি হে জীবন পতি,
রাখিয়ো জীবন মরণে।
অজানা এ পথে চলিতে হে প্রিয়,
হই যদি পথহারা,
অন্তরে তুমি বলে দিয়ো, ওগো বলে দিয়ো,
করিয়ো না তোমাছাড়া।
ব্যথা দিবে দিয়ো, বইব বুকে,
আঘাত দাও তা' সইব সুখে,
দূর করে' মোরে দিয়োনা হে নাথ,
বিরাজিয়ো নিদ্ জাগরণে॥

দ্রৌপদী। মধুর তোর গান...নিবাত কবচ তোর গান শুনলে নিশ্চয়ই মুক্তি দিতো না!

স্মৃতি। তাই না কি? ঘৃতাচীকে বনবাস দিয়ে পাটরাণীই করে ফেলতো, কি বল।

দ্রৌপদী। মদন মোহনকে ভুলে থাকতে পারতি? যাক, বাবা ঠাকুর কোথায় রে?

স্মৃতি। ধর্ম্মরাজের কুটিরে!

দ্রৌপদী। ওঁর অনুমতি হ'লে আমি মদন মোহনের পায়ে আমার সঙ্কল্প নিবেদন করে ব্রত সাঙ্গ করবো।

স্মৃতি। তাইতো, তিন দিন উপবাসে রয়েছ,···আমি ডেকে আনি বাবা ঠাকুরকে। তুমি বোসো। কিন্তু তোমায় একা রেখেই বা যাই কেমন করে!

দ্রৌপদী। একা কেন?

স্মৃতি। মন্দিরে ব্রহ্মচারীরা কেউ যে নাই। সবাই গেছেন ধর্ম্মরাজের আশ্রমে বেদ পাঠ শুনতে। এখানে শুধু তুমি আর আমি, আমি গেলেই একা তুমি।

দ্রৌপদী। আর ইঁনি?

স্মৃতি। মদন মোহন?

দ্রৌপদী। হ্যাঁ, ওঁর বুঝি চোখ কান নাই?

স্মৃতি। পাষাণ বিগ্রহ।

দ্রৌপদী। ওরে বোকা মেয়ে! এই তুমি পূজার থালায় ফুল চন্দন সাজিয়ে নিত্য ওঁর ভজন গাও!

স্মৃতি। না গো না, ভক্তি বলেই গাই। কিন্তু পাথরের বিগ্রহের প্রাণটাও যে পাথুরে। দু'চার ডাকে ওঁর ঘুমও ভাঙ্গে না, চোখও খুলে না।

দ্রৌপদী। দুর্দ্দান্ত মায়াবী দানব তোকে অচৈতন্য করে নিয়ে গিয়েছিল বলে বলছিস?

স্মৃতি। বলছি তো।

দ্রৌপদী। সসম্মানে ফিরেও তো এলি…

স্মৃতি। নিবাত কবচের কৃপায়।

দ্রৌপদী। নিবাত কবচের মধ্যেও কৃপাময় তিনিই বিরাজ করছেন।

স্মৃতি। নিবাত ওঁর নামও শুনতে পারে না।

দ্রৌপদী। তাইতো ক্রোধে অষ্ট প্রহরই খুঁজে বেড়াচ্ছে কে কোথায় নাম করে আর অষ্টপ্রহরই ক্রোধে তাঁকেই স্মরণ করছে। পরম মিত্রকেও ভুলে থাকা যায়, কিন্তু পরম শত্রুকে যে মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলা যায় না।

স্মৃতি। বোসো, আমি আনছি ডেকে বাবা ঠাকুরকে।

প্রস্থান।

দ্রৌপদী। প্রিয়তম, তোমার সাফল্য মানস করে আজ আমার ব্রত সাঙ্গ হ'বে। মদন মোহনের কৃপায় তুমি আসবে ফিরে পাশুপত করে, হে সিদ্ধ তাপস…মদন মোহনের কৃপায় পাণ্ডবের এই দুঃখ তুমি মোচন করবে কুরুনাশ করে, বীরোত্তম! …কেও…কে…কে?

কৃষ্ণ বসনাচ্ছাদিত বর্ম্মাবৃত সশস্ত্র জটাসুরের প্রবেশ। দ্রৌপদী সঙ্কোচে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

জটাসুর। দ্রুপদ কন্যা!

দ্রৌপদী। আচার্য্যদেব মন্দিরে নাই।

জটাসুর। জানি।

দ্রৌপদী। আপনার প্রয়োজন ?

জটাসুর। তোমাকেই। বহুদিন অপেক্ষায় থেকে আজ সুযোগ মিলেছে। কেউ কাছে নাই। কৃষ্ণ দ্বারকায়।

দ্রৌপদী। তিনি অন্তর্য্যামী। বিপন্নার ডাকে এখনই আসতে পারেন।

জটাসুর। বুজরুকী। মোটেই পারেন না।

দ্রৌপদী। দেবতা, দেবালয়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে এই প্রলাপোক্তি।

জটাসুর। দেবতা, দেবালয় চিরকালই মৌন দর্শক। দেবালয়ের মধ্যেই যত অনাচার। যুগে যুগে দানব বিচূর্ণ করেছে কত দেবালয়, কত সহস্র বিগ্রহ এই ভণ্ডামীকেই দণ্ড দিতে। ওরা কিন্তু কোন দিন একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করেও জানতে দেয় নাই যে কোথাও এতটুকু প্রাণশক্তি ছিল।

দ্রৌপদী। স্নেহার্দ্র দেবতা মৌন থেকে ক্ষমা করেন অধম সন্তানকে, অসীম অনুকম্পায়…

জটাসুর। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ…যুক্তি সুন্দর। ততোধিক সুন্দর তোমার বলার ভঙ্গী, মধু তোমার কণ্ঠস্বর…

দ্রৌপদী। নরাধম…

জটাসুর। মোটেই নয়। আমার কোন পুরুষেই কেউ নারীর বক্ষে বড় হয় নাই।

দ্রৌপদী। কে তুমি ?

জটাসুর কৃষ্ণ বসনাচ্ছাদন ত্যাগ করিল।

জটাসুর। আমি জটাসুর…

দ্রৌপদী। মায়াবী দানব?

জটাসুর। মায়া বলে ঘেরা মন্দির প্রাঙ্গণ···বৃথা কালক্ষয়। আমি এসেছি তোমাকেই নিয়ে যেতে। এবার আর ভুল করবো না। বল প্রয়োগ করতে আমাকে বাধ্য কোরোনা, এসো···

দ্রৌপদীর দিকে অগ্রসর হইল।

দ্রৌপদী। ক্ষান্ত হও নীচাশয়। মদন মোহন···

জটাসুর। জড় বিগ্রহ কোনই আপত্তি করবে না।

ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইয়া দ্রৌপদীকে ধরিতে হস্ত প্রসারণ করিল।
দ্রৌপদী ক্ষিপ্রতর পদে বিগ্রহের পশ্চাতে গেলেন।

দ্রৌপদী। সাবধান, জ্বলে যাবি।

জটাসুর। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—জ্বলেনিতো সেই দিন দুঃশাসন···কৌরব সভায়। অভিনয় বৃথা নারী, চিৎকার নিস্ফল। কেহ নাই বাধা দিতে···

দ্রৌপদী। আছেন দেবতা।

বিনিদ্র আছেন বিশ্বে অশ্রান্ত পবন।
হে দেবতা, জাগো জাগো জাগো···
কোথা কৃষ্ণ বিপদ বারণ···

সশঙ্কা দ্রৌপদী বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করিয়া ছুটিলেন, জটাসুরও দ্রৌপদীর পশ্চাদ্ধাবন করিল।

জটাসুর। বৃথা শ্রম, বৃথাই রোদন।
অসার পাষাণ কভু সারা নাহি দেয়।
নাহি প্রাণ শিলা খণ্ডে···
দেখিবে কি?

ক্ষিপ্র হস্তে মন্দির মধ্যে রক্ষিত লৌহ দণ্ড লইয়া বিগ্রহ শিরে আঘাত করিতে উদ্যত হইল।

দ্রৌপদী। ক্ষান্ত হও···ক্ষান্ত হও···
বিগ্রহেরে করোনা আঘাত···
হান মোর শিরে।

জটাসুর। চেয়ে ছাখ,
আঘাতে প্রস্তর খণ্ড চূর্ণ হয়ে যাবে,
প্রতিবাদ করিবে না···চেয়ে ছাখ।

বিগ্রহের অঙ্গে পুনঃ পুনঃ আঘাত। ঠিক সেই সময় কৃষ্ণের প্রবেশ এবং ক্ষিপ্র পদে বিগ্রহের পশ্চাতে দ্রৌপদীর নিকটে গমন।

দ্রৌপদী। উঃ···উঃ···ক্ষান্ত হও···ক্ষান্ত হও···

উপবাসক্লিষ্টা দ্রৌপদী সংজ্ঞাহীনা হইয়া পড়িলেন। তৎপূর্ব্বেই জটাসুরের অলক্ষ্যে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর পশ্চাত হইতে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন; জটাসুরের ভ্রুক্ষেপ নাই। আঘাতে বিগ্রহ অটল অভগ্ন দেখিয়া ক্ষিপ্তবৎ পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল।

জটাসুর। চূর্ণ করবোই। দ্রৌপদীকে দেখাবই, বিগ্রহ বিগ্রহ শুধু। দেবতা কোথাও নাই।

ছুটিতে ছুটিতে স্মৃতি ও তৎপশ্চাত ভীমের প্রবেশ।

স্মৃতি। ওই···ওই···জটাসুর।

ভীম। ই'ই থাক···না থাক দেবতা, আছে বৃকোদর।

ক্রুদ্ধ ভীম একদিকের সোপানে উঠিতেই জটাসুর অপর দিকের সোপানে প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিয়া পলায়ন করিবার পূর্ব্বেই ভীম সবলে উহার কেশাকর্ষণ ও ভূপাতিত করিয়া মুষ্ট্যাঘাত করিলেন।

জটাসুর। ওঃ…ওঃ‥ ও…ও…ও (মৃত্যু)

ভীম। (সরোষে তখনও পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া) না থাক দেবতা…আছে বৃকোদর।

দ্রৌপদী সহ কৃষ্ণ তখন মন্দিরাভ্যন্তর হইতে প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিয়াছেন। স্মৃতি বারংবার মদনমোহনের উদ্দেশ্যে সোপানে মস্তকাবনত করিয়া প্রণাম করিতেছিল।

পঞ্চম দৃশ্য

হিমালয় নিম্নে কিরাত পল্লী। কাল শিব রাত্রির সন্ধ্যা। কিরাত কিরাতীগণ মাদলাদি বাজাইয়া উল্লাসে নৃত্যগীত করিতেছিল।

কণ্ঠ, মাদল, কাঁসর, বাঁশীর, ঐক্যনাদ ও নৃত্য।

কিরাতীগণ (কণ্ঠে) …উলুলু লুলুলু উলুলু লুলুলু লু।

কিরাতগণ (মাদলে)…ধম্ ধমা ধম্ ধম্ ধমা ধম্ ধম্।

” (বাঁশীতে)…হুর্‌র্ হুর্‌রে হুর্‌র্ হুর্‌রে হুর্‌র্।

” (কাঁসরে)…ঝন্ ঝন্ ঝন্

সমবেত কণ্ঠে …ব্যোম্ ভোলানাথ ব্যোম্ ভোলানাথ ব্যোম্।

কিরাতীগণ (কণ্ঠে) …শিবের জাগন জাগবি কেরে?

কিরাতগণ (কণ্ঠে) …বাবার নাচন দেখবি যেরে…

(প্রথম পাঁচ লাইন পুনরাবৃত্তি)

কিরাতীগণ (কণ্ঠে) …আসবে বাবা নিঝুম রাতে, জেগে থাক।

কিরাতগণ (কণ্ঠে) …বেল পাতা জল বন ধুতূরা, তুলে রাখ।

(প্রথম পাঁচ লাইন পুনরাবৃত্তি)

নৃত্যগীতরত কিরাত কিরাতীগণের প্রস্থান। সতূন গাণ্ডীব পৃষ্ঠে তাপস বেশে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। বারংবার এই পার্ব্বত্য পল্লী প্রদক্ষিণ করে এই একই স্থানে ফিরে আসছি। কেটে গেল দ্বাদশ দিবস, দ্বাদশ রজনী। কোথা পথ? কোন্ পথে করি আরোহণ?

কিরাতী বেশে উর্ব্বশীর প্রবেশ।

উর্ব্বশী। কিগো? আবার? ক'দিন থেকে কে তুমি বারবার এই কিরাত পল্লীর পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ? কি চাও? কি মতলব? পরেছো গৈরিক, ধনুর্ব্বাণও ছাড়োনি…কে তুমি?

অর্জ্জুন। প্রতিবারই তো বলেছি দেবী…

উর্ব্বশী। কিরাতী বল।

অর্জ্জুন। আমি এক সর্ব্বস্বান্ত নর।
তপস্যায় তুষিব মহেশে,
জানো কৈলাসের পথ?

উর্ব্বশী। সর্ব্বনাশ! সেখানে কি মানুষ যায়? চারিদিকে ধূ ধূ ধূ ধূ…তুষারের স্তূপ। ভূত প্রেত নাগিনী যোগিনী সেথা নাচে তাথৈ তাথৈ…

অর্জ্জুন। জানি…জানো পথ?

উর্ব্বশী। পারবে না পথ বা'র করতে। পারবে না ও পথে চ'লতে। কত মুনি ঋষিই দেখলাম উঠে হটে ফিরে যেতে। তুমি…না হয় পরেইছো গৈরিক, মুখ খানাতো আর লুকাতে পারোনি। পারবে না… ও সব মতলব ছাড়ো। তার চেয়ে এসো কিরাত পল্লীতে বিশ্রাম করে ঠাণ্ডা হও।

অর্জ্জুন। আমি ?

উর্ব্বশী। হ্যাঁগো তুমি। এসো।...শক্র তোমায় নির্ধন করে থাকে, কি যায় আসে, আমি দিব অতুল ঐশ্বর্য্য। রাজ্য নাই... বসন্ত শোভায় সাজাইয়া দিব এই অসীম দিগন্তব্যাপী পার্ব্বত্য প্রদেশ। শ্রদ্ধাভরে সেবিব চরণ।

অর্জ্জুন। (অবজ্ঞায় হাসিয়া) কিরাতিনী !

উর্ব্বশী। আজ শিবরাত্রি। কিরাত পাড়ায় আজ শিবের জাগন। সারা রাত নাচ গান। সারা রাত উপোস করে উৎসব... চিত্ত বিনোদন...এসো।

নৃত্য গীত

এসো, তরুণ তাপস, হে প্রিয় অতিথি,
এসো ফিরে, এসো ফিরে।
আমি সারা নিশি জাগি,' প্রিয় তব লাগি'
ডাকিব গো ধূর্জ্জটীরে
অশিব নাশিতে নেমে আসে শিব, আজ রাতে।
চরণ পূজিতে জেগে থাকে জীব, ফুল হাতে।
যদি নিদ্ লাগে সে আসার আগে
রাখিব ধরিয়া পিনাকিরে।
এসো ফিরে ঘরে...এসো ফিরে।

উর্ব্বশীর নৃত্যগীত শেষ হইবার পূর্ব্বেই উদাসীন অর্জ্জুন প্রস্থান করিলেন। উর্ব্বশীও মৃদুহাস্যে অর্জ্জুনের পশ্চাদানুগমন করিল।

দৃশ্যান্তর

দিগন্ত বিস্তৃত তুষারাবৃত আকাশস্পর্শি হিমালয়। অত্যুচ্চ শৃঙ্গসমূহ হইতে গলিত তুষার স্রোত নিম্নাভিমুখে পতিত হইতেছে, কোথাওবা পার্ব্বত্য স্রোতধারা সশব্দে প্রবাহিতা। অন্তরীক্ষে দূরাগত গম্ভীর ওঁকার নাদ থাকিয়া থাকিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। পথান্বেষণরত অর্জ্জুন প্রবেশ করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়ে বিহ্বল ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

অর্জ্জুন। অপরূপ রূপ, অপূর্ব্ব সুন্দর!

ধবল তুষার স্নাত গরিমাবৃত মৌন হিমাচল।
হে অখণ্ড বিরাট গিরি, হে দুর্ব্বার,
লহ নমস্কার।
পদপ্রান্তে লুটায়ে নিঃশঙ্কা মুগ্ধা বিরাট ভারত,
তব স্নেহরসে সিক্ত বক্ষ, শ্যামলা সুফলা;
তোমারই বিরাট রূপের প্রতিবিম্ব বুকে,
ভারত সীমান্তে,
উচ্ছ্বসিত অসীম জলধি, অসীম শ্রদ্ধায়
আপনারে রিক্ত করি' নিত্য নব মণি মুকুতায়
তোমার অর্চ্চনা করে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ত্রিলোকের এইতো মিলন।
উর্দ্ধে···স্বর্গ বৈকুণ্ঠ কৈলাস,
মধ্যে···মর্ত্ত্য,
অধে···বিস্তীর্ণ জলধি গর্ভে রসাতল।
কাটিয়াছে কত যুগ,

তুমি রহিয়াছ স্থির, অচঞ্চল, অনবনমিত।
কালের করাল স্পর্শে হও নাই ম্লান।
হে অটল, হে পবিত্র গৌরব সম্ভার,
লহ শ্রদ্ধা, লহ নমস্কার।

অর্জ্জুন শির নত করিয়া প্রণাম করিয়া মাথা তুলিতেই দেখিলেন সম্মুখেই অদূরে দ্রৌপদী দাঁড়াইয়া আছেন।

দ্রৌপদী। পার্থ, প্রিয়তম!

অর্জ্জুন। একি কৃষ্ণা, তুমি !!!

দ্রৌপদী। ফিরে চল।
যেতে নাহি দিব,
শ্বাপদ সঙ্কুল ওই দুর্গম শিখরে।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণা তুমি···কিম্বা মায়া?

দ্রৌপদী। ফিরে চল।

অর্জ্জুন। ফিরে যাবো?
এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করি'
এসেছো পাঞ্চালী আমারে ফিরায়ে নিতে?

দ্রৌপদী। জীবনে কখনও নাথ রূঢ় বাণী কহিবনা আর।
জানা'বনা ব্যথার বারতা।
ফিরে চল,
সুখৈশ্বর্য্য গেছে যাক, দুঃখ নাই।
শুধু তুমিও যেয়োনা নাথ আমারে ত্যজিয়া।

(অশ্রু মোচন)

অর্জ্জুন। একি বিড়ম্বনা!
অশ্রুধারে নির্ব্বাপিতে এলে পথের প্রদীপ?
আমি যে তাপস, অটল সঙ্কল্প মোর।
এই অভিযান—তোমারই কারণ…
এলে তুমি হ'তে অন্তরায়!!

দ্রৌপদী। হয়োনা নির্ম্মম।
অতীত ডুবিয়া যাক।
এসো মোরা দুজনায় বনপ্রান্তে গড়িব কুটির,
রচিব নবীন স্বর্গ…
ভুলে যা'ব অতীত জীবন দুঃস্বপ্ন সমান।
বসুন্ধরা ভুলে যাবে পার্থ-পাঞ্চালীরে।
ফিরে চল।

অর্জ্জুন। বসুন্ধরা ভুলে যাক।
পাঞ্চালীও ভুলে যাক অতীত জীবন।
কেমনে ভুলিব আমি
বেদনার অশ্রুধারে দৃষ্টিহারা জননী আমার
পুত্রের কল্যাণে কাঁদে অবিরাম।
কেমনে ভুলিব আমি,
মানব কল্যাণে
দেবোপম অগ্রজ আমার সত্যপণে পরেছে বল্কল।
বিশ্বপতি কেশব কাতর,
বসুমতী কাঁদে অসহায়া।
ভুলে যাব, ফিরে যাব…কভু নয়।

তুমি কৃষ্ণা কিম্বা প্রহেলিকা ?
কায়া কিম্বা মায়াময় ছায়া ?

দ্রৌপদীকে স্পর্শানুভব করিয়া পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইতেই দ্রৌপদীর মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল এবং তৎপরিবর্ত্তে মহামায়া জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে সহাস্যে কহিলেন—

"ধন্য ধনঞ্জয় ।
আমি জগন্মাতা, দিলাম অভয় ।
অগ্রসর হও ।
সম্মুখে তোমার হের পার্থ দিব্য পথরেখা ।"

মহামায়ার অন্তর্দ্ধান । হিমালয় গাত্রে একটি দীপ্ত পথরেখা দৃষ্ট হইল এবং চরাচর প্রতিধ্বনিত করিয়া ওঁকার নাদ শ্রুত হইল। বিস্ময়াভিভূত অর্জ্জুন ঊর্দ্ধমুখী পথের দিকে চাহিতেই দেখিলেন ঊর্দ্ধে কৃষ্ণ সহাস্যে হস্ত সঙ্কেতে অর্জ্জুনকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিতেছেন । "কেশব" বলিয়া অর্জ্জুন অগ্রসর হইতেই কৃষ্ণমূর্ত্তি অদৃশ্য হইল । অন্তরীক্ষে দিব্যাঙ্গনাগণ সমবেত কণ্ঠে অভিনন্দন জ্ঞাপন ক.রলেন···

"স্বাগতম, হে প্রাচীনতম ঋষি নর,
স্বাগতম ! ওঁ ॥"

উল্লাসে অর্জ্জুন পর্ব্বতারোহণ করিতে করিতে শ্রদ্ধাপূর্ণ কণ্ঠে বন্দনা করিলেন—

"বন্দে সূর্য্যশশাঙ্ক বহ্নি নয়নং বন্দে মুকুন্দ প্রিয়ং
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম ॥"

পর্ব্বত নিম্নে উর্ব্বশী প্রবেশ করিয়া অর্জ্জুনের অনুসরণ করিল ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ব্রহ্মলোকে অশোক কানন। দূরে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল বিশ্ব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মার বিরাট শিল্পাগার। কাল প্রত্যুষ। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা অশোক কাননে পরিভ্রমণ রত। একটি বৃক্ষ মূলে বেদীর উপর বসিয়া বীণাপাণি বীণা বাজাইতেছেন···নেপথ্যে রুষ্ট কণ্ঠে নিবাত কহিলেন, "কোথায় পিতামহ, ছাড়ো পথ।"··· নিবাতের চিৎকারে বীণ উচ্ছৃঙ্খল ঝঙ্কারের পর থামিয়া গেল। ত্রস্তা বীণাপাণি পলায়ন করিলেন। ব্রহ্মা কাননাভ্যন্তর হইতে সম্মুখ ভাগে আসিলেন। রুষ্ট নিবাত কবচ প্রবেশ করিলেন।

নিবাত। কোথায় পিতামহ !!

ব্রহ্মা। নিবাত কবচ !

নিবাত। (অভিবাদনান্তর) পিতামহ,
ফিরাইয়া লহ তব বর···
প্রসাদের ছলে চাহি নাই প্রতারণা।

ব্রহ্মা। প্রকৃতিস্থ হও দৈত্যরাজ।
ধীর ভাবে কহ কি কহিতে চাও।

অশোকমূলে বেদীর উপর উপবেশন করিয়া ব্রহ্মা নিবাতকেও বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

নিবাত। যুগব্যাপী অনশনে, অনলে সলিলে,
ঊর্দ্ধবাহু মৌনবাক,

অবিরাম করিলাম উগ্র তপাচার,
তোমারি প্রসাদে তাতঃ হইতে অমর,
গড়িতে দানব জাতি দেবতার চেয়ে মহত্তর।
দিয়া বর—
সংগোপনে তুমি গড়িয়াছ নর···

ব্রহ্মা। তব তপাচারে তুষ্ট আমি
অকাতরে বর দান করিয়াছি।

নিবাত। কিন্তু কবে তুমি শাস্তি দান করিয়াছ
প্রবঞ্চক দেবতারে ?
সমশ্রমে দেবতা দানব
করিয়াছে সমুদ্র মন্থন।
মথিত অমৃত পাত্র করিয়া হরণ নিজে নারায়ণ
দেবগণে সম্পূর্ণ বাটিয়া
দানবেরে প্রবঞ্চিয়া, করে নাই অবিচার ?

ব্রহ্মা। প্রতিশোধ তার
নিয়াছে দানব বারংবার।

নিবাত। কশ্যপনন্দন দুই ভাই আদিত্য ও দনু।
তাঁহাদেরই বংশধর···দেবতা দানব।
তুমি পিতামহ শ্রদ্ধেয় সবার।
কোন্ অপরাধে
অব্যাহত রাখিয়াছ দানব সংহার
ভ্রাতা দেবতার হাতে,
দেবতারে করিয়া অমর ?

ব্রহ্মা। প্রবল দানব হস্তে পরাস্ত দেবতা
বহুবার আহত শার্দ্দুল সম,
আপন অঙ্গের ক্ষত হেরিয়াছে সজল নয়নে।
দীর্ঘশ্বাসে নিজ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া
করিয়াছে অশেষ প্রয়াস আত্মবিনাশের।
মরিতে পারে নাই দৈববলে অমর বলিয়া।
ইতিহাসে তারা বেঁচে নাই
দেবতার অযোগ্য বলিয়া।

নিবাত। যুগে যুগে তাপস দানব যতবার চাহিয়াছে
এই অসমতা করিতে মোচন,
নিজে নারায়ণ নর্ত্তকীর রূপে
নৃত্যগীতে কামোদ্রেকে যাজ্ঞিকের পতন সাধিয়া
যোগ যাগ পণ্ড করে নাই?
নিজে তুমি
তিলে তিলে তিলোত্তমা করিয়া সৃজন
পক্ষপাত কর নাই?
কেন? দানবের কোন্ অপরাধে
দেবতার প্রতারণা কর সমর্থন?

ব্রহ্মা। পক্ষপাত করি নাই—
সমর্থনও করিনা ছলন
দেবতা দানব নর
যোগ পথে যেই চাহে দৈববর,
নৈতিক চরিত্রে যোগী যোগ্য কিম্বা নয়

ইহার পরীক্ষা হয় ইন্দ্রিয় পীড়নে।
তুষ্ট তপে আমি,
"দেবের অবধ্য" বরে তোমারে নিবাত
করিলাম শঙ্কাহীন,
তুমি কিন্তু অহংকারে, নিঃশঙ্ক বিলাসে
অব্যাহত রাখিয়াছ বিবাদ বিনাশ।

নিবাত। আমি ভাবি নাই
"দেবের অবধ্য" বরে পরিতুষ্ট করিয়া আমারে
অন্তরালে লিখিয়াছ অলঙ্ঘ্য নিয়তি,...
"নর হস্তে নিবাত নিধন।"
বুঝি নাই বরচ্ছলে দিয়া অভিশাপ
পুনরায় দানবেরে করিবে বঞ্চিত।

ব্রহ্মা। বীর্য্য বলে নরে বধি' নিষ্কণ্টক কর আপনারে।
অকাতরে বর দান করি যোগ্য তাপসেরে।
দৈবশক্তি অপব্যয় করে নাই যারা,
অবিনশ্বর তারা।
ভোগ স্বার্থ ঈর্ষা গর্ব্বে, দৈববল করিয়া সম্বল
দেবতা দানব দল
ক্ষুণ্ণ করিয়াছে সাম্য শান্তি সুশৃঙ্খলা।
সৃষ্টি সংরক্ষণে, তাই আমি গড়িয়াছি নর।

নিবাত। (কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিয়া) পিতামহ,
আমি জানি, বিশ্বকর্ম্মা গড়িয়াছে,
পুষ্পক সমান ব্যোমযান।

আমার প্রার্থনা,

নিরপেক্ষ মনে দিবে মোরে ?

ব্রহ্মা। (মৃদু হাস্য করিয়া) বিশ্বকর্ম্মা।

নীরবে শিল্পী বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ

ব্যোমযান গড়িয়াছ ?

বিশ্বকর্ম্মা। গড়িয়াছি প্রভু।

ব্রহ্মা। নিবাত কবচ চাহে। দাও।

বিশ্বকর্ম্মা। আসুন দানবপতি।

ব্রহ্মাকে অভিবাদন করিয়া বিশ্বকর্ম্মার সহিত নিবাতের প্রস্থান।

ব্রহ্মা। না চাহিতে সন্তানেরে চিরকাল করি দান।

সন্তানের সকল আকাঙ্ক্ষা অকাতরে করিয়া পূরণ,

মিটিল না একটি আকাঙ্ক্ষা মোর !

শুধু একটি আকাঙ্খা…

"সর্ব্বদেহে জীবনের অখণ্ড একত্ব বোধে

ভ্রাতৃ স্নেহ,"…

এই একটি আকাঙ্ক্ষা মোর কেহ মিটা'ল না !!

ব্যস্ত ভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রবেশ ও অভিবাদন।

ইন্দ্র। পিতামহ !

ব্রহ্মা। দেবরাজ !

ইন্দ্র। নিবাতেরে দিলে ব্যোমযান !!!

ব্রহ্মা। নিবাত চাহিল।

ইন্দ্র। পিতামহ,
তব বরে দেবতার অবধ্য নিবাত।
তারি ফলে চলিয়াছে দেবলোকে অবাধ পীড়ন।
ব্রহ্মা। বহু পূর্ব্বে তার দেবতারা হয়েছে অমর।
ইন্দ্র। দানব প্রবল।
ব্রহ্মা। দেবতারা কেন দুর্ব্বল?
ইন্দ্র। নিবাত নির্ম্মম।
ব্রহ্মা। দধিচীর অস্থি দিয়া গড়া তোমার বজ্রাস্ত্র,
বরুণের পাশ, যমদণ্ড, কুবেরের গদা,
সেনাপতি ষড়ানন করে শক্তি,
অষ্টবসু, সম্বরাদি চারি মেঘ,
দেবতা তেত্রিশ কোটি···
নহে নব কিশলয়!
একক নিবাত এত ভয়ঙ্কর?
ইন্দ্র। পুষ্পক আশ্রয়ে শূন্যপথে করিয়াছি তাহারে দমন।
পিতামহ, সেও যদি ব্যোমপথে করে আক্রমণ,
দেবলোক ধ্বংস হয়ে যাবে।
ব্রহ্মা। দেবরাজ, সৃষ্টি মোর কাজ।
সৃষ্টি রক্ষার দায়িত্ব তোমার।
ইন্দ্র। সত্য পিতামহ।
কিন্তু দুর্দ্দমনীয় দানব নিবাত তব বরে।
ব্রহ্মা। দেবতারই বংশধর তারা
হয়েছে দানব, দেবতারই অবিচারে।

অলস বিলাসী ভোগী সেচ্ছাচারী দেবতার হীনাদর্শে
গঠিত-জীবন জীবকুল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে।
অত্যাচারে মর্ম্মাহত যারা বিশ্বময় জাগিয়াছে তারা।
বিদ্রোহীর নির্য্যাতনে কাঁদে বসুন্ধরা।
কাঁদে পুত্রহারা, পতিহারা, সর্ব্বহারা সতী।
দবরাজ, তারাও তো আমারই সন্তান।
সুশাসনে লোক রক্ষা কর।
নাহি পার,
যাক, ধ্বংস হয়ে যাক!
ধ্বংসের বিলাসী যারা,
দ্বন্দ্বে দ্বেষে উন্মাদ যাহারা
তারা ধ্বংস হ'লে…আক্ষেপ কিসের।

ইন্দ্র। পিতামহ, স্থির হও, শান্ত হও।
(পদতলে পতিত হইয়া) স্নেহগুণে ক্ষমা কর।

ব্রহ্মা। (ধ্যানস্থভাবে) আমার সৃজন শক্তি সমাহিত করি'
বহু যত্নে বহু আকাঙ্খায় গড়িয়াছি আদর্শ জীবন।
ভিন্ন দেহে অভেদাত্মা পঞ্চ ভ্রাতা,
বীর ধীর জ্ঞানী কর্ম্মি ধার্ম্মিক পাণ্ডব।
ভাতৃস্নেহে তারা পঞ্চজন
নাহি ডরে শত ইন্দ্র সহস্র নিবাতে!

অভিভূতভাবে ব্রহ্মা ও বিপরীত দিকে নত শিরে ইন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিবাত কবচের প্রাসাদে অভ্যর্থনা কক্ষ। কাল প্রাহ্ণ। রত্নালঙ্কারা মহারাণী ঘৃতাচী গবাক্ষ পথে দানবপতির অভ্যর্থনার সমারোহ দেখিতেছিলেন। নেপথ্যে বাদকগণ সম্মান সূচক বাদ্যনাদ ও সমবেত কণ্ঠে প্রজাসাধারণ জয়ধ্বনি করিতেছিল—

"জয়, দানব সম্রাট নিবাত কবচের জয়।"

ঘৃতাচী। মহারাজ ফিরে এলেন পুনরায় স্বর্গ বিধ্বস্ত করে। দেবতা দানবে, আবার সমরানল জ্বলে উঠলো। ভ্রাতৃবিরোধের এই অশ্রান্ত বিদ্বেষানল কবে তুমি নির্ব্বাপণ করবে নারায়ণ!

বিজয় গর্ব্বে উন্নতশির নিবাত কবচ সহাস্যে প্রবেশ করিলেন। ঘৃতাচী শ্রদ্ধাভরে প্রণতা হইলেন। নিবাত সপ্রেমে ঘৃতাচীকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

ঘৃতাচী। কুশল প্রভু!!

নিবাত। (সহাস্যে নীরবে সমর্থন প্রকাশ করিয়া) লোক পিতামহ ব্রহ্মার কৃপায় আমি দেবরাজ ইন্দ্রের পুষ্পক সমান ব্যোমযান পেয়েছি ঘৃতাচী।

ঘৃতাচী। (শিহরিয়া) ব্যোমযান!!

নিবাত। (ঘৃতাচীকে ছাড়িয়া দিয়া) শিউরে উঠলে যে!

ঘৃতাচী। মনে পড়ে রুষ্ট মেঘনাদের শেলবর্ষণ,···মহাব্যোম হ'তে সে কি অবাধ ধ্বংস লীলা!

নিবাত। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ···বিষ্ণু বিদ্বেষী দশানন পুত্র বীর মেঘনাদের সে এক অপূর্ব্ব সমর···দানব শক্তির অপূর্ব্ব পরিচয়। (ঘৃতাচীকে পুনরায় বাহুবেষ্ঠনাবদ্ধ করিয়া) এইবার···

মেঘনাদ সম মহাব্যোম হ'তে
তরলাগ্নিধারা করিব বর্ষণ
বিনাশিতে বনবাসী নর নারায়ণ।

ঘৃতাচী। বনবাসে বিব্রত বিপন্ন তাঁহারা।
এ সময়···

নিবাত। এই তো সময়।
শক্র শক্র···স্নেহাস্পদ নয়।

ঘৃতাচীসহ প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রস্থানোদ্যত···উগ্রনাদের প্রবেশ ও অভিবাদন। নিবাত ঘৃতাচীকে বাহুবেষ্টনমুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসু নয়নে উগ্রনাদের দিকে তাকাইলেন।

উগ্রনাদ। মহারাজ, হত জটাসুর···এঃ···

নিবাত। হত জটাসুর!! কে করিল বধ?

উগ্রনাদ। বৃকোদর।

নিবাত। বৃকোদর!···উত্তম। আমি নিজে যাব···কর আয়োজন। (প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া) আর অর্জ্জুন? পটাসুর?

উগ্রনাদ। পটাসুর গেছে হিমালয়ে, তপস্যায় বাধা দিতে।

নিবাত। হুঁ!

উগ্রনাদ। উত্তর কৈলাসে দানব মৈনাকপতি সাহায্য করবে পটাসুরকে। পারবে না ওরা একক অর্জ্জুনকে হিমালয় থেকে হটিয়ে দিতে? পারবে না ওই নরের টুটী চেপে ধরে ··হেঃ···

নিবাত। কিন্তু সাবধান, দানবের কলঙ্ক চাহি না।
দেবতার প্রচলিত প্রথা,

প্রতারণা, গুপ্তহত্যা, কামোন্মাদনা…
এই সব ঘৃণ্য পথে নয়।

প্রস্থান

উগ্রনাদ। হেঃ হেঃ হেঃ…
প্রতারণা…প্রতারণা করে যারা কাপুরুষ।
দানব ঘাতক ছুরি মারে বুকে।
নাচে গায় আত্মহারা হয়ে…
হেঃ হেঃ হেঃ…
শিল্পী ময় কয় অর্জ্জুন অপরাজেয়।
হেঃ…রাজ্যহারা কেন? বনবাসী কেন?
বৈরাগীর ভেক কেন?
পঞ্চবীরের মাতা সুতা কাটে…
পঞ্চপতির পত্নী কাঠ কুড়ায়…কেন? কেন?
হেঃ …

প্রস্থান

ঘৃতাচী এতক্ষণ গভীর চিন্তায় নিমগ্না ছিলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

ঘৃতাচী। বিপদ বারণ কৃষ্ণ, করুণায় তুমি মায়াবী জটাসুরের করাল কবল থেকে বিপন্না সতীর মর্য্যাদা রক্ষা করেছো। (সন্তর্পণে বক্ষ বসনান্তরাল হইতে কণ্ঠহার সংলগ্ন মণিময় ক্ষুদ্র কৃষ্ণ বিগ্রহ বাহির করিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া) ভক্তবৎসল দেবতা, কি অপরিমেয় স্নেহ-মধুর হাসি তোমার মুখে, কি অসীম শক্তি তোমার দু'টী চক্ষে !! সর্ব্বশক্তিমান, বনবাসী পাণ্ডবকে তুমিই রক্ষা করো।

প্রাসাদ অভ্যন্তর হইতে গবাক্ষ পথে নিবাত কবচ ঘৃতাচীর কণ্ঠহার সংলগ্ন কৃষ্ণ বিগ্রহ দেখিলেন, প্রার্থনাও শুনিলেন। এইবার অসহিষ্ণু পদে ঘৃতাচীর নিকটস্থ হইলেন। ঘৃতাচী আতঙ্কে বিবর্ণ মুখে কৃষ্ণ বিগ্রহ বসনাভ্যন্তরে লুকাইলেন।

নিবাত। চমৎকার !!!

ঘৃতাচী। তুমি !!!

নিবাত। আমি। কতদিন থেকে ওই ঘৃণ্য বিগ্রহ সংগোপনে বক্ষে বয়ে বেড়াচ্ছ ? কুণ্ঠা কেন ? উত্তর দাও।

ঘৃতাচী। স্বামী !

নিবাত। উত্তর দাও···কতদিন ?···আমি তোমার স্বামী সত্ত্বেও···

ঘৃতাচী। বৈকুণ্ঠপতির বিরুদ্ধে তোমার বিদ্বেষ···

নিবাত। হ্যাঁ, আমার বিদ্বেষ, সমগ্র দানবজাতির বিদ্বেষ জেনেও···

ঘৃতাচী। উত্তরাধিকার সূত্রে এই বিদ্বেষ পোষণ করে অনন্ত বিবাদ বিপ্লবে দানবজাতির কল্যাণই কি হয়েছে প্রভু !

নিবাত। অকারণ অকল্যাণও কমে নাই। কপট বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু প্রতারণায় দানবকে বঞ্চিত করে, সমুদ্র মন্থনলব্ধ অমৃত সমস্তটাই দেবতাদের দিয়ে তাদের অমর করেছেন···অপরাজেয় করতে পারেন নাই।

ঘৃতাচী। সেই অপরাধে দেবতারা লাঞ্ছনাও কম পান নাই।

নিবাত। ন্যায্য ভাগে অকারণ বঞ্চিত হ'বার সেই দিন থেকে দানব—দানব। দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী।

ঘৃতাচী। কিন্তু···

নিবাত। কোনও কিন্তু নাই। সেই দিন থেকে জ্বলে মর্ম্মদাহী প্রতিহিংসানল···জেনেও তুমি বৈষ্ণব !! নরপশুরূপে শাণিত নখরে বক্ষ বিদীর্ণ করে' পিতামহ হিরণ্যকশিপু বধ, বর্ব্বর বানর সঙ্গী নর রামরূপে রাবণ নিধন; আমার সুদীর্ঘ তপস্যায় ভীতার্ত্ত ব্রহ্মার বরচ্ছলে অভিশাপ—"নর হস্তে নিবাত নিধন"···জেনেও তুমি···তুমি দানব কন্যা, দানব মহিষী লম্পট নরের মূর্ত্তি পূজারিণী !!!

ঘৃতাচী নীরবে শির নত করিয়া রহিলেন। নিবাত কক্ষ মধ্যে কিয়ৎক্ষণ অসহিষ্ণু পদে পরিক্রমণ করিয়া আত্মবিস্মৃত ভাবে কহিলেন,

অভিশাপ
কার অভিশাপে শিরায় শিরায় শোণিত প্রবাহে বহে
অনন্ত এ অন্তর্দাহ!
উন্মাদ নর্ত্তনে তার শুনি দিবস রজনী
অবিশ্রান্ত পদধ্বনি
প্রবঞ্চিত পিতৃপুরুষের।
অন্তর্গৃহে অন্তরঙ্গ স্মৃতি তূর্য্যনাদে যেন কয়···
হিরণ্যকশিপু আমি,
আমিই রাবণ,
অসমাপ্ত বৈষ্ণব বিনাশ ব্রতে অতৃপ্ত বরশা করে
উত্তরাধিকারী আমি নিবাত কবচ,
স্নেহ প্রেম শ্রদ্ধা শূণ্য প্রচণ্ড দানব।

ঘৃতাচী। (সভয়ে) মহারাজ ··

নিবাত। (পরুষ কণ্ঠে) উগ্রনাদ !

ব্যস্ত ভাবে উগ্রনাদের প্রবেশ ও অভিবাদন।

উগ্রনাদ। মহারাজ !

নিবাত। রাজ্যময় দামামা ধ্বনিতে প্রচার কর—কৃষ্ণ বিগ্রহের পূজা অপরাধ, কঠোর দণ্ডে দণ্ডণীয়।

প্রস্থানোদ্যত

উগ্রনাদ। হেঃ···দানবারি কৃষ্ণ পূজা···হেঃ···

নিবাত। (ফিরিয়া) প্রচার কর, অবিলম্বে সমস্ত কৃষ্ণ বিগ্রহ চূর্ণ করে প্রকাশ্য বধ্য ভূমিতে দগ্ধ করতে হবে। আমার আদেশ।

উগ্রনাদ। ব্যবস্থা করছি মহারাজ। হেঃ···কৃষ্ণের শব··· বিরাট চিতা···হেঃ···হেঃ হেঃ হেঃ···

প্রস্থান

নিবাত। দানব কুল গৌরব পিতামহ হিরণ্যকশিপুর নামে প্রতিজ্ঞা কর মহারাণী, এই আদেশ প্রত্যক্ষরে পালন করবে।

ঘৃতাচী। মহারাজ !

নিবাত। তোমার ওই কৃষ্ণ বিগ্রহ আমার সম্মুখে···না, প্রকাশ্যে প্রজা সাধারণের সম্মুখে পদাঘাতে চূর্ণ কর, এই দণ্ডে। (নেপথ্যে বহু দামামা ধ্বনি) রাজ্যময় ওই দামামা নিনাদে আমার যে আদেশ প্রচারিত হচ্ছে, তোমাকেও তা' প্রত্যক্ষরে পালন করতে হ'বে, নতুবা কঠোরতম দণ্ড !

ঘৃতাচী। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) দানবপতির এই আদেশ অমান্য করার যে দণ্ড তাও প্রচার করুন মহারাজ।

নিবাত। প্রাণদণ্ড।

ঘৃতাচী। আমি প্রস্তুত।

নিবাত। আদেশ পালন কর ঘৃতাচী

ঘৃতাচী। ক্ষমা করবেন মহারাজ, পারবোনা।

নিবাত। পারবে না !!!

ঘৃতাচী। না।

নিবাত। না···উত্তম···

সরোষে করতালি···সশস্ত্র রক্ষিনীদ্বয়ের প্রবেশ

নিয়ে যাও কারাগারে।
চিন্তা কর সপ্তদিন···
সপ্তাহের পর,
হয় তুমি পদাঘাতে কৃষ্ণ মূর্ত্তি করিবে দলিত,
নতুবা কৃষ্ণারি দানব
দ্বিখণ্ডিত ঘৃতাচীর শব
করিবে নিক্ষেপ বৈকুণ্ঠে দ্বারকায়।
নিয়ে যাও।

কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়া রক্ষিনীদ্বয় ইতস্ততঃ করিতেছিল। ঘৃতাচী মুহূর্ত্ত কাল অপলক দৃষ্টিতে নিবাতের দিকে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া রক্ষিনীদ্বয়কে কহিলেন, "চল।"

রক্ষিনীদ্বয় ভীতা ভাবে ঘৃতাচীর উভয় পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। "মা মা" ডাকিতে ডাকিতে সুশ্রী বলিষ্ঠ দেহ যুবক যুবরাজ নয়ন প্রবেশ করিয়া সবিস্ময়ে কহি

নয়ন। এ কি !!!···মা!

নিবাত। নিয়ে যাও···

নয়ন। দাঁড়াও। আমি জানতে চাই পিতা···

ঘৃতাচী। নয়ন, তোমার পিতা শ্রদ্ধেয়। একচ্ছত্র দানব সম্রাট মাননীয়। চল রক্ষিনীগণ।

ধীর পদে প্রস্থান···রক্ষিনীদ্বয় অনুসরণ করিল।

নয়ন। পিতা

রুষ্ট নিবাত হস্ত সঙ্কেতে নয়নকে যাইতে বলিলেন। নয়ন নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। নিবাতের মুখে কঠোরতম অন্তর্দ্বন্দ্বের ভাব প্রকট হইয়া সহসা দুই চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। এমন সময় উগ্রনাদকে আসিতে দেখিয়াই ক্ষিপ্র হস্তে অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। উগ্রনাদের প্রবেশ।

উগ্রনাদ। মহারাজের আদেশ প্রচার করে বধ্য ভূমিতে জ্বলছে বিরাট চিতা···ধূ ধূ ধূ ধূ লেলীহান শিখা দাউ দাউ···

নিবাত। জ্বলছে!

উগ্রনাদ। হেঃ—কিন্তু কই? কোথায় বৈরী কৃষ্ণের বিগ্রহ?

নিবাত। আছে, উগ্রনাদ আছে। আমার পরম শত্রুর বিগ্রহ আছে আমারই শয়ন কক্ষে।

প্রস্থানোদ্যত

উগ্রনাদ। হেঃ···ভেঙ্গে ফেলি···দগ্ধ করি···

বেগে রক্ষীর প্রবেশ ও অভিবাদন

রক্ষী। মহারাজ, বহু বিক্ষুব্ধ প্রজা কারাগার অবরোধ করতে ছুটে আসছে···

নিবাত। (উগ্রনাদকে) ক্ষুব্ধ জনতার প্রত্যেককে বধ কর। প্রচণ্ড শেলনাদে তাদের আর্ত্তনাদ ঢেকে দাও।

উগ্রনাদ। হেঃ···প্রদীপের নীচেই অন্ধকার গাঢ়তম।

হস্ত সঙ্কেতে রক্ষীকে ডাকিয়া প্রস্থান। রক্ষী উগ্রনাদের অনুসরণ করিল! নিবাত আহত ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় পরিক্রমণ করিতেছিলেন। নেপথ্যে উচ্চ তূর্য্যনাদ হইল···পরে শেল বিস্ফোরণের শব্দ হইল। প্রাচীর গাত্র হইতে বরশা লইয়া নিবাত উহার শাণিত ফলক পরীক্ষা করিয়া কহিলেন···

নিবাত। পিতৃদত্ত দানব বরশা,
মেটে নাই···
মেটে নাই বৈষ্ণবের শোণিত পিপাসা!
দৌবারিক।···

দৌবারিকের প্রবেশ ও অভিবাদন

আন বন্দিনীকে···
না থাক। প্রকাশ্যেই দণ্ড প্রয়োজন।···

বিস্মিত দৌবারিকের প্রস্থান

অবজ্ঞায় হাসে হিরণ্যকশিপু···দশানন।
ভুলি নাই···
দানব গৌরব,
ভুলিব না, আমিও দানব।

তৃতীয় দৃশ্য

হিমালয়ে অর্জ্জুনের যোগাসনের নিকটস্থ পুষ্পিতা বন। কাল সন্ধ্যা। কিরাতীর বেশে উর্ব্বশী নৃত্য গীত মগ্না।

গীত

অপ্সরা !
অরুণ-বর্ণা ফুল্লরা।
ছন্দে ছন্দে উল্লাসে নাচে লালসা,
অঙ্গে অঙ্গে উদ্দাম কাম পিপাসা,
বিলাস ব্যগ্র যৌবন মন,
সঙ্গীতময়ী মন্দিরা।
অধরে অসীম অপরিতৃপ্ত জিগীষা,
নয়নে অশেষ চির অকুণ্ঠ প্রত্যাশা,
কুহরে কণ্ঠে মিলনাকাঙ্ক্ষা,
উচ্ছ্বাসভরা নির্ঝরা।

নৃত্যগীত করিতে করিতে উর্ব্বশী অর্জ্জুনের যোগাসন সম্মুখে আসিল। যোগাসনের অদূরেই পর্ব্বত গহ্বরে অর্জ্জুনের গৈরিক বসনাদি দেখা যাইতেছিল। একটি বৃক্ষ নিম্নে যোগাসন। হোমানল জ্বলিতেছিল। উর্ব্বশী যোগাসন গুছাইতে লাগিল। অনতিবিলম্বেই শুষ্ক কাষ্ঠ ও কুঠার স্কন্ধে বন্দনা করিতে করিতে অর্জ্জুন প্রবেশ করিলেন। উর্ব্বশী সঙ্কোচে সরিয়া দাঁড়াইল।

অর্জ্জুন। শেখর সতীপতি শঙ্কর পশুপতি
ধূর্জ্জটী লোকনাথ সুন্দরম্। নমামি ত্বম॥

বজ্ঞ কাষ্ঠ ও কুঠার রাখিয়া অর্জ্জুন উপবেশন করিলেন। উর্ব্বশী কুঠার গহ্বর মধ্যে রাখিয়া আসিয়া বজ্ঞ কাষ্ঠ গুছাইতে লাগিল।
অর্জ্জুন বিরক্তিমিশ্র বিস্ময়ে উর্ব্বশীর দিকে দেখিলেন...

অর্জ্জুন। তুমি আছো, যাও নাই ?

উর্ব্বশী। কোথায় যাই।

অর্জ্জুন। কেন, কিরাত পল্লীতে...

উর্ব্বশী। কেউ নাই।

অর্জ্জুন। এখানেও তাই।

উর্ব্বশী। আমি কি ঋষির তপার্চ্চনার কোনই ব্যাঘাত করেছি ?

অর্জ্জুন। না।

উর্ব্বশী। তবে কেনই বা এই উদ্বেগ ?

অর্জ্জুন। উদ্বেগ নয়, অস্বস্তি...আমি সন্ন্যাসী ..এই দুর্গম শৃঙ্গে এসেছি নির্জ্জনে তপস্যা করবো বলে। নিঃসঙ্গ তাপস জীবনে নারীর সেবা...

উর্ব্বশী। এই সামান্য সেবা নাই বা গ্রাহ্য করলেন। আমি কিই বা করি !

অর্জ্জুন। করনা ? ধ্যানের বেদী, হোমের ইন্ধন, অর্চ্চনার বিল্বপত্র কুসুম চন্দন, ফলমূল জল এরাই তো নীরবে তোমার স্নেহময় পরিচর্য্যার পরিচয় দেয়।

উর্ব্বশী। তপস্যায় আপনি দেবাদিদেব মহাদেবের তুষ্টি সাধন করছেন। আমি না হয় সাধু সেবার সামান্য প্রচেষ্টায় একটু পুণ্য সঞ্চয়ের সাধনা করছি।

অর্জ্জুন। আমি জানি, বুঝতে পারছি,...যক্ষ রাক্ষস প্রেতের

উপদ্রব থেকে তুমিই সতর্কভাবে সর্ব্বক্ষণ আমার যোগাসন রক্ষা করছো। কেন? কে তুমি? কিরাত পল্লীতে প্রথম দর্শনের পর থেকে, কে তুমি আমার অনিচ্ছা বিরক্তি সত্তেও আমার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করছো না। কে তুমি?

উর্ব্বশী। ক'বার বলবো?

অর্জ্জুন। বিশ্বাস হয়না তুমি কিরাতিনী।

উর্ব্বশী। নয় কে বলছে?

অর্জ্জুন। তোমার কণ্ঠ, তোমার সংযম, তোমার ব্যবহার। শঙ্কা হয়···(উঠিয়া ক্ষণকাল পরিক্রমণ করিয়া) তুমি যাও, আমার সান্নিধ্য পরিত্যাগ কর। আমার বিনীত প্রার্থনা···যাও।

উর্ব্বশী নত শিরে বসিয়া রহিল

নহ তুমি কিরাতিনী···
তুমি মায়াবিনী।
প্রত্যুষে উঠিয়া নিত্য গহ্বর বাহিরে
প্রথম তোমারে হেরি···
বসন বল্কল হ'তে ভেসে আসে কুসুম সুবাস।
স্রোত বক্ষে চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব সম,
তোমার চঞ্চল আঁখি চমকিয়া কত কথা কয়।
নিঃসংশয়,
রজনী জাগিয়া তুমি রক্ষা কর যোগাসন।
কে তুমি রমণী?
সত্য কহ উদ্দেশ্য তোমার।

উর্ব্বশী নীরব

দুর্ব্বোধ্য এই প্রহেলিকা!

থাক, আমিই করিব ত্যাগ এই যোগস্থান।

অর্জ্জুন গহ্বর হইতে সতূণ গাণ্ডীব, কুঠার ও গৈরিক লইয়া স্থান-ত্যাগ করিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই উর্ব্বশী সনিশ্বাসে উঠিয়া কহিল…

উর্ব্বশী। আমি যাই…আমিই যাচ্ছি।

নতশিরে ধীরে ধীরে প্রস্থান।

অর্জ্জুন। সজল নয়ন।

নির্ব্বান্ধব বন মাঝে মাগিছে আশ্রয়।

শ্বাপদ সঙ্কুল শৃঙ্গ, আসন্ন রজনী,

সশঙ্কা রমণী,…

আমি ক্ষত্রিয় নন্দন দিব না আশ্রয়?

দ্রৌপদীর স্মৃতি বক্ষে মৃত্যুর তাপস,

হইব দুর্ব্বল?

গ্রহতারা চলিয়াছে ব্রহ্মাণ্ডে একাকী

পথচ্যুত হয়নাতো কেহ

চন্দ্রমার মোহিনী প্রভায়!!

আমি কেন হারাবো সংযম?

কিরাতিনী,…

নতশিরে উর্ব্বশীর পুনঃ প্রবেশ।

কর অবস্থান।

উর্ব্বশী সানন্দে যজ্ঞকাষ্ঠ গুছাইতে বসিল।

(স্বগত) কাম ক্রোধ জয় তপস্যায় প্রথম সম্বল।

পারিবনা…? আমি পারিবনা?

চতুর্থ দৃশ্য

দানব কারাগার। কাল মধ্য রাত্রি। বন্দিনী ঘৃতাচীর নির্জ্জন অন্ধকার কারাকক্ষ। দূরবর্ত্তী কক্ষের আলোকে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল দ্বারে বিকটদর্শন সশস্ত্রা রক্ষিনীদ্বয় বিনিদ্র প্রহরায় নিযুক্ত। অন্ধকার কারাকক্ষের মধ্যে ঘৃতাচী গাহিতেছিলেন।

গীত

তোমারি গড়া এ নিখিল ভুবন, চন্দ্র তপন গ্রহতারা।
নির্দ্দেশে পড়ে জীবন লুটায়ে মরণের পায়ে আপনহারা।
নয়নে চাহনি, মুখে ভাষা, প্রাণে আশা, বুকে ভালবাসা,
পেয়ে যে পুলক, হারাণোর ব্যথা, নয়তা' দেবতা তোমা ছাড়া।
তুমি দিয়ে নাও, নিয়ে পুনঃ দাও, মুখে হাসি চোখে অশ্রুধারা॥

কক্ষের সম্মুখ ভাগে উগ্রনাদ ও প্রদীপ হস্তে রক্ষীর প্রবেশ।

উগ্রনাদ। খোল দ্বার। কে গায়?

রক্ষিনী। মহারাণী। (অপর রক্ষিনী সশব্দে দ্বার খুলিল)

উগ্রনাদ। হেঃ···মহারাণী, নির্জ্জন কারার অন্ধকার কক্ষে কঠিন পাথরে শুয়ে গান···এঃ!

লৌহদ্বার খোলা হইলে প্রদীপালোকে দেখা গেল নিরাভরণা ঘৃতাচী ভূশয্যায় শুইয়া আছেন। উগ্রনাদকে দেখিয়াই ঘৃতাচী উঠিলেন। রক্ষী কক্ষ দ্বারে প্রদীপ রাখিয়া উগ্রনাদের জন্য আসন আনিল। উগ্রনাদ বক্র গ্রীবায় মহারাণীর আসনের অবস্থা দেখাইয়া রক্ষীর আনীত আসন পদাঘাতে অপসারণ করিল। রক্ষী সভয়ে আসন লইয়া গেল। রক্ষিনীদ্বয় দূরে সরিয়া চক্ষু মুছিল।

উগ্রনাদ। (অভিবাদনান্তর) মহারাণী!

ঘৃতাচী। মহারাজের কুশল, উগ্রনাদ?

উগ্রনাদ। আপনি কারাগারে!

ঘৃতাচী। আমিই বেছে নিয়েছি।

উগ্রনাদ। দানব সাম্রাজ্যে একটা বিপ্লব সৃষ্টি করে…

ঘৃতাচী। আমি?

উগ্রনাদ। আপনি। মহারাণী, প্রজার জননী, রাজ্যময় বিপ্লব। স্বয়ং যুবরাজ সেই বিপ্লবের নেতা।

ঘৃতাচী। নয়ন !!!

উগ্রনাদ। দানব সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত সম্রাট…দানব কুল গৌরব নিবাত কবচের একমাত্র পুত্র নয়ন। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ বারংবার কারাপ্রাচীর ভেঙ্গে মহারাণীকে মুক্ত করতে এলো…

ঘৃতাচী। কঠোর হস্তে তাদের দমন কর…

উগ্রনাদ। মহারাজের আদেশে ক্ষিপ্ত কুক্কুর জ্ঞানে তাদের বধ করা হলো…

ঘৃতাচী অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিলেন "ওঃ,"…রক্ষিনীদ্বয় ছুটিয়া আসিল।

উগ্রনাদ। হেঃ…(রক্ষিনীদ্বয় যথাস্থানে প্রস্থান করিল) আবার তারা সমবেত হচ্ছে। আবার বধ করা হ'বে। হেঃ…রাজপথে রাজদ্রোহী প্রজা…রাজপথময় অগণিত রাজ্যবাসীর শব…পঁচা শব…পূতিগন্ধে বিষাক্ত বাতাস…পিতৃদ্রোহী পুত্র ফেরার…নির্জ্জন কারার অন্ধকারে মহারাণী ভূ-শয্যায় শুয়ে গান…হেঃ…

উগ্রনাদ ক্রোধে ও ক্ষোভে শিহরিয়া উঠিল।

ঘৃতাচী। আমি কি করবো !!

উগ্রনাদ। দানব সম্রাট নিবাত কবচ এই বিদ্রোহ দমন করতে জানেন। আমি দেখেছি মহারাণী তাঁর প্রচণ্ড শক্তি বর্শার শাণিত ফলকে ঝলসে উঠে বিদ্যুত বহ্নি রেখায়···মহারাণী, রাজ্যের কল্যাণে, প্রজার কল্যাণে, পতিপুত্র দানব বংশের কল্যাণে আপনার এই দণ্ডনীয় কৃষ্ণভক্তি চেপে রেখে···

ঘৃতাচী। উগ্রনাদ

উগ্রনাদ। প্রকাশ্যে কৃষ্ণ বিদ্বেষ সমর্থন করে এই বিপ্লব বন্ধ করুন···

ঘৃতাচী। এ কি মহারাজের নূতন আদেশ ?

উগ্রনাদ। আমার অনুরোধ।

ঘৃতাচী। বধ্য ভূমিতে অবিলম্বে আমাকে বধ করলেই তো আমাকে মুক্ত করার জন্য বিদ্রোহী প্রজার এই বিক্ষোভ শান্ত হয়।

উগ্রনাদ। হয় না···

ঘৃতাচী। তবে তারা মহারাণীকে মুক্ত করার জন্য ক্ষিপ্ত হয় নাই। তারা কৃষ্ণ বিদ্বেষেরই বিদ্রোহী

উগ্রনাদ। হেঃ···পারবেন না মহারাণী ?

ঘৃতাচী। না।

উগ্রনাদ। মহারাজের নিরাপত্তার জন্যও নয় ?

ঘৃতাচী। মহারাজ এই বিদ্রোহ দমন করতে সম্পূর্ণ শক্তিমান।

উগ্রনাদ। যুবরাজের জন্যও নয় ?

ঘৃতাচী। সর্ব্বশক্তিমান নারায়ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হ'বে।

উগ্রনাদ। রাজ্যময় আপনার অনুরক্ত অগণিত প্রজার জন্যও নয়।

ঘৃতাচী। পুরুষানুক্রমে বিষ্ণু বিদ্বেষের ফলে তাদের এই জাগরণের জন্য মহারাজের দণ্ডাজ্ঞা আমি সানন্দে গ্রহণ করবো উগ্রনাদ।

উগ্রনাদ। হেঃ···রক্ষী (প্রহরী ও রক্ষিনীদ্বয় ছুটিয়া আসিল) মহারাজের আদেশে কারাগারের দ্বার খোলা থাকবে। দীপ জ্বলবে। যার ইচ্ছা এসে মহারাণীকে দেখে যাক ··আর জেনে যাক···কাল অপরাহ্লেই বন্দিনীর প্রাণদণ্ড হ'বে।

উগ্রনাদ নিঃশব্দে অভিবাদন ও বেগে প্রস্থান করিল।

ঘৃতাচী। তোমার শুভেচ্ছা পূর্ণ করার মধ্যে জটিলতার যে আড়ম্বর তুমিই সৃষ্টি কর ভগবান, তাই বুঝা যায় না। না বুঝেই দুর্ব্বল মন তোমার স্নেহ, তোমার ক্ষমতাকেও সন্দেহ করে!

সন্তর্পণে কারারক্ষীর ছদ্মবেশে নয়নের প্রবেশ এবং ঘৃতাচীর পদধূলি গ্রহণ।

নয়ন। মা!

ঘৃতাচী। নয়ন!!!

নয়ন। (ওষ্ঠে অঙ্গুলী চাপিয়া) আস্তে, জানতে পারলেই বন্দী করবে।

ঘৃতাচী। কিন্তু তুমি···

নয়ন। আমি এই বেশে, তোমার উপর লক্ষ্য রেখে, এখানেই রয়েছি। সময়ান্তরে সবই তোমাকে বলবো মা। (অনুচ্চ কণ্ঠে)

প্রজা সাধারণের এক বিরাট দল গঠন করে আমরা তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করছি। শিল্পী ময় দানব তোমার এই কক্ষ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ গুপ্ত পথ খনন করছে,···প্রায় শেষ হয়ে এল। সামান্যই বাকি। হটাৎ শুনলাম, কারাদ্বার খোলা ··যে কেউ এসে তোমাকে দেখতে পাবে···শুনলাম কালই অপরাহ্ণে···দেখা যা'বে···যেমন করে হোক আজই রাত্রে গুপ্ত পথ খনন শেষ করবোই···

ঘৃতাচী। তারপর?

নয়ন। সমবেত ভাবে উন্মুক্ত দ্বার পথে এসে আমরা এখানেই এই কক্ষদ্বার আগলে, গুপ্ত পথে তোমাকে বা'র করে নিয়ে যাবো। অথবা সমবেত ভাবে প্রকাশ্য পথেই তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে যাবো।

ঘৃতাচী। মহারাজের এই আদেশের উদ্দেশ্যও তাই মনে হয়।

নয়ন। কি?

ঘৃতাচী। তোমায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তোমাকে বা'র করা। কৃষ্ণের প্রতি একান্ত বিদ্বেষ সত্ত্বেও তোমার প্রতি তোমার পিতার আন্তরিক স্নেহ অপরিসীম।

নয়ন। মা, তোমার দুঃখ মোচনের জন্য···

ঘৃতাচী। আমার দুঃখ?

নয়ন। দুঃখ নয়? জীবনে এর বড় দুঃখ···

ঘৃতাচী। পৃথিবীতে আজ আমার মত সুখী খুব বেশী নাই।

নয়ন। সুখী!!!

ঘৃতাচী। সুখী···আমি তো এইই চেয়েছিলাম। আজ প্রত্যঙ্গ

দেখছি ভগবান কৃষ্ণ আমার চেয়েও বেশী প্রগাঢ় রূপে তোমার পিতার চিত্ত জুড়ে আছেন। প্রত্যক্ষ দেখছি দানব রাজ্যে বিষ্ণু ভক্তের সংখ্যাও কম নয়। শান্তির অনতিকাল পূর্ব্বেই অশান্তি চরম উৎপীড়নের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে।

কক্ষ ভিত্তির একখানি বৃহৎ প্রস্তর সবলে উঠাইয়া ময় দানব শুভ্র শির উত্তোলন করিয়া কহিল…

ময়। মহারাণী।

ঘৃতাচী। ময় !!!

নয়ন। ময় ? প্রস্তুত ?

ময়। রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই নেমে যাওয়ার মত নিরাপদ হ'বে। ব্যবস্থা কর। ভয় নাই মা, তোমাকে বাঁচাবোই…

উত্তোলিত প্রস্তর খণ্ড যথাস্থানে রাখিয়া ময় অদৃশ্য হইল।

নয়ন। বিলম্ব করবো না আর। যাই। প্রস্তুত থেকো মা, আমরা আসবো সময় মত আজই রাত্রিতে।

নয়ন ঘৃতাচীর পদধূলি লইল। ঘৃতাচী নয়নের শিরশ্চুম্বন করিয়া মুহূর্ত্ত কাল নয়নের শির বক্ষে চাপিয়া কহিলেন…

ঘৃতাচী। এসো,…এসোনা।

নয়ন। আসবোনা ?

ঘৃতাচী অবিচলিতা ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বারণ করিলেন।

নয়ন। বলছো কি মা ? অক্লান্ত পরিশ্রমে সবার প্রাণ বিপন্ন করে আমরা….

ঘৃতাচী। আমি তোমার মা…

নয়ন। নিশ্চয়ই···

ঘৃতাচী। আমার আদেশ, তোমার পিতার আদেশ অমান্য করে তোমার মাকে বাঁচাবার জন্য এই প্রতারণার পথে তুমি যেন আর এক পাও অগ্রসর হয়োনা। অসুর সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট বিষ্ণুর বিরুদ্ধে দানব সম্রাটের বিদ্বেষ। সেই বিদ্বেষেরই দংশনে এই অত্যাচার যদি সত্যই তুমি সমর্থন না কর···

নয়ন। এই অত্যাচার আমি সমর্থন করিনা, সহ্যও করবো না।

ঘৃতাচী। তবে, আমার আদেশ, আমার মৃত্যুর পর (স্বীয় কণ্ঠ হইতে মনিময় কৃষ্ণ বিগ্রহ সহ কণ্ঠহার খুলিয়া) আমার আরাধ্য দেবতার এই বিগ্রহ (নেপথ্যে উগ্রনাদ—"হুঁ") পরমাগ্রহে তোমার বক্ষে ধারণ করবে। প্রাণান্তেও পরিহার করবে না। প্রাণপণে বিগ্রহের মর্য্যাদা রক্ষা করবে।

বিগ্রহসহ কণ্ঠহার নয়নের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন।

নয়ন। (বাম হস্তে চক্ষু মুছিয়া দক্ষিণ হস্তে ঘৃতাচীর পদধূলি লইয়া) মা, তোমার দু'খানি পায়ের চেয়ে বড় বিগ্রহ আমি মানি না। তোমার পায়ের ধূলি মাথায়, তোমারই সম্মুখে তোমাকে স্মরণ করে, আমি আদেশ দিচ্ছি তোমার এই বিগ্রহকে,··· তাঁর শক্তিমান বিশ্বব্যাপ্তি প্রমাণ করতে, কাল অপরাহ্ণে, প্রকাশ্য বধ্যভূমিতে ঘাতকের কলুষ পঙ্কিল খড়্গ আমার মায়ের পবিত্র দেহ স্পর্শ করার পূর্ব্বেই ভূমিকম্পে যেন দানব সাম্রাজ্য তলিয়ে যায়। বাসবের বজ্রাঘাতে যেন আমার মৃত্যু হয়···অথবা তিনিই যেন তোমাকে বিপদ মুক্তা করেন।

প্রস্থান

নেপথ্যে রক্ষীগণ…"ধর ধর ধর"। উগ্রনাদ…"না…হেঃ…"

ঘৃতাচী। (শঙ্কাকুল কণ্ঠে) নয়ন…

উগ্রনাদের পুনঃ প্রবেশ। ঘৃতাচী সভয় শঙ্কায় উদ্গত আর্ত্তনাদ দমন করিতে সবলে স্বীয় মুখ চাপিয়া ধরিলেন।

উগ্রনাদ। নিরাপদে চলে গেছে মহারাণী…বিদ্রোহী নেতা যুবরাজ নয়নকে ধরার জন্য ফাঁদ পেতে, হাতের কাছে পেলাম… ছোরা বা'র করে ছুটে এলাম…পারলাম না…চোখে জল এলো। হেঃ…আবার? (সবলে চক্ষু মার্জ্জন করিয়া) রুদ্ধ কর লৌহদ্বার (রক্ষীগণ সশব্দে লৌহদ্বার বন্ধ করিল) নিবাও প্রদীপ (প্রদীপ নিবাইয়া গাঢ় অন্ধকার করা হইল) প্রহরিণী—(রক্ষিণীদ্বয় প্রহরায় নিযুক্ত হইল)…এঃ এঃ এঃ··

উগ্রনাদ সবলে চক্ষু চাপিয়া বেগে প্রস্থান করিল। গভীর অন্ধকার কারার মধ্যে ঘৃতাচী উচ্ছ্বসিতাবেগে গাহিলেন।

তোমারি গড়া এ দেহ দেবালয়, অন্তরে তুমি চির চিন্ময়,
তুমিই জীবন মরণ মুক্তি, জন্ম জন্মান্তর ধারা—
তোমারি গড়া এ নিখিল ভুবন, চন্দ্র তপন গ্রহ তারা।

পঞ্চম দৃশ্য

নিবাত কবচের শয়ন কক্ষ। মণিময় পালঙ্কে শয্যা। পার্শ্বে রত্নখচিত দীর্ঘ দীপাধারে প্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া নির্ব্বাপিত প্রায়। কাল, রাত্রিশেষ। নিবাত শয্যা স্পর্শও করেন নাই। মুক্ত গবাক্ষ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নৈশাকাশের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

নিবাত। শেষ হয়ে এলো শেষ রাত্রি। কলঙ্কিনী চাঁদ কালো মেঘের অন্তরালে সরে গেল। সশঙ্ক তারার দল রাজপথে শেলবিদ্ধ বিদ্রোহীদের মতো প্রাণাতঙ্কে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখে নিবে গেল। পারলাম না তো এই শেষ রাত্রিটাকে অশেষ করতে। আমার ভয়ে বাসব পালায়···কাল গ্রাহ্যও করলো না।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। বায়স দল "কা কা" রব করিল। উষার শান্ত আলোক দৃষ্ট হইল। প্রভাতী হাওয়ায় নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ নিবিয়া গেল। নিবাত তেমনই দাঁড়াইয়া দেখিলেন।

নিবাত। প্রভাত···এর পর মধ্যাহ্ন···তারপর অপরাহ্ণ। অপরাহ্ণে বধ্যভূমিতে···ঘৃতাচী, ঘৃতাচী, এখনও আমার আদেশ মেনে নাও। অন্ধকার কারাকক্ষ থেকে তুমি ফিরে এসো তোমার প্রাসাদ কক্ষে। অবাধ্য অপরাহ্ণ লজ্জাম্লান মুখে ফিরে যাক। দুর্ব্বিনীত কাল পরাস্ত হোক। মেনে নাও, ফিরে এসো।

উগ্রনাদের প্রবেশ ও অভিবাদন। নিবাত উদাসীনভাবে চাহিয়া রহিলেন।

উগ্রনাদ। মহারাজের আদেশে অসংখ্য কৃষ্ণ বিগ্রহ প্রস্তুত করে বধ্যভূমিতে চূর্ণ—দাহ—করা হচ্ছে···

নিবাত। পুড়ুক।

উগ্রনাদ। অসংখ্য বিদ্রোহী নিহত।

নিবাত। মরুক।

উগ্রনাদ। কারার চতুর্দ্দিকে শবের পাহাড়···জনতার শেষ নাই।

নিবাত। বন্দিনী?

উগ্রনাদ। নিঃসঙ্গ কারার অন্ধকারে ভূশয্যায় শুয়ে গান···

নিবাত। বিগ্রহ?

উগ্রনাদ। কণ্ঠহারে দোলে···

নিবাত। (সরোষে নিজ কণ্ঠহার সবলে ছিন্ন করিয়া) আজও কণ্ঠহারে দোলে দানব বিদ্বেষ!! শেষ রাত্রি শেষ···অপরাহ্নে···

উগ্রনাদ। মহারাজের আদেশে খুলে দিলাম কারাগার। জ্বেলে দিলাম উজ্জ্বল প্রদীপ···মুক্ত করে দিলাম কারার প্রবেশ পথ···

নিবাত। এলো···এলো?

উগ্রনাদ। এলো···

নিবাত। এলো বিদ্রোহী নয়ন?

উগ্রনাদ। এলো, রক্ষীরাও ছুটে এলো।

নিবাত। বন্দী করেছো? কোথায়,—কোথায় নয়ন?

উগ্রনাদ। খুলে নিলাম ছোরা···

নিবাত। বধ করেছো!!! (শিহরিয়া সহসা উগ্রনাদের গ্রীবা চাপিয়া ধরিয়া) বধ করেছো

উগ্রনাদ। পারি নাই।

নিবাত। (সনিশ্বাসে গ্রীবা ছাড়িয়া) পার নাই।

উগ্রনাদ। চোখে জল এলো।

নিবাত। জল এলো…(স্বীয় চক্ষু মুছিয়া) কেন আসে?

উগ্রনাদ। যেতে দিলাম।

নিবাত। অবাধ্য উগ্রনাদ!

উগ্রনাদ। দণ্ড দিন মহারাজ।

নিবাত। বন্দিনী?

উগ্রনাদ। দণ্ড প্রতীক্ষায়…

নিবাত। আজই অপরাহ্নে…

উগ্রনাদ। আজই অপরাহ্নে মহারাজের আদেশ অমান্য কারীদের…

নিবাত। প্রাণদণ্ড।

উগ্রনাদ। প্রত্যক্ষরে পালন করা হ'বে মহারাজ। প্রাণান্তেও দুর্ব্বল হ'বে না দানব ঘাতক।

নিবাত। কোন কারণেই নয়। মমতায় নয়, শ্রদ্ধায় নয়, অনুকম্পায় নয়। কোন মাতা কোন পুত্র কোনও পিতার জন্য নয়। উগ্রনাদ, দাঁড়িয়ে কেন, শোন নাই আমার আদেশ?

উগ্রনাদ। হেঃ… (বেগে প্রস্থান)

নিবাত। উগ্রনাদ… (উগ্রনাদের পুনঃ প্রবেশ)

যাও। (উগ্রনাদের প্রস্থান)

উগ্রনাদ চলিয়া গেল। নিবাতের খেয়াল নাই। কল্পিত উগ্রনাদ মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ ও জলপাত্র নিক্ষেপ করিয়া…

নিবাত। অবাধ্য উগ্রনাদ,...যাও...যাও...
কূটচক্রী সব...সব।
সবার শবের 'পরে, বুক চিরে
জীবনের মৃত্যু প্রীতি আকণ্ঠ করিয়া পান
মিটাইব অতৃপ্ত পিপাসা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

দানব রাজ্যে প্রকাশ্য বধ্যভূমির অদূরে বনপথ। কাল দ্বিপ্রহর।
দুইজন প্রৌঢ় দানবের প্রবেশ।

১ম। দেখলি লাখে লাখ কৃষ্ণ মূর্ত্তি ভাঙ্গছে আর চিতায় ফেলছে।

২য়। হচ্ছে আর নিয়ে আসছে।

১ম। (২য় দানবের মুখ চাপিয়া সভয়ে) বলেনা।

২য়। উহু—

১ম। মারা যাবি বোকা...কে না জানে...বলেনা।

২য়। কারণ ?

১ম। আবার কারণ—রাজ রাজড়ার খেয়াল...যা খুশী করবে। জন সাধারণ দেখে যাও—ব্যস। কথাটি কয়ো না।

২য়। মর বাঁচো বা দুটোরই খিচুরী পাকাও

১ম। আবার কথা !!

বৃহৎ যূপ কাষ্ঠও মুক্ত খড়্গাদি লইয়া মাতাল ঘাতকগণের প্রবেশ ও টলিতে টলিতে প্রস্থান। প্রৌঢ় দানবদ্বয় ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

১ম। বুঝলি ?

২য়। বলে না—

১ম। কচাৎ—

২য়। বলে না—

সভয়ে প্রস্থান'

অপর দিক হইতে প্রহরী বেষ্টিত নর যানে বন্দিনী ঘৃতাচীকে লইয়া যান বাহকগণের প্রবেশ ও চক্ষু মুছিতে মুছিতে বিপরীত দিকে প্রস্থান। ঘৃতাচী ধ্যানস্থাভাবে করজোরে বসিয়া ছিলেন। বনান্তরাল হইতে সন্তর্পণে নয়ন, ভীম, ঘটোৎকচ ও ময় দানবের প্রবেশ।

ময়। (অনুচ্চ কণ্ঠে) ওই যে মহারাণী…

নয়ন। নিয়ে যাচ্ছে মাকে…

ভীম। চুপ…চিন্তা নাই…ঘটোৎকচ…

ঘটোৎকচ। পিতা !

ডান হাতে তরবারী ও বাম হাতে ছোরা খুলিয়া সকলের প্রস্থান

দৃশ্যান্তর

প্রাসাদ কক্ষে নিবাত প্রচুর সোমরস পান করিতেছিলেন। রূপসী কিন্নরী বারংবার সুরা পাত্র পূর্ণ করিয়া ধরিতেছিল। নেপথ্যে সৈনিকগণের গমনকালীন পদশব্দ ও দামামা ধ্বনি হইল। দিগন্ত কাঁপাইয়া বিরাট ঘণ্টায় তিনবার শব্দ হইল। নিবাতের হস্ত হইতে সুরা পাত্র পড়িয়া গেল…শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন…

"তৃতীয় প্রহর"

উন্মাদের ন্যায় মুক্ত গবাক্ষ পার্শ্বে গেলেন। দূরে জনতার কোলাহল "—মার—মা—মার—মা—"সঙ্গে সঙ্গে শেল বিস্ফোরণের নাদ।

নিবাত পুনরায় সুরা পাত্র লইয়া গবাক্ষ পার্শ্বে গেলেন। কিন্নরী বক্র গ্রীবায় মৃদু হাসিয়া কহিল…"বিষের জ্বালা"

নিবাত। মর…বিদ্রোহী মর…বৈষ্ণব মর…(পান) প্রাণদণ্ড… কুল কলঙ্কিনীর শাস্তি…হ্যাঁ…প্রকাশ্য বধ্যভূমিতেই ঘৃতাচীর ছিন্ন শির (পান) প্রকাশ করবে দানব রাজ্যে কৃষ্ণ প্রীতির পরিণাম। (পান) তারপর?…আমিও যাচ্ছি…আমি যাবো…নর নারায়ণ মেধ যজ্ঞে…

দৃশ্যান্তর

দর্শক বহু দানব স্ত্রী পুরুষগণের প্রবেশ ও বিপরীত দিকে বেগে প্রস্থান…সকলেই:চিৎকার করিতেছে…

"কই রে ?"

"এলি !"

"এগিয়ে চল।"

"কেরে—কে—কারা ?"

"যুবরাজের মতোই তো দেখলাম।"

"ময়—ময়—ময় দানব"

"কি বিভ্রাট—এগিয়ে যানা"

"সর না"

"ওরে—এলি ?"

"কি ভীড় রে বাবা !"

"দেখার কি বল।"

"কথার কি দরকার ?"

"চল না—"

"এগো না—"

"ও বাবা—"

নেপথ্যে শেল নাদ···সকলের বেগে প্রস্থান।

দৃশ্যান্তর

গভীর অরণ্য পথ।

ঘটোৎকচ ও ভীমের অতর্কিত আক্রমণে প্রহরীগণ পলায়ন করিল। যানবাহক ভগ্ন যান লইয়া সরিয়া পড়িল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া ঘৃতাচীর হস্ত ধরিয়া নয়ন ডাকিল···"মা—মা।" নেপথ্যে বহু জনতার বেগে প্রস্থানের পদশব্দ ও শেলনাদ···চিৎকার···"মার—মা—মার—মা।" ভীম ও ঘটোৎকচের প্রস্থান।

ঘৃতাচী। এ সব কি নয়ন?

ময়। কথা থাক মহারাণী···বাঁচিতো···

ঘৃতাচী। কি ব্যাপার, কিছুই বুঝতে পারছিনা যে···

ময়। সব বুঝতে পারা যায় না বলেই কৃষ্ণকেও বুঝা যায় না মহারাণী।

রক্তাক্ত দেহে ভীম ও ঘটোৎকচের পুনঃপ্রবেশ

ভীম। এসো মা···বিলম্ব করলে আরও অনেক বধ করতে হবে। মহারাণী, দ্বারকাপতি কৃষ্ণের নির্দ্দেশে আমরা এসেছি তোমাকে উদ্ধার করে দেবী দ্রৌপদীর কাছে নিয়ে যেতে। এসে তোমার যোগ্য পুত্র নয়নকে পেলাম···আমাদের বন্ধু ময়কে পেলাম···সহজেই কার্য্যোদ্ধার হ'ল। বিলম্ব নয়। এসো মা।

কপিধ্বজ প্রস্তুত। কোন চিন্তা নাই...আমি ভীম...তোমার সন্তান। ঘটোৎকচ, সাবধান পেছনে...

সর্ব্বাগ্রে ভীম, মধ্যে ঘৃতাচীকে বাহুবেষ্টনাবদ্ধা করিয়া নয়ন এবং পশ্চাতে ঘটোৎকচ চতুর্দ্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্থান।

ময়। বায়সের কা কা—শকুনী—কোয়াৎ !!

রক্তাক্তদেহ আহত উগ্রনাদের প্রবেশ।

উগ্রনাদ। হেঃ...হত্যা থাক...নিয়ে যাক...ওর বিষাক্ত শ্বাসে দানবপুরী পুড়ে যাবে...দূর হয়ে যাক।

ময়। যাক...বেঁচে থাক...

উগ্রনাদ। হেঃ...বাঁচলোই তো...

ময়। মৃত্যু না এলে মরে না...মরার সময় কেউ বাঁচে না...

উগ্রনাদ। হেঃ...

ময়। মরা...না মরা দুটোরই নায়ক...

উগ্রনাদ। কে—কে—ময় ?

ময়। ওই জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ বিগ্রহের অবিনশ্বর প্রাণ...

উগ্রনাদ। হেঃ...এঃ...এঃ...এঃ

উগ্রনাদ পড়িতেছিল। ময় ধরিয়া ফেলিল। ময়ের স্কন্ধে নির্ভর করিয়া উগ্রনাদের প্রস্থান।

দৃশ্যান্তর

নিবাতের পূর্ব্বদৃষ্ট প্রাসাদ কক্ষ। আসনে উপবিষ্ট পানরত নিবাত আসন নিম্নে ভূলুণ্ঠিতা কিন্নরীর বক্ষে পা চাপিয়া টলিতেছেন। নিবাতের বাম হস্তে পান পাত্র, দক্ষিণ হস্তে বর্শা।

নিবাত। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ···তোর বুকেও কি কৃষ্ণমূর্ত্তি?

কিন্নরী। আমার বুকে···খালি বুক।

নিবাত। তবে নাচ।

কিন্নরী। ছাড়ুন—

নিবাত। (সবলে পায়ে চাপিয়া) নাচ—ভূ-শয্যায় শুয়ে গা'—গা'—

সহসা কিন্নরীকে বর্শা বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন

কিন্নরী। (সভয়ে) ও কি !!!

নিবাত। দানব বরশা···

নেপথ্যে—"মহারাজ"···

নিবাত কিন্নরীকে ছাড়িয়া টলিতে টলিতে সম্মুখে আসিলেন। কিন্নরী উঠিয়া সভয়ে পলায়ন করিল। নিবাত হস্ত সঙ্কেতে আগন্তুককে ডাকিলেন। মুক্ত খড়্গ হস্তে রক্তাক্তদেহ মাতাল ঘাতকের প্রবেশ।

ঘাতক। মহারাজ—

নিবাত। শেষ !!!

ঘাতক। পারি নাই—(খড়্গ নিবাতের পদতলে রাখিল)

নিবাত। বন্দিনী?

ঘাতক। যুবরাজ....

নিবাত। যুবরাজ—(ক্ষিপ্তভাবে ঘাতকের কেশাকর্ষণ করিয়া) ধরেছিস···বধ করেছিস !!!

ঘাতক। পারি নাই—

নিবাত। (সবলে ঘাতককে ছাড়িয়া দিয়া) কোথায় বন্দিনী ···নয়ন ?

ঘাতক। পারি নাই···

মাতাল ঘাতক পড়িতে পড়িতে বাহিরে যাইয়া পড়িল। ময়ের স্কন্ধে নির্ভর করিয়া উগ্রনাদের প্রবেশ।

উগ্রনাদ। নিয়ে গেল ভীম সেন···ভিখারী পাণ্ডব···এঃ···

নিবাত। কি···কি···

উগ্রনাদ। দানব রক্ষীরা আক্রমণ করেছিল···বিদ্রোহী সন্তানের দল ক্ষেপে এলো···তারা মরে পাহাড় হয়ে পথ রুখে থাকলো···দানব সম্রাটের বন্দিনী···দানব প্রজার মহারাণী···মুক্ত করে নিয়ে গেল—নর···হেঃ···এঃ···এঃ···এ···

ময়ের বাহুর উপর উগ্রনাদ প্রাণত্যাগ করিল। ধীর হস্তে ময় মৃত উগ্রনাদের দেহ নামাইয়া রাখিল।
নিবাত ক্রোধে ক্ষোভে উত্তেজনায় চিৎকার করিতে চাহিয়াও পারিতে ছিলেন না। বর্শা তুলিয়া ধরিতে শিথিল হস্ত হইতে বর্শা পড়িয়া গেল।

নিবাত। (শুষ্ককণ্ঠে) উগ্রনাদ (রুষ্টকণ্ঠে) উগ্রনাদ (ক্ষিপ্তকণ্ঠে) উগ্রনাদ ··

নিবাত ক্ষিপ্তের ন্যায় উগ্রনাদের মৃতদেহ তুলিয়া সবলে নাড়িয়া

নিক্ষেপ করিলেন···উন্মাদের ন্যায় একাধিকবার মৃত উগ্রনাদও ময়ের দিকে তাকাইয়া কহিলেন···

নির্ব্বাক শব !
ওঃ···ওঃ···কি দুঃসহ ক্লেদ !
কি দুরপনেয় অপবাদ !!!
পত্নী···পুত্র···দানব মর্য্যাদা···
অন্ধকার···অন্ধকার···প্রাবৃটের অন্ধকার,
আয় ··আয়···নেমে আয়···নেমে আয়,
ঢেকে দেরে এই লজ্জা···
ঢেকে দেরে এই পরাজয় !
ওঃ ওঃ ওঃ....
ঘৃতাচী···নয়ন···কৃষ্ণ....ভিখারী পাণ্ডব···

ময়। দানব সম্রাট,

নিবাত ক্ষিপ্তভাবে কটীবদ্ধ ছোরা খুলিয়া লইলেন। মুক্ত গবাক্ষ পথে দৃষ্ট হইল বাহিরে গাঢ় অন্ধকারে এক বিরাট জ্যোতির্ম্ময় চক্র বৃত্তাকারে অশ্রান্ত গতিতে ঘুরিতেছে। ময় সেইদিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিল···

"দুর্ব্বার নিয়তি চক্র"···

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাম্যকারণ্যে পর্ব্বতশ্রেণী। কাল দ্বিপ্রহরান্ত। স্ত্রী পুরুষ মজুরগণ পর্ব্বতগাত্রে গহ্বর খনন করিয়া মৃত্তিকা অপসারণ করিতেছিল। বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা কার্য্য পরিদর্শন করিতেছিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা। গড়িলাম ভূনিহিত ঘর।
কিন্তু কত কাল নর
আত্মরক্ষা করিবে কেবল ভূগর্ভে গোপনে?
দুর্দ্ধর্ষ নিবাত,
ব্যোমযান নালীকের বলে,
আচম্বিতে করিবে বর্ষণ সর্ব্বনাশী শেল।
ব্রহ্মা চা'ন পাণ্ডবের নিরাপত্তা,
কৃষ্ণ চা'ন নিবাত বিজয়।
বিনা যুদ্ধে একি সম্ভব?

কৃষ্ণের প্রবেশ। উভয়ে উভয়কে প্রণাম করিলেন।

কৃষ্ণ। বিশ্বকর্ম্মা,...

বিশ্বকর্ম্মা। বিশ্বপিতা!

কৃষ্ণ। তুমি দিব্যজ্ঞানী।
ব্যোমযানে, নিবাতের আক্রমণ...
ব্যাহত করিতে দাও সক্ষম সায়ক।

বিশ্বকর্ম্মা। হেন শক্তিমান অপূর্ব্ব সায়ক···

কৃষ্ণ। গড়িয়াছ অতীতে তুমিই।
বিশ্বহিতে গড়িয়াছ
নালীক, গোলক, বজ্র, শক্তিশেল,
দুর্ব্বার শতঘ্নী,···
কর শিল্পী স্মৃতি আলোড়ন।
খোল বেদ, খোল শুক্রনীতি···
তুমি গড়িয়াছ ব্যোমযান,···
তুমিই গড়িয়া দাও ব্যোমভেদী বৃহন্নালীক।

বিশ্বকর্ম্মা। বৃহন্নালীক···

কৃষ্ণ সহাস্যে সমর্থক ভাব প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা। বেদ···শুক্রনীতি···(পরিক্রমণ) ·
"নালীকং দ্বিবিধং প্রোক্তং বৃহৎ ক্ষুদ্র বিভেদতঃ
তির্য্যগূর্দ্ধং, ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চ বিতস্তিকম॥
মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদি তিল বিন্দু যুতং সদা।
সুকাষ্ঠোপাঙ্গবুধ্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুলিবিলান্তরম॥

···এতো সামান্য নালীক। নালীক নিক্ষিপ্ত শেল মহাব্যোমে পৌঁছিবেনা।···

গভীর চিন্তা নিমগ্ন ভাবে উপবেশন। মজুর স্ত্রী পুরুষগণ কার্য্য শেষ করিয়া গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল।

গীত

পাহাড় খুঁড়ে করবো রে ঘর, মাটির ভিতর,
হোস্‌নে কাতর, কিসের ভয় ?
অশেষ পাহাড় শিল পাথরে দেশটা গড়া,
মোদের মারা সহজ নয়।
আসে তো আসুক দানা, লাখে লাখ ;
আকাশে উড়ুক ডানা, ঝাকে ঝাক ;
বাঁধন হারা অনল ধারা ঢালুক তারা,
বাঁচবো মোরা…সুনিশ্চয় ॥

বিশ্বকর্ম্মা। (উঠিয়া সোল্লাসে) পেয়েছি সন্ধান…
শুক্রনীতি সবিস্তারে বর্ণিয়াছে গঠন প্রয়োগ…
"যথা যথাতু ত্বকসারং যথাস্থুল বিলান্তরম।
যথা দীর্ঘং বৃহদ্গোলং দূরভেদী তথা তথা ॥
বৃহন্নালীক সংজ্ঞস্তৎ কাষ্ঠবুধ্ন বিবর্জ্জিতম।
প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুতং বিজয়প্রদং ॥
…বৃহন্নালীক…স্থূল দীর্ঘ গোল দূরভেদী অব্যর্থ বিজয়ী…
"তথৈবাশনয়শ্চৈব চক্রযুক্তা স্থূলাগুড়াঃ
বায়ুস্ফোটাঃ সনির্ঘাতা মহামেঘস্বনাস্তথা ॥"
…লৌহে গড়া…শৈলগর্ভ…শকটবাহন ‥
অনায়াসে করিবে ব্যাহত বিমানাক্রমণ…

বিশ্বকর্ম্মার প্রস্থান…সাধারণ বেশে ঘৃতাচী ও নয়নের প্রবেশ।

নয়ন। এখানে এসে তোমার আরাধ্য দেবতার জীবন্ত স্বরূপ

দর্শন করেছো, অপূর্ব্ব মহামানব পাণ্ডবাগ্রজ ধর্ম্মরাজকে দেখেছো, রমণীশ্রেষ্ঠ দেবী দ্রৌপদীর একান্ত স্নেহ লাভ করেছো···তবুও তুমি বিষণ্ণ কেন মা ?

ঘৃতাচী। তোমার দুঃখ হয় না নয়ন ? এঁদের স্নেহ সমাদর শ্রদ্ধা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় না দানব সম্রাট এঁদেরই কি নগণ্য মনে করেন।

নয়ন। পিতার ঈর্ষা···

ঘৃতাচী। নরনারী শ্রমিকদের অশ্রান্ত অধ্যবসায়, নিঃস্ব পাণ্ডবের হিতাকাঙ্খায় প্রাণ ঢালা উদ্যম, বিপন্ন পাণ্ডবগণের নিরাপত্তার জন্য বিশ্বশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার আগ্রহ, বিশ্বপিতা কেশবের উৎকণ্ঠা প্রত্যক্ষ করে লজ্জায় মাথা নুইয়ে পড়েনা ? নিরাপত্তার এই আয়োজন যে আমাদেরই জন্য। দানব সম্রাট সংবাদ পাঠিয়েছেন···

নয়ন। জানি মা। দূতের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমি উপস্থিত ছিলাম যখন ধর্ম্মরাজ উত্তর দিলেন, কোন কারণেই তিনি বিপন্ন আশ্রিতকে প্রত্যর্পণ করবেন না। বললেন, দানব সম্রাট যে কোন মুহূর্ত্তে আক্রমণ করতে পারেন, পাণ্ডব প্রস্তুত থাকবে।

ঘৃতাচী। অর্থ সম্পদ সৈন্য দুর্গ খাদ্য কিছু নাই। বনবাসে পর্ণ কুটিরবাসী পাণ্ডব···প্রতিপক্ষ বাসববিজয়ী দানবসম্রাট।

নয়ন। সত্য মা, লজ্জা হয়। তখন এতটা ভাববার অবসরই পেলাম না। সেদিন বধ্যভূমিতে ময় যখন এসে বললো, কৃষ্ণ ভীমকে পাঠিয়েছেন তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে, ··মনে পড়লো

কারাকক্ষে তোমার আশীর্ব্বাদ···এই অক্ষয় কবচ (কৃষ্ণ বিগ্রহ বাহির করিয়া) ধারণ করার পর আমিই আদেশ করেছিলাম এই বিগ্রহকে···অভিভূত হয়ে গেলাম।

ঘৃতাচী। এসে অন্যায় করেছি বাবা।

নয়ন। অনুমতি দাও মা, আসন্ন দানবাক্রমণে পাণ্ডবের পক্ষে আমার অনুগত দানব সেনানীসহ যুদ্ধ করি···

ঘৃতাচী। তুমি···তোমারই পিতার বিরুদ্ধে···

নয়ন। আমারই ভুলের দণ্ড স্বরূপ,···বিশ্বপিতার নাম স্মরণ করে প্রয়োজন হয় এই যুদ্ধে প্রাণ দিব।

ঘৃতাচী। নয়ন,···

নয়ন। আমি জানি মা এই যুদ্ধে এঁদের তুলনায় আমার বা আমার কয়েক সহস্র দানব সৈন্যের বেশী মূল্য নাই। তথাপি···

ঘৃতাচী। নয়ন, আমার পুত্র, দানব গৌরব ··

ঘৃতাচী নয়নের শির বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার দুই চক্ষে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। কথোপকথন রত ভীম ও কৃষ্ণের প্রবেশ। নয়ন সংযত হইয়া দাঁড়াইল···ঘৃতাচী সঙ্কোচে স্থানত্যাগ করিলেন।

কৃষ্ণ। গুপ্তচর মুখে সংবাদ পেলাম ব্যোমযানে নিবাত একাই আসবে কাম্যকবনে পাণ্ডব বিনাশ করতে।

ভীম। একা আসে আমিও একাই যুদ্ধ করবো।

নয়ন। (সম্মুখে আসিয়া) বীর শ্রেষ্ঠ ভীমসেন!

ভীম। (সস্নেহে) নয়ন!

নয়ন। অনুমতি দিন পিতার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করবো।

ভীম। সাবাস (নয়নকে বক্ষে চাপিয়া পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া)

সাবাস···সাবাস···বাসব বিজয়ীর যোগ্য পুত্র! অত্যুত্তম। কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই যুদ্ধে আমি সেনাপতি···সুতরাং প্রথম আমিই যুদ্ধ করবো···আমার মৃত্যুর পর···তুমি। তার পূর্ব্বে, এই যুদ্ধে কেউ অস্ত্রধারণ করবে না। কেশব, তুমিও না।

কৃষ্ণ। সেনাপতির আদেশ শিরোধার্য্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অপ্সরা কানন। কাল পূর্ণিমা রাত্রি। অন্যতমা অপ্সরা চিত্রলেখা ও শৃঙ্গার বেশে উর্ব্বশীর প্রবেশ।

চিত্রলেখা। আবার বলছি উর্ব্বশী, এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

উর্ব্বশী। অপ্সরার জীবনে কি সাধ সঙ্কল্প থাকতে নাই চিত্রলেখা? দেবতার নির্দ্দেশে কামোন্মাদনার অভিনয়ে শত সহস্র তাপসের যোগ ভঙ্গ করেছি, শত সহস্র তাপস পরীক্ষায় অবিচলিত চিত্তে অটল সংযম রক্ষা করেছি, কখনও ভুলেও মমতা জাগে নাই। কামনা উদ্বেল হয় নাই।

চিত্রলেখা। নিষ্কাম চিত্তে কামজয়ী তাপসের নির্ব্বিকল্প সমাধির পরীক্ষা করাইতো অপ্সরার সাধনা। আমাদের আবার কাম কি, কামনা কি?

উর্ব্বশী। চিত্রলেখা!

চিত্রলেখা। আত্মবিজয়ের প্রদীপ হস্তে আমরাই করবো আত্মনিবেদন...না উর্ব্বশী, অপ্সরা জীবনের উদ্দেশ্যইতো তা'হলে ব্যর্থ হয়।

উর্ব্বশী। জানি···প্রাণ মানছে না।

চিত্রলেখা। ব্যর্থ হ'বে অপ্সরার আপন স্বধর্ম্ম···

উর্ব্বশী। ব্যর্থ কেন হবে? সেও তো রমণী।
প্রাণহীনা জড় পিণ্ড নয়।
সুখ সাধ আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত চলন্ত বিগ্রহ নয়।
বিশ্বময় রূপে রসে জাগাবে সে ভোগের কামনা
রহিয়া নিষ্কাম···চিরকাল?
আপনারে কোন দিন করিবে না ভোগ?
সর্ব্বাঙ্গে সজ্জিত লুব্ধ কামনা বিগ্রহ
কোন দিন উন্মাদনা আনিবে না আপন অন্তরে?

চিত্রলেখা। জীবনে যাহারা
উর্ব্বশীর কামনৃত্যে হ'ল ব্রতহারা
তাহাদেরি অভিশাপে
পথচ্যুতা হ'ল কি উর্ব্বশী?

উর্ব্বশী। অভিশাপে !!!
দেহ দেবালয়ে জীবনের পূজা···
সর্ব্ব অঙ্গে নাচে সুখ শিহরণ,
যৌবনের পিক সারী গাহিছে বোধন;
এ আনন্দ যাঁর অভিশাপে···
শতবার তাঁরে নমস্কার।

চিত্রলেখা। তবু শেষবার কহি···
অবাধ্য এ কামনা সখী কর পরিহার।
তোমারে সাজে না অনাহুত আত্ম নিবেদন।

উর্ব্বশী। নিবেদন দেবতা কি চায় ?
দিতে হয় স্ব ইচ্ছায়···অনাহুত।
পূজারিণী পূজা করে আপন কল্যাণে।
চিরকাল জীবনেরে অবজ্ঞা করিব ?
মনে পড়িবে না,
আমি নারী, অপ্সরাই শুধু নই !
চিরকাল লক্ষ্যহারা গন্ধ মৃগ সম
ভ্রমিয়াছি যে সুগন্ধ করি বিতরণ
সংগোপনে···
আজি তার পূর্ণ প্রস্ফুরণ
অন্তরে বাহিরে।
সমাগত সম্ভোগ সুযোগ।
চিত্রলেখা···আমি নারী, ধনঞ্জয় নর।

উর্ব্বশী পুলকানন্দে গাহিতে লাগিল। চিত্রলেখার প্রস্থান।

গীত

মধুর মিলন লগনে।
নির্ম্মল চাঁদ নীরব গগনে।
মন্দিরে আজি উৎসব রাতি, খোলা দ্বার,
মঙ্গল ঘট দুয়ারে দু'ধারে, দোলে আম্রমুকুল হার।
পঞ্চম সুরে বাজিছে সানাই প্রাঙ্গণে॥
পঞ্চ শিখায় পঞ্চ প্রদীপে দেবারতি,
ভোগের থালায় পঞ্চ কামনা দেহ যৌবন সঙ্গতি।
অগুরু-গন্ধ ধুপ ধূম নাচে কীর্ত্তনে॥ প্রস্থান

দৃশ্যান্তর

হিমালয়ে ইন্দ্রকীল পর্ব্বত শৃঙ্গে অর্জ্জুনের যোগাসন। পুষ্পিতা বৃক্ষশাখা নিম্নে নির্ব্বিকল্প সমাধি মগ্ন অর্জ্জুন। বৃক্ষ শাখাচ্যুত পুষ্প ও পুষ্পরেণু অর্জ্জুনের চতুর্দ্দিকে পড়িয়া স্তূপাকার ধারণ করিয়াছে। কাল পূর্ণিমা রাত্রি।

অর্জ্জুন। (ধ্যান মগ্ন ভাবে) হে শাশ্বত পরমেশ, বেদ বেদান্ত শ্রুতি সাংখ্য ভাগবত, তুমিই সব। তুমি ধ্যান, তুমি ধ্যেয়। তুমিই সর্ব্বার্থ সাধনা, তুমিই সিদ্ধি!...

বন্দে মুকুন্দ প্রিয়ং, বন্দে শিবং শঙ্করম...ওঁ শিবং...শিবং...শিবোহম ...সোহম্...

নীরব নৃত্যছন্দে শৃঙ্গার বেশে উর্ব্বশীর প্রবেশ ও ধ্যানমগ্ন অর্জ্জুনের যোগাসন প্রদক্ষিণ করিয়া অলৌকিক নৃত্যাবেগে আত্মনিবেদনা-কাঙ্খা জ্ঞাপন। ওঁকার নাদের সহিত অর্জ্জুনের সর্ব্বাঙ্গ এক একবার শিহরিয়া উঠিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অর্জ্জুনের ধ্যানভঙ্গ হইল। উর্ব্বশী প্রেমাবেগে বাহু প্রসারিত করিল...

উর্ব্বশী। ধনঞ্জয়!

অর্জ্জুন। কে...কে...কার কণ্ঠস্বর?

উর্ব্বশী। আমি...প্রিয়তম...আমি।

অর্জ্জুন। এ কে? কিরাতিনী? একি উচ্ছৃঙ্খল বেশ?
কতবার ভাবিয়াছি তুমি কিরাতিনী নও!!

উর্ব্বশী। আমি উর্ব্বশী...ধনঞ্জয়...আমি উর্ব্বশী।

উর্ব্বশী আবেগ কম্পিত বাহু প্রসারিত করিয়া প্রেম জ্ঞাপন করিল

অর্জ্জুন। জীবন মন্দিরে যেথা জাগেন দেবতা,
তুমি সেথা অন্তরের রূপ, পুলকের বাণী।

উর্ব্বশী। আমি…
তুমি জানো…আমি অতৃপ্ত কামনা…
অটুট যৌবনা…

অর্জ্জুন। জানি…
তুমিও তো জানো কিরাতিনী
আমি এক সর্ব্বস্বান্ত নর,
আর্ত্ত দীন, দুষ্কর মৃত্যু উপাসক।

উর্ব্বশী। আমিও ব্যথার্ত্ত প্রাণে আসিয়াছি…
দীর্ঘকাল করিয়াছি সংযম পালন,
হৃদয় মানেনা আর।
তোমারে স্মরিয়া ফুটিয়াছে বিকচ কুসুম ;
সর্ব্বদেহে জাগিয়াছে অসংযমী ক্ষুধার্ত্ত যৌবন।
হে সুন্দর…প্রিয়…প্রিয়তম…জীবন দেবতা!

অর্জ্জুন। অবসন্ন দেহ মন,
ব্যর্থতার কালিমা কুৎসিত!
জাগো তুমি রসঘন হে আনন্দময়,
জীর্ণ শুষ্ক অঙ্গে মোর জ্বালিয়া অনল,
তুলে ধর অন্ধকারে পথের প্রদীপ।

উর্ব্বশী। প্রেমালোকে আমিই করিব দূর
ব্যর্থতার অমানিশা…

অফুরন্ত রূপ রস অনন্ত যৌবন দিব,
আত্ম নিবেদনে।
এসো···দূর কর অসহ দূরত্ব প্রিয়,
ভাঙ্গো ব্যবধান···

অর্জ্জুন। হে শঙ্কর, অনাদি মহান,
সর্ব্ব জীবে তুমি শিব, তুমিই বিরাজমান।

সহসা যোগাসন ছাড়িয়া উঠিয়া পুষ্পিতা বৃক্ষশাখা হইতে কৃতাঞ্জলি-পূর্ণ পুষ্প লইয়া···

কঠিন সাধন পথে,
অগণিত সাধকের অতৃপ্ত সম্ভোগ স্পৃহা,
অনন্ত আক্ষেপ দাহী রুদ্রানলে গড়া তুমি
তাপসের অপূর্ব্ব তপতী,
লহ নতি, লহ পুষ্পাঞ্জলী!

উর্ব্বশীর চরণে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান। উর্ব্বশী নৈরাশ্যে ও ব্যথায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া বেত্রাহতার ন্যায় সরিয়া গেল।

উর্ব্বশী। পার্থ, প্রিয়তম!
পুষ্পাঞ্জলী নিতে চাহি নাই···
দিতে চাই···দিতে চাই···আমার সর্ব্বস্ব।
নহ শিশু···নহ তুমি অবোধ কিশোর···
প্রত্যাখ্যান করিয়ো না।

অর্জ্জুন। সৃষ্টির সে কোন্ প্রভাতে,
অশান্ত উচ্ছ্বাসময়ী সাগর সৈকতে

উঠিলে উর্ব্বশী, তুমি অরুণ বরণা,
আনন্দের জীবন্ত প্রতিমা।
তোমার চরণাঘাতে তুমি সেই দিন,
ভাঙ্গিয়াছ মোহাছন্ন জীবনের ঘুম।
তুমি যে মা জীবের জননী!
যুগ পূর্ব্বে ছিলে তুমি পুরুর মহিষী
আমি পুরু বংশধর···তোমার সন্তান।
বাসবের প্রিয়া তুমি, হে স্বর্গ শোভনা,
আমি যে মা ইন্দ্রের তনয়।

উর্ব্বশী। এ নহে ধরণী···
গণ্ডীবদ্ধ নহে স্বর্গ, নন্দন কানন।
ভুলে যাও তুমি পুরু বংশধর,
ভুলে যাও উর্ব্বশীর ভূত ভবিষ্যত···
তুমি নর, আমি নারী উন্মুখ কামনা···
হয়োনা নিষ্ঠুর···

অর্জ্জুনের পদতলে পতন

অর্জ্জুন। (সসম্ভ্রমে উর্ব্বশীকে উঠাইয়া) উন্মাদিনী,···
দীর্ঘকাল ছদ্মবেশে মৌন স্নেহে
সন্তানেরে নিরাপদে রাখি,'
আজি কি মা ব্রতশেষে করিবে ছলনা ?

উর্ব্বশী। ওরে নির্জ্জীব, ওরে ক্লীব···

উর্ব্বশী গর্জ্জিয়া উঠিল। কিন্তু অর্জ্জুনের প্রশান্ত সহাস্যমুখ দেখিয়া

পরক্ষণেই ভগ্ন হৃদয়ে ক্রন্দনাবেগ চাপিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।
অর্জ্জুন কিয়ৎক্ষণ উদাস নয়নে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন···

অর্জ্জুন। হে সর্ব্বজ্ঞ মহাকাল!
তুমি জানো···তুমি ক্ষমা কোরো।
বাণেশ্বরান্ধকরিপো হর লোকনাথ,
সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥

তৃতীয় দৃশ্য

কাম্যকবন প্রান্ত। কাল প্রাহ্ণ। ব্রাহ্মণদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম। তাক লাগে?

২য়। লাগে।

১ম। লাগে?

২য়। লাগেনা? সোঁ করে এসে আকাশ থেকে শেল নিক্ষেপ···আর সব সর্ব্বনাশ! একি যুদ্ধ? থঃ···

১ম। নূতন কি? রাম রাবণের যুদ্ধে মেঘের আড়াল থেকে মেঘনাদ···শুনেছিস তো? কি?

২য়। শুনেছি।

১ম। এও তাই। নূতন কিছুই নয়। সেই রামায়ণী যুগ থেকেই ব্যোমযানও ছিল এবং···

২য়। আরও এবং···

১ম। ব্যোমযান থেকে শেল নিক্ষেপ করতে নালীকও ছিল।

২য়। বলছো···কিন্তু সব খানেই ওরা বলছে শর, শরাসন। পুণ্ডরীকাক্ষ থেকে ধূম্রলোচন পর্য্যন্ত সব যোদ্ধাই মারতো শর।

১ম। মারতোই তো···শর···অর্থ যুদ্ধাস্ত্র, শুধু মাথায় তিন কোণাকার ফলক আটা তীর নয়।

২য়। শরাসন···?

১ম। সেই বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধাস্ত্রের আসন অর্থাৎ

২য়। আশ্রয়···

১ম। তবে?

২য়। তবেই এক একজনের হাতে এমন ব্যাপকভাবে বিনাশ ধ্বংস ব্যাপার গুলো বুঝে স্বীকার করা সহজ হয়।

১ম। এবং···

২য়। আবার এবং?

১ম। ওই যে উর্দ্ধে ব্যোমযান, তাকেই লক্ষ্য করে দূরভেদা বৃহন্নালীক চালু ছিল···

২য়। চাকার উপর গোটা তাল গাছটা···

১ম। তাল গাছটা···গোল্লা ঢুকাও, পলতে জ্বালাও···ব্যস্

২য়। ফ স্ স্ স্ স্···গ্রূম্!!

নেপথ্যে সাঙ্কেতিক বংশীধ্বনি।

১ম। বাজেরে···

২য়। বাজে ভূগর্ভে পালা'বার সাঙ্কেতিক বাঁশী। আবার এলো ব্যোমযানে···নিবাত কবচ···

১ম। শীগগীর চলে আয়।

ভীত ব্রাহ্মণদ্বয়ের প্রস্থান। নেপথ্যে চলন্ত ব্যোমযানের শব্দ এবং কোলাহল…

"এলোরে এলো এলো"

নেপথ্যে বহু দূর হইতে নিবাত কহিলেন,…

"কোথায় তস্কর ভীম ?
কোথা নর…কোথা নারায়ণ ?"

চক্রসংযুক্ত যানে বৃহন্নালীক ঠেলিয়া ঘটোৎকচ ও তৎপশ্চাত ভীমের বেগে প্রবেশ।

ভীম। এগিয়ে চল…আরও…

বৃহন্নালীক ঠেলিয়া লইয়া ঘটোৎকচ ও ভীমের প্রস্থান। নেপথ্যে দূরাগত কণ্ঠে নিবাত…

"কোথা বৃকোদর…"

নিকটে শেল বিস্ফোরণের প্রচণ্ড নাদ। আহত জনতার কোলাহল। উর্দ্ধে ও চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে নয়নের প্রবেশ ও একটি বৃক্ষান্তরালে অবস্থান। নেপথ্যে ঘৃতাচী…"নয়ন, নয়ন !"…বেগে কৃষ্ণের প্রবেশ…

কৃষ্ণ। হানো ভীম…হানো শেল…আবার…আবার।"

বেগে প্রস্থান

নেপথ্যে মুহুর্মুহুঃ শেলনাদ। দূরাগত কণ্ঠে নিবাত…

"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ…
ওরে নির্ব্বোধ নর,
আমি নিবাত কবচ ! বাসব বিজয়ী।"

সশঙ্কা ঘৃতাচীর প্রবেশ।

ঘৃতাচী। নয়ন···নয়ন···কোথায় উন্মাদ···

নয়ন। এই যে মা।
তুমি কেন রণক্ষেত্রে এলে ?

ঘৃতাচী ছুটিয়া নয়নের নিকটে গেলেন···

ঘৃতাচী। চলে আয়···

নয়ন। দেখ, ওই দূরে উর্দ্ধে ব্যোমযানে পিতা।
নিম্নে ভূতলে ভীম, কি নির্ভীক।
চলিয়াছে দ্বৈত রণ।
চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্নাঙ্গ নর আর্ত্ত বেদনায়।
হের ওই ক্ষিপ্রগতি, স্মিতানন প্রশান্ত কেশব,
সঙ্গে নিঃশঙ্কা সেবিকা দল···
বিপন্ন সেবায়···অশ্রান্ত নির্ভয়।
কেশবের মুখে কি কঠোর নেতৃত্ব,
চোখে কি অব্যক্ত বেদনা।

ঘৃতাচী শ্রদ্ধায় যুক্তকরে প্রণাম করিলেন। অদূরে বিকট শেলনাদ ও কোলাহল···নেপথ্যে ভীম সোল্লাসে···"এইবার"

নয়ন। ও কি !!!

ঘৃতাচী। ও কি !!! ওই···

নয়ন। অব্যর্থ সন্ধানী ভীম শেল বিদ্ধ করিয়াছে···
দেখি···দেখি···অপেক্ষা কর মা।

বেগে প্রস্থান।

ঘৃতাচী। যেয়োনা নয়ন। দাঁড়াও…দাঁড়াও…

নয়নের পশ্চাদানুগমন।

কৃষ্ণ ও তৎপশ্চাত স্মৃতি ও সঙ্গিনী সেবিকাদলের প্রবেশ ও বিপরীত দিকে বেগে প্রস্থান। কালিমাবৃত ভীম ও তৎপশ্চাত ঘটোৎকচের প্রবেশ।

ভীম। বিদ্ধ ব্যোমযান ··

ঘটোৎকচ। ওই যে পড়ছে…ওই…(প্রস্থানোদ্যত)

ভীম। (বাধা দিয়া) থাক, শত্রু আহত, আমরা ক্ষত্রিয়। ধর্ম্মরাজকে জ্ঞাপন কর যুদ্ধের ফলাফল…

ভীমের প্রস্থান। ঘটোৎকচ বিপরীত দিকে প্রস্থান করিল। ব্রাহ্মণ-দ্বয়ের প্রবেশ।

১ম। তুম্ তুম্ তুম্…ফ স্ স্ স্ স্…গ্ ম্।

২য়। (দুই বাহু প্রসারিত করিয়া এক পদে ঘুর পাক দিয়া) ফু র্ র্ র্ র্…ধপ্।

১ম। বাঁচা গেল।

২য়। রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

১ম। মারে কৃষ্ণ রাখে কে?

২য়। খুব হৈ হল্লা করে এসে শিঙ্গা ফুঁকে শেষে…ফু র্ র্ র্ র্ …ধপ্।

১ম। ধপাস্ ধপাস্ ধপ্।

উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে হাত দিয়া প্রস্থান

দৃশ্যান্তর

ঘন গভীর অরণ্য। পার্ব্বত্য উপত্যকা। কৃষ্ণ ও স্মৃতির প্রবেশ।

কৃষ্ণ। অনেক দূরে পড়েছে মনে হয়। তবুও ছাখ আবার খুঁজে…আমিও দেখছি…

উভয়ের প্রস্থান…অপর দিক হইতে নয়ন ও ঘৃতাচীর প্রবেশ।

নয়ন। খুঁজে পাচ্ছিনাতো মা। গভীর অরণ্য, দৃষ্টি চলে না।

ঘৃতাচী। পড়ে তিনি নিশ্চয়ই আহত হয়েছেন…

নয়ন। বৃহন্নালীকের শেলাঘাতে…

ঘৃতাচী। (শিহরিয়া) নয়ন…

নয়ন। অধীর হয়োনা মা। ব্রহ্মার বরে পিতা অবধ্য…

ঘৃতাচী। অবধ্য দেবতার…

নয়ন। ভীম…কৃষ্ণ…এরাও দেবতা।

স্মৃতি ও তাহার সঙ্গিনী সেবিকাদলের প্রবেশ। স্মৃতিকে দেখিয়াই ঘৃতাচী উদ্বেল চিত্তে উহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

ঘৃতাচী। স্মৃতি…মা…মা…

ফলিয়াছে বুঝি অলঙ্ঘ্য নিয়তি…

স্মৃতি। এসব কি বলছো মহারাণী?

(সঙ্গিনীগণকে) অগ্রসর হও।

(সঙ্গিনীগণের প্রস্থান)

তোমরা এখানে কেন? নয়ন, আশ্রম ত্যাগ করে, মাকে নিয়ে এই গভীর পর্ব্বতারণ্যে…নিরাপদ নয়। কৃষ্ণের বারণ ছিল।

নয়ন। পিতার ব্যোমযান শেলবিদ্ধ দেখে…পিতারই সন্ধানে আমরা এখানে এসে পড়েছি। খুঁজে পাচ্ছিনা।

ঘৃতাচী। খুঁজে পেতেই হবে। নিশ্চয়ই তিনি আহত।

স্মৃতি। বহু অনুসন্ধান করেও আমরা তাঁর কোনই সন্ধান পেলাম না। কৃষ্ণ বলছেন, মহারাজ নিবাত অক্ষত দেহেই ফিরে যাচ্ছেন…এবারকার মত।

নয়ন। আমরাও ফিরে যাই চল মা।

ঘৃতাচী। চল পুত্র।

স্মৃতি। শত্রুর দেশে আর নিরাপদ মনে হচ্ছে না ?

ঘৃতাচী। (কাতর কণ্ঠে) স্মৃতি !

স্মৃতি। (ঘৃতাচীকে জড়াইয়া) তবে যাচ্ছো ?

কৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। স্মৃতি, একি তোমরাও এখানে নয়ন !

ঘৃতাচী। কোথায় মহারাজ ?

কৃষ্ণ। চতুর্দ্দিকে প্রেরিত চরগণের মতে মহারাজ নিবাত কবচ স্বদেশাভিমুখেই ফিরে গেছেন। বহু দূরে তাঁর ভগ্ন ব্যোমযান পড়ে আছে। কেহ আহত হওয়ার কোনও নিদর্শন নাই।

ঘৃতাচী। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কৃষ্ণকে প্রণামান্তে) দয়াময়…

কৃষ্ণ। কোন চিন্তা নাই মা।

নয়ন। (কৃষ্ণের সম্মুখে নত-জানু হইয়া) কেশব !

কৃষ্ণ। (সস্নেহে নয়নকে উঠাইয়া) বল নয়ন।

নয়ন। অনুমতি দাও, দেশে ফিরে যাই।

কৃষ্ণ। কেন কি হ'ল? মহারাণী…

ঘৃতাচী। অন্তর্য্যামী দেবতা!…

নয়ন। নরদেহে তুমি অবতীর্ণ নারায়ণ জ্ঞানে, আমার পিতা তোমার পরম শত্রু…আমার মাতা তোমার পরম ভক্ত। মায়ের আদেশে, মায়ের আশীর্ব্বাদ (কৃষ্ণ বিগ্রহ বাহির করিয়া) তোমার এই পবিত্র বিগ্রহের পূর্ণ মর্য্যাদা প্রাণান্তেও রক্ষা করতে আমি প্রতিশ্রুত।

কৃষ্ণ। কোনটাই তো ক্ষুণ্ণ হয় নাই বৎস।

নয়ন। প্রতিশ্রুতি পালনে আমার আত্মশক্তির কোনই পরীক্ষাও হয় নাই। স্বদেশ ছেড়ে তোমার বিগ্রহ নিয়ে তোমারই আশ্রয়ে পালিয়ে এসে…

কৃষ্ণ। পলায়ন কর নাই। আমরাই তোমাদের এনেছি…

নয়ন। এসে আমরা তোমার বিশ্বব্যাপী শক্তির শ্রদ্ধা করি নাই। এসে আমরাই আমাদের আরাধ্য দেবতার প্রতি একান্ত আনুগত্য, নিঃশঙ্ক নির্ভরতার বিশ্বাস প্রকাশ করি নাই। প্রতিশ্রুতি মত এই বিগ্রহের মর্য্যাদা রক্ষায় একান্ত আগ্রহের কোনই পরিচয় দিই নাই। ক্ষমা কর, অনুমতি দাও।

ঘৃতাচী। অনুমতি দাও দেবতা!

কৃষ্ণ। তাই হ'বে। এসো, ধর্ম্মরাজ আর দেবী দ্রৌপদীকে বলা প্রয়োজন। তোমরা তাঁদেরই অতিথি।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

নিবাত প্রাসাদে নাট মন্দির। কাল রাত্রি। অগণিত দীপ ও পুষ্পমালায় প্রাসাদ সুসজ্জিত…স্থানে স্থানে দীর্ঘ ধূপাধারে ধূমায়মান ধূপ চন্দন। সুসজ্জিত…দানবগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উপবিষ্ট। কিন্নরীগণের নৃত্যগীত চলিতেছিল। মর্ম্মরাসনে ময় ও মন্ত্রী শঙ্খমুখ বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল।

গীত

তুফান তোল, নাচো গাও।
চোখ ঠারো, ঘাড় নাড়ো,
মাইরী ?…ছাড়ো, মাথা খাও।
রুণু ঝুনু ঝুনু…রুণু ঝুনু ঝুনু…পায়ে বোল্
উচ্ছ্বাস ভরা…বুকে দোল্…
পিউ পিয়া পিউ পিয়া,…
কুহরে পাপিয়া (মুখে চুম্বনের শব্দ করিয়া)
…আরও দাও॥

দৌবারিকগণ চাপাকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল…"মহারাজ !!!" সমবেত দানবগণ…"মহারাজ ?" বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল। কিন্নরীগণও প্রস্থান করিল। শঙ্খমুখও "মহারাজ" বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল। একমাত্র ময় ভাবমগ্ন ভাবে পূর্ব্বস্থানেই বসিয়া রহিল।

ময়। প্রতি বৎসর, পিতামহ ব্রহ্মার বরে দানবাধিপতি নিবাত কবচ দেবতার অবধ্য বর লাভের স্মরণীয় দিনের এই বার্ষিক উৎসব…দেবাসুরের দুর্ব্বার বিনাশ বৃত্তিকেই ক্ষিপ্ত করে।

মৃত্যুকেই কি মহান করে আঁকে। বেঁচে থেকে জীবনের সর্ব্বাঙ্গ স্ফুরণাগ্রহ ভয়ে সঙ্কুচিত বিবর্ণ হয়ে যায়। কি কুৎসিত !!

উদ্ধত নিবাত কবচ ও তৎপশ্চাত শঙ্খমুখের প্রবেশ। ময় উঠিয়া অভিবাদন করিল।

নিবাত। কিসের উৎসব ?

ময়। 'দেবতার অবধ্য বর' বার্ষিকী...

নিবাত। দানব বিদ্বেষী দেবতার সে এক অপূর্ব্ব ছলনা! বন্ধ কর। নিবাও প্রদীপ। ভবিষ্যতে...বৎসরের এই দিন, প্রবঞ্চনাম্লান শিরে শোকচিহ্ন করিব ধারণ।

এক একটি করিয়া প্রদীপ নিবিতে লাগিল

শঙ্খমুখ। প্রভু, ধরা পদানতা ?

নিবাত। রথচ্যুত, পরাজিত আমি।

শঙ্খমুখ। পরাজিত !!!

নিবাত। জীবনে প্রথম পরাজিত নিবাত কবচ।
দেবতারই চক্রান্ত নিশ্চয়।
দিয়া ব্যোমযান, বিশ্বকর্ম্মা নিজে,
যানভেদী নালীক গড়িয়া দিল পাণ্ডবেরে।
খল ব্রহ্মার...খল শিল্পী...

ময়। (ভাবমগ্ন ভাবে ঘাড় নাড়িয়া) খল নয় মহারাজ
শিল্পী...শিল্পী...গড়াই সাধনা তার।
শিশুর পুতুলও গড়ে, তার সমাধিও গড়ে
নির্ব্বিকার প্রাণের উল্লাসে...

নিবাত। (ময়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া) রাজ্য নাই,
রক্ষী নাই, বনবাসী ভিখারী পাণ্ডব,...
শঙ্খমুখ !

শঙ্খমুখ। মহারাজ !

নিবাত। সমবেত, সুসজ্জিত কর দানব সেনানী।
দৈববর...ব্যোমযান...প্রয়োজন নাই...
কোনও প্রয়োজন নাই।
স্মরণাতীত কাল পূর্ব্ব হ'তে
যে প্রত্যয়, যে আত্মশক্তিতে দানব দানব,
বিশ্বত্রাস বাসব বিজয়ী...
সেই শক্তি বলে ভারত নাশিব।
দেখি কৃষ্ণ কত খল,
বৃকোদর...কত শক্তিমান।

সহসা প্রাচীর গাত্রে বিলম্বিত তূর্য্য লইয়া উচ্চ তূর্য্যনাদ করিলেন। শঙ্খমুখ ব্যস্ত ভাবে প্রস্থান করিল। নিবাত প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রস্থানোদ্যত, উর্ব্বশীর প্রবেশ।

উর্ব্বশী। বিশ্বজয়ী দানব সম্রাট !

নিবাত। (ফিরিয়া) কে ?

উর্ব্বশী। পুনরায় চলিয়াছ ভারত বিনাশে...
আর তোমার নিধন ব্রতে অটল যাজ্ঞিক
যদি জয়ী হয়,
পার্থ যদি লভে পাশুপত,
কে রক্ষিবে তোমার জীবন ?

নিবাত। (অবজ্ঞায় মৃদু হাসিয়া) ও…অর্জ্জুন ?
শিবে তুষি' চাহে পাশুপত নাশিতে কৌরব।
নরের দুরাশা…

উর্ব্বশী। ভয়ার্ত্ত বাসব চাহে নাশিতে দানব।
তুমি জানো,
ইন্দ্রের তনয় পার্থ, কৃষ্ণ সখা, পরম বৈষ্ণব।
ভুল করিয়োনা,
আগে অর্জ্জুনেরে বন্দী কর,
রাখ কারাগারে।
তারপর ভারতাভিযান।

ইতিমধ্যে শঙ্খমুখ পুনঃ প্রবেশ করিল। ময় অনুসন্ধিৎসু ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছিল।

নিবাত। শঙ্খমুখ!

শঙ্খমুখ। মহারাজ!

নিবাত। জানো পার্থের সংবাদ ?
কি করিল পটাসুর ?

শঙ্খমুখ। পটাসুর পারে নাই।
অভেদ্য তুষার গিরি অতিক্রম করি'
হিমালয় শিরে পৌঁছিতেও পারে নাই।

ময়। প্রচণ্ড সে শীতে
প্রমত্ত বিক্রম চাই।
অটুট সংযম চাই।

শঙ্খমুখ। পটাসুর ফিরে নাই।
পটাসুর ছাড়্,
শুনিলাম ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে
মোহিনী উর্ব্বশী।

টলে নাই তাপস অর্জ্জুন।

নিবাত। জানো কোথায় অর্জ্জুন ?

শঙ্খমুখ। শুনিয়াছি ইন্দ্রকীল শৃঙ্গশিরে।
অত্যন্ত দুর্গম স্থানে।

উর্ব্বশী। আমি জানি।
আমি দেখাইব পথ।

নিবাত। তুমি···কে তুমি ?
শত্রু কিম্বা মিত্র দানবের ?
কে তুমি ?

ময়। ইনিই উর্ব্বশী।

নিবাত। উর্ব্বশী !!
অথবা উদ্বেল নীলাম্বু তীরে
দানবেরে প্রবঞ্চিতে
মোহিনী নর্ত্তকী বেশে নারায়ণ ?

উর্ব্বশী। আমি উর্ব্বশী।
প্রতিহিংসা···
ব্যর্থতার প্রতিশোধ চাই।

নিবাত। (সহসা কটিবদ্ধ ছোরা বাহির করিয়া) এই নাও,

অস্ত্র হাতে কর অঙ্গীকার
নিজ হস্তে করিবে সংহার···

উর্ব্বশী। (শিহরিয়া) সংহার !!!

নিবাত। (সহাস্য মুখে সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া) পার্থ সংহার।
প্রতিহিংসা···ব্যর্থতার প্রতিশোধ।

উর্ব্বশী। (সজল চক্ষে) না না সংহার নয়।

নিবাত। বিদায় উর্ব্বশী···
বৃথা কালক্ষয় করিয়ো না।

ময়। এই যে এই দিকে দ্বার—

উর্ব্বশী। গর্ব্বান্ধ দানব···

নিবাত। স্পর্দ্ধা নর্ত্তকীর!
আমি নিবাত কবচ,
বিলাসী বাসব নই।

নিবাত অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দ্বার দেখাইলেন। উর্ব্বশী নতশিরে প্রস্থান করিল।

নিবাত। শঙ্খমুখ! বাহিনী প্রস্তুত?

শঙ্খমুখ। প্রস্তুত মহারাজ।

নিবাত গর্ব্বোন্নত শিরে প্রস্থান করিল। শঙ্খমুখও তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিল। বাহিরে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। শ্রেণী-বদ্ধরূপে সৈনিকগণের গমন শব্দ ও রণ বাদ্যনাদ ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইল। ময় কিয়ৎক্ষণ গবাক্ষ পথে দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

ময়। অবোধ্য···

এই সৃষ্টি···আর সংহার।
নির্ম্মম···উচ্ছৃঙ্খল···
কি কুৎসিত !!

শঙ্খমুখের পুনঃ প্রবেশ।

শঙ্খমুখ। ভাবছো ময় ?

ময়। জয় কি পরাজয় উত্তেজিত করে বেশী ?

শঙ্খমুখ। জয়।

ময়। (মাথা নাড়িয়া) পরাজয়। জয়ে উল্লাসের উন্মাদনা আছে। উৎপীড়নের উত্তেজনা নাই। বিনাশের জন্য ক্ষিপ্ততা নাই।

নয়ন ও ঘৃতাচীর প্রবেশ।

নয়ন। ময় !

ময়। কে···কে···যুবরাজ···মহারাণী !!!

শঙ্খমুখ বিস্ময় দমন করিতে না পারিয়া ছুটিয়া বাহিরে গেল এবং অবিলম্বেই পুনরায় প্রবেশ করিয়া ঘৃতাচীকে অভিবাদন করিল।

শঙ্খমুখ। মা মা !!

ঘৃতাচী। মহারাজ ?

নয়ন। পিতা ফিরেন নাই ?

শঙ্খমুখ। দুর্দ্ধর্ষ দানব বাহিনীর পুরোভাগে একটু পূর্ব্বেই চলে গেলেন মহারাজ···

ঘৃতাচী। আবার কোথায় ?

নয়ন। পুনরায় কাম্যকবনে ?

শঙ্খমুখ। (মাথা নাড়িয়া) হিমালয়ে···

ঘৃতাচী। হিমালয়ে !!!

শঙ্খমুখ। ইন্দ্রকীল পর্ব্বত শিখরে তাপস অর্জ্জুন···

ঘৃতাচী। (অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া) ময় !

ময়। (ব্যগ্র উৎকণ্ঠায়) মা, মহারাণী···

ঘৃতাচী। তুমি জান অর্জ্জুনের পরাক্রম।
তুমি জান···ময়, তুমি নিশ্চয়ই জান···

ময়। জানি মহারাণী।

ঘৃতাচী। কেন যেতে দিলে···কেন যেতে দিলে ?
ছুটে যা' নয়ন···
আন···ফিরাইয়া আন তোর জনকেরে।

ময়। হেন শক্তি বিধাতারও বুঝি নাই মহারাণী।
অনিবার্য্য দৈববাণী
"দেবতার অবধ্য নিবাত···নর হস্তে হইবে নিহত।"

ঘৃতাচী। (ক্রন্দনাবেগ চাপিয়া) নয়ন···

নয়ন। অসম্ভব নয়
ওই বাণী নরের কল্যাণে,
কৃষ্ণ সখা পাণ্ডব কল্যাণে
সাবধানী বাণী।
অনাহত—অনিহত ফিরিয়াছে
দানব সম্রাট···নরলোক হতে।

ময়। দানব কুমার,
এ নর সে নর নয়।
নর জাতি নয়।

অবিনশ্বর ঋষি নর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ত্রিশক্তির সমন্বয়
স্থিতধী ব্রাহ্মণ।
আমি জানি,
আমি দেখিয়াছি খাণ্ডব দাহন কালে···
ধনঞ্জয়···সেই নর।
নর দেহে অবতীর্ণ ঋষি নর।

নয়ন। হোক সেই নর অমিত বিক্রমী।
আমি যাব।
পরাভূত করিব তাঁহারে।
শঙ্খমুখ অস্ত্র অশ্ব দাও।
পদধূলি দাও মাতা।

নয়ন ঘৃতাচীর পদধূলি গ্রহণ করিল। ঘৃতাচীর দুই চক্ষে অবিরল অশ্রু ঝরিতেছিল। নয়নকে বক্ষে চাপিয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিলেন।

ঘৃতাচী। কোথা যাবি অবোধ বালক?

নয়ন। মা···

ঘৃতাচী। মায়ের মিনতি,···স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি স্বদেশ স্বজাতি প্রাণপণে রক্ষা কর আসন্ন সঙ্কটে। মায়ের আশীর্ব্বাদে তোমার সুশাসনে দানব জাতি সগৌরবে বেঁচে থাক।···ময় দানব!

ময়। মহারাণী!

ঘৃতাচী। এসো যাই। দেখি যদি এখনও ফিরা'তে পারি

বিপন্ন পতিরে। শঙ্খমুখ, রহিল নয়ন। না না শুনিবনা···অবাধ্য হয়োনা নয়ন। রক্ষা কর স্বদেশ স্বজাতি। এসো ময়।

সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

হিমালয় নিম্নে কিরাত পল্লী। কাল প্রভাত্। জনৈক কিরাত প্রবল ভাবে মাদল বাজাইয়া বিপদ ঘোষণা করিতেছিল। দলে দলে কিরাত কিরাতীগণ আসিয়া সমবেত হইল।

১ম। কি কি কি হ'লরে ? কিসের মাদল ?

২য়। কি গেলরে ? কিসের মাদল ?

৩য়। কে কে কে এলোরে ? কিসের মাদল ?

বাদক। আগুন···

সকলে। কোথায়···কোথায় ?

বাদক। ওই···ওই যে পাহাড়ে···ইস্স্ (প্রস্থান)

সকলে। তাইতো ··ওই তো···ইস্স্স্

৩য়। কি ধোঁয়ারে···

১ম। পাহাড়···বনে···দাবানল।

২য়। শিবের পাহাড়···

৩য়। সহজ ব্যাপার···ইস্স্

আরও দুই তিন জনের প্রবেশ

১ম। কিরে কি দেখলি তোরা ?

২য়। শুনলি কিছু ?

৩য়। বুঝলি কিছু ?

৪র্থ। ই স্ স্ স্ স্···

৫ম। যোগীর গায়ে ভক্ ভক্

১ম। ভক্ ভক্ ?···

২য়। কি ভক্ ভক্ ?

৪র্থ। সেই যে যোগী···বাবাঠাকুর।

৫ম। সেই যে এলো ধনু কাঁধে···

সকলে। তার কি হ'ল ?

৪র্থ। ধ্যানে বেহুঁস···গা থেকে তার···

৫ম। ই স্ স্ স্···গা থেকে তার কি আগুন···ই স্ স্···

১ম। জ্বলছে ?

১ম। ভক্ ভক্ করে বেরোচ্ছে আগুন ধক্ ধক্ !

৪র্থ। পুড়ে গেল বাবার পাহাড় বন জঙ্গল সব।

১ম। নেবাই চল···

৩য়। বাজা মাদল···

সকলে। বাজা মাদল··

১ম। ওরে আয় আয়···দল বেঁধে চল।

২য়। পাহাড় বাঁচা···বস্তি বাঁচা···নেবাই চল···

মাদল বাজাইয়া কিরাত কিরাতীগণের নৃত্যগীত

গীত

রে রে রে রে রে রে হুম্।
হুম্ কি ধুম কি খুন কি সরকি,
খুন ঢেলে ঢাক ধূম।
ধনুর ছিলায় মার কষে টান,
মার মার মার মার খিচে বাণ।
ঘুরিয়ে কুঠার করে দে সাবার,
ধূম ধূমাকার বাবার পাহাড়
ভেঙ্গে দে শিবের ঘুম।
কারারা কারারা ঝুম—কারারা কারারা ঝুম ॥

প্রস্থান।

নেপথ্যে—

"ইস্স্···সামাল···সামাল
পাগলা বরা···খবরদার···মার···মার।"

ষষ্ঠ দৃশ্য

কাল অপরাহ্ণ। ইন্দ্রকীল শৃঙ্গে অর্জ্জুনের যোগাসন। চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ পত্রাদি দগ্ধীভূত। ধূমায়মান একটি বৃক্ষ নিম্নে মৃন্ময় শিবলিঙ্গ বিগ্রহ। অদূরে শরাসন হস্তে অর্জ্জুন। সম্মুখেই এক মৃত বরাহ। বরাহ অঙ্গে বিদ্ধ শর দ্বয়। নেপথ্যে তখনও কোলাহল···

"মার···মার···মরেছেরে···ব্যস্ খতম।"

অর্জ্জুন। (দক্ষিণ হস্তধৃত শর তূণে রাখিয়া) দুরন্ত বরাহ!

কিরাত বেশে শিব ও কিরাতী বেশে পার্ব্বতীর প্রবেশ।

শিব। ভয় নাই···

অর্জ্জুন। করিয়াছি বধ···

শিব। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ···

পার্ব্বতী। বলিস কিরে ?

শিব। কেমন যোগীরে ?
প্রাণ ভয়ে যোগ ছেড়ে···

অর্জ্জুন। বিপন্ন কিরাত পল্লী, আর্ত্তনাদে করিল ব্যাকুল···

শিব। বাঁচাতে বিপন্ন যোগী···করিয়াছি বধ।

অর্জ্জুন। (অবজ্ঞায়) তাই নাকি ?

শিব। এই তো আমার শর।
রহিয়াছে তোরও শর,
চর্ম্ম ভেদি' অঙ্গ বিঁধে নাই।

অর্জ্জুন। ভালো করে ছাখ্। আমি অর্জ্জুন।

শিব। রাখ্।

পার্ব্বতী। বলিস কিরে ?

শিব। অহংকারে কি যে কয় ?
আমি না করিলে বধ,
খণ্ড খণ্ড করি যেই দেহ
ক্ষিপ্ত পশু করিত ভক্ষণ,
এখনও তারি মাঝে 'আমি' জ্ঞান,
অহংকার !!

অৰ্জ্জুন। চুপ কর্।
ব্যর্থকাম অর্জ্জুনের শর,
নব সত্য আবিষ্কার
করে এক নগণ্য নিশাদ!

পার্ব্বতী। বলিস কিরে?

শিব। কোন্ যোগীরে?
পুনরায় করিবি পরখ?

অর্জ্জুন। আয়।

পার্ব্বতী। ওরে থাক।

অর্জ্জুন। সন্ধান?

শিব। আমি তোর, তুই মোর প্রাণ।

অর্জ্জুন। মরিবি নিশ্চয়…

শিব। মরি,
তুই হ'বি মৃত্যুঞ্জয়।

অর্জ্জুন। প্রস্তুত?

শিব। প্রস্তুত।
আমি বৃদ্ধ বন্য ব্যাধ,
তুই যুবা, শাবক সমান।
তুই আগে মার।
অব্যর্থ সন্ধানী তুই, লক্ষ্য কর;
আমার গলায় দোলে পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষের মালা,
বিদ্ধ কর…বিদ্ধ কর…বুঝি শক্তিধর।

কিরাত রূপী শিব রুদ্রাক্ষের মালা দোলাইয়া সোল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন। (পার্ব্বতীকে) সর্...

পার্ব্বতী সহাস্যে সরিয়া দাঁড়াইলেন। অর্জ্জুন ক্রমাগত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শিব তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের একটি শরও শিবের অঙ্গে বিদ্ধ হইল না। নৃত্য গীত রত কিরাত কিরাতিগণ প্রবেশ করিল এবং শিবের নৃত্য দেখিয়া সোল্লাসে মাদল বাজাইতে লাগিল। প্রবেশ কালীন গীত—

"রে রে রে রে রে রে হুম্
কারারা কারারা ঝুম্।"

শ্রান্ত অর্জ্জুন ঘর্ম্মাক্ত ললাট মুছিলেন।

অর্জ্জুন। একি বিস্ময় ?
ব্যর্থ লক্ষ্য, ব্যর্থ প্রতি শর,
অবজ্ঞায় নাচে বৃদ্ধ কে ওই কিরাত ?

পার্ব্বতী। কিরে, ফুরাইল শর ?

অর্জ্জুন। চুপ, ফুরায়না গাণ্ডীবির তূণ...

কিরাতগণ। চালাও...চালাও...

অর্জ্জুন। (সরোষে) থামাও মাদল...যাও।

কিরাত কিরাতিগণ উচ্চ হাস্য করিয়া প্রস্থান করিল।

শিব। এইবার আমি মারি...

অর্জ্জুন। তিষ্ঠ ব্যাধ।
মুহূর্ত্তের অবসর দাও।

দিব রণ
স্মরি' ইষ্টদেবে, এই শেষ বার।
একি প্রহেলিকা !!

শিব। বেশতো, ডাকনা।

পার্ব্বতী। একটু জিড়ো' না।

অর্জ্জুন। (বৃক্ষ নিম্নে শিব বিগ্রহের সম্মুখে নত জানু হইয়া) হে শঙ্কর, অর্জ্জুনের জ্ঞান গর্ব্ব খ্যাতি চূর্ণ করিয়াছ। ব্যর্থ করিয়াছ যোগ যাগ সঙ্কল্প সাধনা। আর কেন? পশুপতি, লহ এই শেষ অর্ঘ্য মোর। সতূণ গাণ্ডীব···অর্জ্জুনের জীবন মরণ···

সতূন গাণ্ডীবে শির স্পর্শ করিয়া শিব মূর্ত্তির পায়ে সমর্পণ করিয়া অর্জ্জুন ভূমিনত শিরে প্রণাম করিলেন। ইতি মধ্যে কিরাত রূপী শিব ও কিরাতী রূপী পার্ব্বতী শিব বিগ্রহের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সহসা মৃন্ময় শিব মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। তৎপরিবর্ত্তে এবং কিরাত কিরাতীর স্থলে শিব ও পার্ব্বতীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। অর্জ্জুন প্রণামান্তে উঠিলেন—

শিব। (সহাস্যে) মারি শর···
অথবা মারিবি আরও?

অর্জ্জুন। (বিস্ময়ানন্দে বিহ্বল ভাবে) একি···একি অপরূপ !!
ধবল তুষার জিনি' শ্বেত শান্ত হে শিব শঙ্কর,
হে জননী বরাভয়া ত্রিলোক-বিজয়া,
সন্তানের বৃথা দম্ভ চরণে দলিয়া,
এলে কিরাতের ছলে···
ক্ষমা কর মহেশ্বর,

ক্ষমা কর জগন্মাতা,
আমি শরণাগত···

শিব ও পার্ব্বতীর চরণে পতিত হইলেন।

শিব। কৃষ্ণ সখা তৃতীয় পাণ্ডব!

অর্জ্জুন যুক্ত করে উঠিলেন!

অর্জ্জুন। বিশ্বেশ্বর!

পার্ব্বতী সস্নেহে গাণ্ডীব ও তূণ উঠাইয়া অর্জ্জুনের স্কন্ধে পরাইয়া দিলেন। অর্জ্জুন শ্রদ্ধাভরে পার্ব্বতীর পদধূলি মাথায় দিলেন।

শিব। তুষ্ট আমি। লহ বর।
অভীষ্ট তোমার?

অর্জ্জুন। হে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ।

শিব। জানি, চাহ পাশুপত।
নিক্ষেপণে সেই শৈবশর, বিশ্বনাশ হয়।
বড় ভয়ঙ্কর।
আণবিক রুদ্র তেজোগর্ভ পাশুপত!!
সংহত সে বিলয় বহ্নি বিস্ফোরণে,
আণবিক বিকর্ষণে,
বিশ্বময় অনন্ত জীবাণু, অখণ্ড জীবন,
তৃণ সম দগ্ধ করে···
নিশ্চিহ্ন, বিলুপ্ত করে।
চাহ অন্য বর···

অর্জ্জুন নীরব রহিলেন

বিশ্বের একাধিপত্য…
সশরীরে স্বর্গবাস…
অমরতা…
দিব্যজ্ঞান‥
দিব্যানন্দ ?

অর্জ্জুন। কিছুই চাহিনা দেব।
তপস্যার পুরস্কার আমি লভিয়াছি।
লভিয়াছি মাতৃ পদধূলি।

পার্ব্বতী। ধনঞ্জয়,
তুষ্ট শিব। চাহ অন্য বর।

অর্জ্জুন। জগন্মাতা,
তুমি জান সন্তানের মর্ম্মব্যথা।
তুমি সতী, তুমি সীতা, তুমিই সবিতা।
তুমি জান,
মর্ম্মাহত আমি সতী লাঞ্ছনায়।
করিয়াছি পণ,
জননীর অশ্রুধারা করিব মোচন,
পাঞ্চালীর মুক্ত কেশ করিয়া রঞ্জন
নরাধম কৌরব শোণিতে।
বিশ্বের বিপক্ষে একা দিব রণ,
সংহার করিব একা সে সবারে,
ছলনায় যারা,
সর্ব্বহারা করিল পাণ্ডবে।

পাশুপত, শুধু পাশুপত চাই,
অন্য কাম্য নাই।
আমিও প্রলয় চাই সমগ্র ভারতে।
উচ্ছৃঙ্খল অনন্ত জীবাণু পুড়ে যায়, যাক।
পুড়ে যাক পাপ পঙ্কিলতা,
নিশ্চিহ্ন হইয়া যাক
মাতৃদ্রোহী ভ্রাতৃদ্রোহী দেশদ্রোহী যারা,
আত্মবলে বেঁচে থাক অবিনশ্বর যাহা।

শিব। উত্তম, দিব পাশুপত···
প্রয়োগাধিকার মাত্র একবার।
লভিবেনা একাধিক বার।

অর্জ্জুন। আমিও চাহিনা দেব, একাধিকবার।

শিব। তথাস্তু···পাশুপত···

অন্তরীক্ষে অবরুদ্ধ তেজ নির্গমনের শব্দ শ্রুত হইল। চরাচর যেন এক দিব্য তেজে উদ্ভাসিত হইল। মহাব্যোম ঝঙ্কৃত করিয়া ওঁকার নাদ ধ্বনিত হইল। হস্ত প্রসারণ করিয়া শিব বেগবান বিদ্যুচ্ছটা সদৃশ তেজোময় পাশুপতাস্ত্র ধারণ করিয়া কহিলেন···

ঋষি নর,
নাও শৈব শর···পাশুপত।

অর্জ্জুন। (নতজানু হইয়া যুক্ত করে পাশুপত গ্রহণ করিলেন)
সত্যং শিবম্ সুন্দরম!
অখণ্ড মণ্ডলাকার, অনন্তরূপম!
নমামি ত্বম।

শিব ও পার্ব্বতী উভয়েই নীরবে অর্জ্জুনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অর্জ্জুন পাশুপত পৃষ্ঠে বিলম্বিত তূণে রাখিয়া উঠিলেন। পার্ব্বতীর অন্তর্দ্ধান। সহসা নেপথ্যে বহু কণ্ঠে কোলাহল···

"রক্ষা কর, রক্ষা কর দয়াময়।
রক্ষা কর শিব, ত্রিলোক বিনাশ।"

অর্জ্জুন। একি···অকস্মাৎ একি কোলাহল !!!

নেপথ্যে দূরাগত কণ্ঠে নিবাত···"চল কৈলাস।"
" " " দানবগণ···"চল কৈলাস।"

রক্তাক্ত দেহে বিচলিত দেবরাজ ইন্দ্রের বেগে প্রবেশ।

ইন্দ্র। দেবাদিদেব পশুপতি,
ব্রহ্মার কৃপায় দেবের অবধ্য-প্রাণ নিবাত কবচ,
বিধ্বস্ত করিয়া স্বর্গ,
অবরোধ করিল কৈলাস।
পরাজিত দেবসেনা,
ব্যর্থ বজ্র।
প্রাণাতঙ্কে স্বর্গবাসী মাগিছে আশ্রয়।
দয়াময়,
রক্ষা কর···সর্ব্বলোক ধ্বংস হয়।

শিব। দেবতার অবধ্য নিবাত
নহে কি অবধ্য মোর ?

ইন্দ্র। লোকাতীত···জ্ঞানাতীত
অনন্ত তোমার শক্তি।

তুমি রুদ্র···তুমিই সংহার।
কৃপা কর। (শিবের পদতলে পতন)
অথবা সংহার কর দেবকুল।
নিপীড়িত অমর জীবন বিড়ম্বনা সার।

অর্জ্জুন। দেবতার অবধ্য নিবাত···
আমিতো দেবতা নই।
ক্ষুদ্র নর ;
মহেশ্বর, আজ্ঞা দাও,
দেবের অবধ্য জনে করি সংহার।

ইন্দ্র। পারিবেনা।
দুর্জ্জয়ী নিবাত।
করাল ভৈরব বজ্রে ভ্রুক্ষেপও করেনা।

অর্জ্জুন। মৃত্যুঞ্জয় দিয়াছেন মূর্ত্ত শৈবশর।
দিয়াছেন প্রয়োগাধিকার···

শিব। মাত্র একবার।

অর্জ্জুন। ভুলি নাই···

শিব। পূর্ণ হয় নাই তোমার কামনা।
নিবার এ উত্তেজনা।
বনবাসে ম্লান মুখে তোমার স্বজন,
ব্যথিতা জননী, লাঞ্ছিতা পাঞ্চালী
আছে অপেক্ষায় পথ পানে চাহি'।
অপেক্ষায় আছেন কেশব,
নতশির, মৌন বাক, ব্যথার্ত্ত, ব্যাকুল।

অর্জ্জুন। ভুলি নাই।
রিক্ত জীবনের কথা, দ্রৌপদীর ব্যথা
কিছু ভুলি নাই।
কিন্তু হেথা,
সশঙ্ক বাসব, সর্ব্বস্বান্ত স্বর্গবাসী
প্রাণাতঙ্কে মাগিছে আশ্রয়,
দিগন্ত ছাপিয়া ওই উঠিয়াছে
বিপন্নের আর্ত্ত হাহাকার;
অন্তিম সঙ্কটে তাঁরা মাগে পরিত্রাণ।
আমি ক্ষত্রিয় সন্তান···তাও ভুলি নাই।
বিশ্বের কল্যাণে,
রক্ষিব কৈলাস নিবাত বধিয়া।
ত্রিপুরারি,
আজ্ঞা দাও, হানি পাশুপত।

শিব সহাস্তে নীরবে সম্মতি প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন ক্ষিপ্রহস্তে শিবের পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিলেন।
নেপথ্যে দূরাগত কণ্ঠে নিবাত, "ওই কৈলাস···জ্বালো···পুড়ে যাক।

ইন্দ্র। ওই উন্মাদ নিবাত কবচ।
শিব। অভিশপ্ত স্বর্গ দ্বারপাল বীরশ্রেষ্ঠ জয়।
হিরণ্যকশিপু···দশানন···নিবাত কবচ।

শিব ও তৎপশ্চাত ইন্দ্রের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

ইন্দ্রকীল পর্ব্বত শৃঙ্গের পাদদেশ। কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণ…দূরে আকাশস্পর্শি তুষারাবৃত হিমালয় মধ্যে রক্তিম বৃত্তাকার সূর্য্য অস্ত গমনোন্মুখ। রক্তিমচ্ছটায় তুষার স্তূপের নানাস্থানে বিভিন্ন বর্ণ। রণবাদ্য সহকারে দানব সৈনিকগণ প্রবেশ করিয়া উপত্যকা পথে অগ্রসর হইল। ক্ষিপ্র পদে জ্যোতির্ম্ময় কবচাবৃত দেহ, নিবাত কবচ প্রবেশ করিয়া একটি শৃঙ্গের উপর দাঁড়াইলেন। নিবাতের বাম বাহুতে উজ্জ্বল ঢাল, দক্ষিণ হস্তে বর্শা। কটিতে তরবারী ও ছোরা। রণবাদ্য নাদ স্থগিত হইল।

নিবাত। জ্বালাও কৈলাস। ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ বিধ্বস্ত করে তোমরা অপূর্ব্ব বীর্য্যের পরিচয় দিয়েছো। তোমরা অপরাজেয়। দানব দুর্নিবার। দানব দানব।

সৈনিকগণ। দানব দানব। ধ্বংস কর সব।

নিবাত। আমার বিজয়ী সৈনিকগণ, তোমরা ভুলবে না, অন্যায় যুদ্ধে বারংবার দেবতারা দানব হত্যা করেছে।

সৈনিকগণ। প্রতিশোধ চাই।

নিবাত। বারংবার জাতির শোণিতে গড়া দানবসম্পদ ধূলিস্যাৎ করেছে।

সৈনিকগণ। প্রতিশোধ চাই।

নিবাত। নির্ভীক দানব, প্রতিশোধ নাও।

সৈনিকগণ। জ্বালাও কৈলাস।

রণবাদ্য সহকারে দানব সৈনিকগণের অগ্রগমন।

বেগে ঘৃতাচী ও তৎপশ্চাত ময়ের প্রবেশ।

ঘৃতাচী। ফেরাও ··· ফেরাও ··· আমার মিনতি ··· ফেরাও

সেনানী। অব্যাহত থাক কৈলাস।

নিবাত। অব্যাহত থাক কৈলাস !!! ঘৃতাচী, জয়যাত্রা পথে আজীবন অনড় কণ্টক···কুল কলঙ্কিনি!

ঘৃতাচী। (নিবাতের পদতলে পড়িয়া) স্বামী, প্রভু,
দানব গৌরব, অপরাধ ক্ষমা কর।
কিম্বা দণ্ড দাও, বধ কর।
তথাপি ফিরিয়া যাও···
একান্ত মিনতি মোর।
কৈলাস-শিখরে কৃষ্ণসখা ঋষি নর···

নিবাত। 'কৈলাস শিখরে কৃষ্ণসখা'···
তারও কণ্ঠহারে দোলে বুঝি
দানবারি লম্পট বিগ্রহ?
কৃষ্ণ বিলাসিনি···নির্লজ্জা রমণি···

ক্রোধে আত্মহারা নিবাত সহসা ঘৃতাচীর বক্ষে বর্শা বিদ্ধ করিলেন। ঘৃতাচী আর্ত্তনাদ করিয়া ভূপতিতা হইলেন। ব্যস্তভাবে ময় ঘৃতাচীর মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

ময়। মা মা···মহারাণী···

ঘৃতাচী। স্বামী, প্রভু, প্রিয়তম,
তথাপি ফিরিয়া যাও···মিনতি চরণে···নারায়ণ!

মৃত্যু

দূর পর্ব্বত মধ্যে সূর্য্যাস্ত হইল।

ময়। নিবে গেল। দানব সম্রাট, কি করিলে !!
দানব সৌধের অম্লান প্রদীপ…
নিবে গেল…নিবে গেল।

আত্মবিস্মৃতভাবে প্রস্থান।

নিবাত। অম্লান প্রদীপ নিবে গেল।
ঘৃতাচী…
দানব সৈনিক…
ঘৃতাচী…ঘৃতাচী…
দানব…
দানব সেনানী…
কৈলাস শিখরে নর…

উন্মাদবৎ বর্শা উদ্যত করিয়া প্রস্থানোদ্যত…

সহসা অবরুদ্ধ প্রবল তেজ নির্গমনের শব্দ উঠিল এবং সেই ক্রম বর্দ্ধমান শব্দ ছাপাইয়া শত সহস্র বজ্রপাত নাদ হইল। চতুর্দ্দিক ধূমাবৃত হইল। অবিলম্বে চরাচর গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুতাগ্নি জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। বিদ্যুতাগ্নিতে দৃষ্ট হইল আহত নিবাত চিৎকার করিতেছেন।

"হানিয়াছে শৈবশর…ঘৃতাচী…শৈবশর হানিয়াছে নর… ঘৃতাচী…"

বিদ্যুতালোকে দৃষ্ট হইল রুধিরাক্ত নিবাত টলিতে টলিতে ঘৃতাচীর শবের উপর পতিত হইলেন…অদূরে অপর পর্ব্বত শৃঙ্গে শরাসন করে অর্জ্জুন ও প্রশান্ত শিব।

দৈববাণী…

"নিহত নিবাত।

অভিশাপ মুক্ত হ'ল জয়।

নিবার প্রলয়।"

বিদ্যুতালোকে দৃষ্ট হইল অর্জ্জুন উর্দ্ধে হস্ত প্রসারণ করিলেন। চরাচর ঝঙ্কৃত করিয়া ওঁ কার নাদ শ্রুত হইল। সর্ব্বভূক বহ্নির ধ্বংসনাদ ক্রমশঃ শান্ত হইল, ক্রমশঃ অন্ধকার ঈষৎ আলোকিত হইল। চতুর্দ্দিকে বিধ্বস্ত পর্ব্বত বৃক্ষাদি…ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নাঙ্গ দানবগণ ··নিহত নিবাত ও ঘৃতাচীর শিয়রে নীরবে আশীর্ব্বাদরত বিষ্ণু মূর্ত্তি…অর্জ্জুন পাশুপতাস্ত্র শিবের চরণে প্রত্যর্পণ করিয়া প্রণাম করিলেন। বিষ্ণু মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান ও কৃষ্ণ মূর্ত্তির আবির্ভাব।…

শিব। আদর্শ সংযমী বীর পার্থ,

তুমিই ক্ষত্রিয়।

প্রীত মনে নিঃসংশয়ে

পাশুপত প্রয়োগাধিকার দিলাম তোমারে,

যতবার করিবে স্মরণ,…

বিশ্বের কল্যাণে, দুর্জ্জন বিনাশে।

শিবের অন্তর্দ্ধান

প্রণামান্তে উঠিয়া ফিরিতেই অর্জ্জুন দেখিলেন বাহু প্রসারিত করিয়া কৃষ্ণ আসিতেছেন। উভয়ে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন।

…যবনিকা…

শ্রীঅতুলানন্দ রায় প্রণীত

যাদুকর

একাঙ্ক রূপক নাটিকা

২য় সংস্করণ···এক টাকা

১৩৪৬ সালে

স্বনামখ্যাত যাদুকর প্রোঃ রাজা বোসের পরিচালনায় "রয়েল এন্‌টারটেনার্স" কর্ত্তৃক বহুস্থানে অভিনীত। স্কুল কলেজ ও এ্যামেচার ক্লাবে অভিনয়োপযোগী।

সংবাদ পত্রের অভিমত

প্রবাসী···যাদুকর পাঁচটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ একটি রূপক নাটিকা। ভীল সর্দ্দার মংরু অহিংসা ও প্রেমের বলে ক্ষমতার অপব্যবহারকারী দেবতার আস্ফালনকে ব্যর্থ করিয়াছিল। দেবতা নিজেকে দানবতুল্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং মনুষ্যত্বের মহিমার কাছে নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মনুষ্যত্বের এই মহিমাই ভীল সর্দ্দারের যাদু, তাই পরাভূত দেবতা তাহাকে যাদুকর আখ্যা দিয়াছেন। ভাদ্র, ১৩৫৭

যুগান্তর···যাদুকর পাঁচটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ সুন্দর রূপক নাটিকা। ভীল সর্দ্দার মংরুর চরিত্র চিত্রণ অপূর্ব্ব···যাদুকর রচনায় বহুকাল পরে "পানিপথ" প্রণেতা যশস্বী নাট্যকার শ্রীঅতুল রায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

আনন্দবাজার···যাদুকর একখানি রূপক নাটিকা। অল্প পরিসরের মধ্যে নাট্যকার তাঁহার নাটকের পাত্র পাত্রীর চরিত্রগুলিকে সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভীল সর্দ্দার মংরুর চরিত্র চিত্রণ অতীব মনোরম হইয়াছে। ৯-১০-৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান···অরোরা ষ্টোর্স এণ্ড এজেন্সিস, জলপাইগুড়ি,
কলিকাতার ঠিকানা···১৪, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১
১১এ, গোকুল মিত্র লেন, কলিকাতা হইতে আর, কে, পাব্লিশিং কোং
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীঅতুলানন্দ রায় প্রণীত

পানিপথ

১৩২৪ সালে

মনোমোহন থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক

চতুর্থ সংস্করণ এক টাকা চার আনা

প্রাপ্তিস্থান—

স্থলভ কলিকাতা লাইব্রেরী

১০৪, অপার চিৎপুর রোড,

কলিকাতা।

***

সুবিখ্যাত সংবাদ পত্র "Bengali", ১৩২৪ সালের ২১শে আশ্বিন, লিখিয়াছেন—

Monomohan Theatre was simply packed on Saturday last to witness a new piece entitled "Panipath". The historic battle ground of Panipath has been the rise and fall of several dynasties......the wheel of fortune is cleverly turned by the author (Sri Atulananda Rai) and a well known chapter in the history of Moslem India is manipulated with realistic touches that speak well for the author's imagination and dramatic talent...... There is a lesson conveyed also, namely the value of Hindu-Moslem unity which makes a tremendous appeal to the audience. "Panipath" is one of the most gripping pieces that ever held the house spell-bound.